মালেকা একাডেমি

গোপালগঞ্জ

পবিত্র মাহে রমজানের বন্ধ চলাকালীন পড়াশুনা প্রস্তুতি

স্থাপিত ঃ ২০০৬খ্রিঃ

মালেকা একাডেমি

গোপালগঞ্জ

শ্রেণিঃ পঞ্চম
বিষয়ঃ বাংলা

মাটির নিচে যে শহর (পৃষ্ঠা নং-৭৬-৭৮)

১।শব্দার্থঃ
প্রাচীন-পুরাতন
প্রত্নতাত্তিক-প্রত্ন শব্দের অর্থ অতি পুরাতন বা প্রাচীন ,এই সম্পর্কিত যে তত্ত্ব তাকে বঅলা হয় প্রত্নতত্ত্ব।তবে,প্রাচীন কালের জিনিসপত্র,মুদ্রা,অট্টালিকা ইত্যাদি বিচার করে এবং ইতিহাস খুঁজে যা বের করা হয় তাকে বলে প্রত্নতাত্ত্বিক।
ঢিবি-স্তূপ
নগর-শহর
সভ্যতা-উন্নতি
মৃত্তিকা-মাটি
অঞ্চল-এলাকা
ভূপৃষ্ঠ-পৃথিবীর উপরিভাগ
খ্রীষ্টপূর্ব-যিশুখ্রিষ্টের জন্মের পূর্বের বৎসর বোঝাতে বলা হয় খ্রীষ্টপূর্ব
সম্ভবত-অনুমান করে বলা
প্রচণ্ড-খুব বেশি
বিস্তীর্ণ-অনেক জায়গা পর্যন্ত ছড়ানো
নিদর্শন-চিহ্ন
সংগ্রহ-জোগাড়
সচেতন-সতর্ক
আবিষ্কার-উদ্ভাবন
রৌপ্যমুদ্রা-রুপার তৈরি মুদ্রা
খনন-খোঁড়া / গর্তকরা
চেস্টা-প্রয়াস
অভিভূত-ভাবাবিস্ট বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়া
উপত্যকা-দুই পাহাড় বা পর্বতের মাঝখানের সমতল ভূমি
ঐতিহাসিক-যাঁরা ইতিহাস লেখেন বা ভালো জানেন।
সমৃদ্ধশালি-উন্নত
বিশেষজ্ঞ-বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান আছে যার
জাদুঘর-ঐতিহাসিক মূল্য আচে এমন শিল্প নিদর্শন ভাস্কর্য
সন্ধানে-খোঁজে
প্রাচীনতম-সবচেয়ে পুরাতন
আশ্চর্য-বিষ্ময়কর
২।এক কথায় প্রকাশ করঃ
প্রত্ন সম্পর্কিত যে তত্ত্ব--প্রত্নতত্ত্ব
-দুই পাহাড় বা পর্বতের মাঝখানের সমতল ভূমি -উপত্যকা
অনেক মানুষের একসাথে কোথাও বসবাস-জনপদ
ছাপ দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে এমন-ছাপাঙ্কিত
প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করে রাখা হয় যে স্থানে-জাদুঘর
যা বহুকাল পূর্বের-প্রাচীন
বিশেষ যে উদাহরণ-নিদর্শন
ইতিহাস লেখেন যাঁরা-ঐতিহাসিক
রুপার তৈরি মুদ্রা -রৌপ্যমুদ্রা

উঁচু দেয়াল ঘেরা সুরক্ষিত সেনানিবাস-দূর্গ

৩। বিপরীত শব্দঃ

মূলশব্দ---বিপরীত শব্দ

সভ্য--অসভ্য

পুরাতন--নতুন

প্রসারিত --সংকুচিত

প্রাচীন-- আধুনিক

উপজেলা--জেলা

চোখা--ভোঁতা

শক্ত--নরম

সচেতন --অসচেতন

মূল্যবান -- মূল্যহীন

গড়া --- ভাঙা

সরু --মোটা

আলো --অন্ধকার

ভারী --হালকা

আকাশ --পাতাল

উত্তর --দক্ষিণ

বাহির --ভিতর

দূর --নিকট

প্রবাহিত --অপ্রবাহিত

সহজ কঠিন

পরিচিত --অপরিচিত

আসল --নকল

সম্ভব -- অসম্ভব

৪ ।ক্রিয়ার কালের রুপ পরিবর্তন

ক্রিয়ার মূলভাব	অতীত রুপ	বর্তমান রুপ	ভবিষ্যত রুপ
জানা	জানলে	জান	জানবে
থাকা	থাকলে	থাক	থাকবে
রওয়া	রয়েছিল	রয়েছে	রইবে
ভাঙা	ভাঙছিল	ভাঙছে	ভাঙবে
যাওয়া	যেত	যায়	যাবে
তোলা	তুললেন	তোলেন	তুলবেন
দেখানো	দেখালেন	দেখান	দেখাবেন
চলা	চলত	চলে	চলবে

৫। যুক্তবর্ণ ঃ নিচের যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে দেখাও ও প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি শব্দ দ্বারা একটি করে বাক্য রচনা করঃ

ত্ন- ত্ + ন- যত্ন- মা ছেলেকে যত্ন করেন ।

ত্ম- ত্+ম- আত্মীয়- মধু আমার আত্মীয় ।

স্প- স্+প- স্পষ্ট- স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা ভালো ।

ত্ত্ব- ত্+ত+ ্ব (ব-ফলা)- মহত্ত্ব- মহত্ত্ব মানুষের বড় গুণ ।

ষ্ক- ষ্+ক- আবিষ্কার- বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন ।

স্কৃ- স্+ক+ ৃ (ঋ- কার)- সংস্কৃতি- ধর্মীয় সংস্কৃতির অপূর্ব নিদর্শন পাহাড়পুর।

(নোটঃ ফন্ট জটিলতায় ত,ত,স,ত,ষ,স এর নিচে হসন-ত দেওয়া যায়নি, লেখার সময় হসন-ত দেওয়া বাধ্যতামূলক)

- বিরাম চিহ্নঃ আসলে উয়ারী এবং বটেশ্বর--------রৌপ্যমুদ্রা (পৃঃ৭৭)

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ ও ২ নম্বর ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখঃ

(পৃঃ ৭৬,৭৭)

বাংলাদেশের মধ্যে বেশ কয়েকটা ------ এটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ।

১। নিচের যে কোনো পাঁচটি শব্দে অর্থ লেখ ঃ ১ * ৫= ৫ বিষয়ঃ বাংলা

প্রদত্ব শব্দ	অর্থ
প্রাচীন	পুরাতন
নিদর্শন	চিহ্ন
অঞ্চল	এলাকা
ঢিবি	স্তূপ
মৃত্তিকা	মাটি
ভূপৃষ্ঠ	পৃথিবীর উপরিভাগ
বিস্তীর্ণ	অনেক জায়গা পর্যন্ত ছড়ানো

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখঃ

ক) বাংলাদেশের দুটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের নাম লেখ।

উত্তরঃ বাংলাদেশের দুইটি প্রত্বতাত্ত্বিক স্থানের নাম হলোঃ

১. ময়নামতি
২. মহাস্থানগড়

খ) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণ করা দরকার কেন চারটি বাক্যে লেখ ।

উত্তরঃ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা চারটি বাক্যে নিচে দেওয়া হলোঃ

১. প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা ।
২. প্রাচীনকালের মানুষের অর্থনৈতিক/সামাজিক/নৃতাত্ত্বিক অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা ।
৩. প্রাচীনকালের মানুষের আচার-আচরণ সম্বন্ধে ধারণা লাভ ।
৪. প্রাচীনকালের মানুষের জীবনধারার সাথে বর্তমানের জীবনধারার তুলনামূলক অধ্যয়ন ।

গ) একটি প্রত্বতাত্ত্বিক স্থানের নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ করতে করণীয় ৪টি বাক্যে লেখ।

উত্তরঃ একটি প্রত্বতাত্ত্বিক স্থানের নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ করতে করণীয়সমূহ ৪টি বাক্য নিচে দেওয়া হলোঃ

১. পুরানো ঐতিহ্যবাহী দালান কোঠা ও ঐতিহাসিক ভবন সংস্কারের ব্যবস্থা করা ।
২. সংস্কার কাজ চলাকালীন এর কাঠামো অবিকৃত রাখা ।
৩. বহনযোগ্য ঐতিহ্যবাহী নমুনা জাদুঘরে জমাদান ।
৪. সাল ওয়ারী শ্রেনিকরণ করে সংরক্ষণ করা ।

শিক্ষাগুরুর মর্যাদা

১। শব্দার্থঃ

প্রদত্তশব্দ	অর্থ
কুমার	রাজার ছেলে
নিস্তার	রেহাই
দিল্লিপতি	দিল্লির শাসক
প্রভাতে	সকালে
শাহজাদা	বাদশাহর পুত্র
শাহানশাহ	বাদশাহ
বারি	পানি
চরণ	পা
পুলকিত	আনন্দিত
স্পর্ধা	সাহস
রেখা	দাগ/চিহ্ন
ভালে	কপালে
শির	মাথা
শ্রেষ্ঠ	উত্তম
মান	মর্যাদা
কেল্লা	দুর্গ
সৌজন্য	ভদ্রতা

স্বয়ং	নিজে
শাস্ত্র	ধর্মগ্রন্থ
অনর্গল	অনবরত
দূত	বার্তাবাহক
নিরালয়	নির্জনে / দূরে
প্রক্ষালন	ধোওয়া
ব্যথা	কষ্ট
উচ্ছ্বাস	আনন্দ
কুর্নিশ	মাথানত করে অভিবাদন করা
সগৌরবে	গৌরবের সাথে
মহান	মহৎ
মৌলবী	মুসলিম পন্ডিত

২। এক কথায় প্রকাশঃ
শিক্ষা প্রদান করেন যিনি- শিক্ষক
বাদশাহর পুত্র- শাহজাদা
রাজার ছেলে- রাজপুত্র
মাথা নত করে অভিবাদন করা- কুর্নিশ
তুলনা নেই যার- অতুলনীয়
দন্ডনীয় কর্ম- অপরাধ
সুজনের ভাব- সৌজন্য
সংবাদ বহনকারী- দূত
কবিতা লেখেন যিনি- কবি
বৃষ্টির পানি- বারি
হাতির ডাক- বৃংহিত
সবার মধ্যে সেরা- শ্রেষ্ঠ
উদার চরিত্র- মহৎ
অনেকের মধ্যে একজন- অন্যতম
সীমা নেই যার- অসীম
তুলনা নেই যার- অতুলনীয়
৩। বিপরীত শব্দ

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
আনন্দ	বেদনা
শিক্ষক	ছাত্র
হাত	পা
অপরাধ	নিরাপরাধ
পানি	আগুন
গুরু	শিষ্য
শ্রেষ্ঠ	নিকৃষ্ট
বড়	ছোট
বিষাদ	হর্ষ
যশ	অপযশ
মান	অপমান
পুত্র	কন্যা
উন্নত	অবনত
চিন্তা	নিশ্চিন্ত
ভয়	সাহস
অবহেলা	শ্রদ্ধা

উদার	অনুদার
সত্য	মিথ্যা

৪। যুক্তবর্ণঃ নিচের যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে দেখাও ও প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে তৈরি শব্দ দ্বারা একটি কার বাক্য রচনা কর।

ল্ল- ল্+ল- দিল্লি- ভারতের রাজধানী দিল্লি

ত্র- ত্+ ্র (র-ফলা)-পুত্র-মা পুত্রকে স্নেহ করেন ।

স্প- স্+প- স্পর্ধা- মৌলবির কাজটি স্পর্ধার ছিল না।

চ্ছ্ব- চ্+ছ্+ ্ব (ব-ফলা)-উচ্ছ্বাস- ছেলের সাফল্যে মা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন ।

স্ব- স্+ ্ব (ব-ফলা)- স্বাদ- খাবারটি খেতে স্বাদ লেগেছে ।

স্ম- স্+ম-স্মরণ- সৃষ্টিকর্তাকে সবসময় স্মরণ করা উচিত ।

স্ত্র- স্+ত্+ব- শাস্ত্র- শাস্ত্রের সাথে মান্য করা উচিত ।

- নিচের কবিতাংশটুকু পড়ে ক, খ ও গ ক্রমিকের প্রশ্নের উত্তর লেখঃ
  শিক্ষক কন- জাঁহাপনা ------------ বড় ব্যথা পাই মনে ।

ক) বাদশাহ মন এত ব্যথা পেয়েছিলেন কেন? ব্যথা পাওয়ার দুটি কারণ লেখ ।

উত্তরঃ বাদশাহ কেন মনে এত ব্যথা পেয়েছিলেন তার দুটি কারণ হলোঃ

১. শিক্ষক নিজ হাতে পা ধৌত করছিলেন ।
২. রাজপুত্র শুধু শিক্ষকের পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছিল ।

খ) কবিতাংশটুকুর মূলভাব লেখ ।

উত্তরঃ কবিতাংশে শিক্ষকের মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষক বাদশাহ আলমগীরের ছেলেকে দিয়ে পায়ে পানি ঢেলে নিয়েছিলেন ।এ দৃশ্য দেখে বাদশাহ অনেক ব্যথা পেয়েছেন, কেননা তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁর সন্তান নিজ হাতে শিক্ষকের পা ধুয়ে দিবে। এ কবিতার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি শিক্ষা হলো একটি জাতির মেরুদন্ড আর শিক্ষক হলেন কান্ডারি। তাই সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা সবার উপরে।

গ) তোমার শিক্ষকের প্রতি তুমি কী দায়িত্ব পালন করবে? তিনটি দায়িত্বের কথা লেখ ।

উত্তরঃ শিক্ষকের প্রতি আমি যেসব দায়িত্ব পালন করবো তাঁর মধ্যে তিনটি দায়িত্বের কথা নিচে তুলে ধরা হলোঃ

১. শিক্ষককে সম্মান প্রদর্শন করবো ।
২. তিনি যেন আমার কোন আচরনে কষ্ট না পান সেদিকে দৃষ্টি রাখব ।
৩. শিক্ষকের আদেশ-নিষেধ মেনে চলব ।

নিচের কবিতাংশটুকু পড়ে ক, খ ও গ ক্রমিকের প্রশ্নের উত্তর লেখঃ

হঠাত কী ভাবি উঠি ---------------- শুনাব শাহানশাহে ।

ক) শিক্ষক কেন সবার শ্রেষ্ঠ?

উত্তরঃ শিক্ষক সমাজের সকলকে শিক্ষাদান করেন। এতে দেশ ও জাতির উন্নতি হয়, তাই শিক্ষক সবার শ্রেষ্ঠ ।

খ) কবিতাংশের মূলভাব পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তরঃ বাদশাহ তলব করেছেন শুনে প্রথমে শিক্ষক মহোদয় ভীত হয়ে পড়েন। পরক্ষণে তিনি উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষক সবার শ্রেষ্ঠ। তিনি কেউকে ভয় করেন না, তিনি কোনো অন্যায় করেননি। সর্বোপরি, প্রাণের চেয়ে মান বড়। তাই মাথা নত করা যাবে না ।

গ) “প্রাণের চেয়েও মান বড় ” শিক্ষক এ কথা বললেন কেন?

উত্তরঃ শিক্ষককে যদি বাদশাহ শাস্তি দিতে উদ্যত হন, তবে তিনি মাথা নত করবেন না। করবেন না। কেননা সম্মানই সবকিছুর উর্ধ্বে। তাই তিনি এ কথা বলেছেন ।

ভাবুক ছেলেটি

শব্দার্থ ঃ

মূলশব্দ	--------------	অর্থ
ভাবুক	--------------	চিন্তাশীল
দুরন্ত	--------------	শান্ত নয় এমন
পর্যবেক্ষণ	--------------	কোন কিছু বা প্রাকৃতিক ঘটনা খেয়াল করে দেখা
অবাক	--------------	আশ্চর্য
পরাধীন	--------------	পরের অধীন
অস্থায়ী	--------------	যা স্থায়ী নয়
স্বীকৃতি	--------------	রাজি হওয়া
বকেয়া	--------------	বাকি
স্থায়ী	--------------	যা স্থায়ী
প্রবেশিকা	--------------	আজকের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা
পরিশোধ	--------------	মিটিয়ে দেওয়া
বেতন	--------------	মাইনে / পারিশ্রমিক
এফ এ	--------------	আজকের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার সমতুল্য
খ্যাতি	--------------	যশ
অর্জন	--------------	লাভ করা
বিদ্যুৎ	--------------	তড়িৎ, বিজলি
গৌরব	--------------	মহিমা, অহংকার
আনন্দ	--------------	হর্ষ, পুলক
পান্ডিত্যপূর্ণ	--------------	জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ
বিজয়স্তম্ভ	--------------	কোনো কিছু জয় করার পর যে স্তম্ভ নির্মাণ করে বিজয় ঘোষণা করা হয়
কল্পকাহিনী	--------------	যে কাহিনী কল্পনা করে লেখা হয়
বিখ্যাত	--------------	প্রখ্যাত
তরঙ্গ	--------------	ঢেউ
গবেষণা	--------------	তত্ত্বান্বেষণ
বেতার	--------------	রেডিও
অধ্যাপনা	--------------	মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান
আমন্ত্রন	--------------	নিমন্ত্রন
উপাধি	--------------	খেতাব
আবিষ্কার	--------------	উদ্ভাবন
গিরিভি	--------------	ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের গিরিডিহ জেলার একটি প্রধান শহর
অধ্যাপক	--------------	যিনি অধ্যাপনা করেন
সমকক্ষ	--------------	সমান
খ্যাতি	--------------	সুনাম
মেঘ	--------------	জলধ

২। এক কথায় প্রকাশ ঃ

কোন কিছু খেয়াল করে দেখা- পর্যবেক্ষণ
স্থায়ী নয় যা- অস্থায়ী
অন্যের অধীনে থাকা- পরাধীন
বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞাত- বিজ্ঞান
বিজয়ের স্মরণে নির্মিত স্তম্ভ- বিজয়স্তম্ভ
যা দৃশ্য গোচর নয়- অদৃশ্য
যা ব্যক্ত করা যায় না- অব্যক্ত
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ যা- পান্ডিত্যপূর্ণ
নতুন উদ্ভাবিত যা- অভিনব

অধিক ভাবে যে- ভাবুক
গাছের বেড়ে ওঠা মাপার যে যন্ত্র- ক্রেস্কোগ্রাফ
খ্যাতি লাভ করেছেন এমন- খ্যাতিমান
অনেকের মধ্যে একজন- অন্যতম

৩। বিপরীত শব্দ ঃ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
দুরন্ত	শান্ত
বিখ্যাত	কুখ্যাত
পরাধীন	স্বাধীন
স্থায়ী	অস্থায়ী
মিল	অমিল
গ্রাম	শহর
সফল	ব্যর্থ
রোদ	বৃষ্টি
আগ্রহ	অনাগ্রহ
বাঙালি	অবাঙালি
সৃষ্টি	ধ্বংস
কল্যান	অকল্যান
স্বীকৃতি	অস্বীকৃতি
প্রাণ	নিষ্প্রাণ
বকেয়া	নগদ
আবিষ্কার	অনাবিষ্কার
প্রতিবাদ	সমর্থন
ব্যক্ত	অব্যক্ত
গ্রহন	বর্জন
সফলতা	ব্যর্থতা
যন্ত্রণা	আরাম
যুদ্ধ	শান্তি
মৌন	মুখরতা
আরম্ভ	শেষ

৪। সামর্থক শব্দ লেখ ঃ

মূল শব্দ	সামর্থক শব্দ
আকাশ	আসমান
গাছ	বৃক্ষ
শেষ	অন্ত
মেঘ	জলদ
ছেলে	তনয়
বিদ্যুৎ	সৌদামিনী
মেঘ	জলধর
অগ্নি	আগুন
কপাল	ললাট
দলপতি	সর্দার

৫। নিচের ক্রিয়াপদের চলিত রূপ লেখঃ

সাধারণ রূপ	চলিত রূপ
করিয়াছেন	করেছেন

বিষয়ঃ বাংলা

কাটিলে -------------- কাটলে
করিতে -------------- করতে
করিলে -------------- করলে
হইয়া -------------- হয়ে
বুঝিয়া -------------- বুঝে
ফিরিয়া -------------- ফিরে

৭। যুক্তবর্ণ ঃ
ন্দ্র- ন্ + দ + ্র (র-ফলা) কেন্দ্র = তমালকে কেন্দ্র করে ঝগড়া বেধেছে।
ন্ত্র- ন্ + ত + ্র (র-ফলা) মন্ত্রী = রাজাকে মন্ত্রীরা পরামের্শ দেন।
ব্রু- ব + র + ু (উ-কার) ফেব্রুয়ারি = একুমে ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

৮। বিরাম চিহ্ন ঃ
১। আচ্ছা বাবা গাছ ভেঙে গেলে .... জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেন
২। আকাশে মেঘ ডাকে .... বিস্ময়ে ভাবে সে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে কে, কী, কোথায়, কীভাবে, কেন, কখন শব্দগুলো যে কোনো পাঁচটি একবার ব্যবহার করে পাঁচটি প্রশ্নবোধক বাক্যে তৈরি করঃ
জগদীম চন্দ্র বসু নানা বিষয়ে গবেষনা করেছেন। তবে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন গাছের ও প্রাণ আছে- এই সত্য প্রমাণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবণের মধ্যে অনেক মিল আছে। ১৮৯৫ সালে তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি আবিষ্কার করেন। কোনো তারছাড়া তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে সফলতা অর্জন করেন। তারই প্রয়োগ ঘটেছে আজকের বেতার, টেলিভিশন, রাডারসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান-প্রদান এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে।
উত্তর ঃ
ক) কে নানা বিষয়ে গবেষণা করছেন?
খ) জগদীশচন্দ্র বসু কী আবিষ্কার করেন?
গ) কীভাবে তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণ করা যায়?
ঘ) কখন কগদীশচন্দ্র বসু অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি আবিষ্কার করেন?
ঙ) জগদীশচন্দ্র কোথায় পড়াশুনা করেন?

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ ও ২নং ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ ঃ
জগদীশচন্দ্র বসু নানা বিষয়ে গবেষনা করেছেন। তবে তিনি বেশি পরিচিতি লাব করেন গাছেরও প্রাণ আছে এই সত্য প্রমাণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর .... তাঁকে আমন্ত্রণ জানান।

১। নিচের যে কোনো পাঁচটি শব্দের অর্থ লেখ ঃ

পদত্ত শব্দ অর্থ
আবিষ্কার -------------- উদ্ভাবন
বিখ্যাত -------------- প্রখ্যাত
তরঙ্গ -------------- ঢেউ
গবেষণা -------------- তত্ত্বাদির বিশেষ অনুসন্ধান
বেতার -------------- তারবিহীন
অধ্যাপনা ------------- মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান
আমন্ত্রণ -------------- নিমন্ত্রণ

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ ঃ
ক) জগদীশচন্দ্র বসুকে বিলেতে অধ্যাপনা করার জন্য কাঁরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন?
উত্তর ঃ জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর পরীক্ষাগুলো নিয়ে বিলেতে এক পান্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। তাঁর এই বক্তৃতা শুনে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভারলজ ও লর্ড কেলভিন বিলেতেই অধ্যাপনা করার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

খ) জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার বর্তমানে কোথায় প্রয়োগ হয়েছে? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তরঃ জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৯৫ সালে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি আবিষ্কার করেন। কোনো তার ছাড়া তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে সফলতা অর্জন করেন। তারই প্রয়োগ ঘটেছে আজকের বেতার, টেলিভিশন, রেডিওসহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান প্রদান এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রায় সকর ক্ষেত্রেই তাঁর আবিষ্কার প্রয়োগ হয়েছে।

গ) তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন কী প্রমাণ করে? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তরঃ জগদীশচন্দ্র বসু নানা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। ১৮৯৫ সালে তিনি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি আবিষ্কার করেন। তবে তিনি বেশি পরিচিতি লাভ করেন গাছেরও প্রাণ আছে এই সত্য প্রমাণ করে। তিনি দেখিয়েছেন যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের মধ্যে অনেক মিল আছে।

বাংলা-- দুই তীরে

১) শব্দার্থ ঃ

প্রদত্ত শব্দ-------শব্দঅর্থ
নির্জন-জনশূন্য স্থান
চকাচকি -হাঁস জাতীয় পাখি
যেথায় - যেখানে
তট- নদীর তীর
তীরে-কূলে
জেলে - মৎসজীবী
ডিঙি- এক ধরনের নৌকা
সন্ধেবেলা - সাঝেঁর সময়
বন-অরণ্য
আচ্ছাদন - ঢাকনি।
বালুচর - বালুর যে চর
গলি - চলাচলের সরুপথ
বেণুবন - বাঁশবাগান
গলাগলি - একে অন্যের গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন
চারিপাশ - চতুর্দিক

২) সমার্থক শব্দ ঃ

প্রদত্ত শব্দ--সমার্থক শব্দ
সন্ধে--সাঁঝ
সকাল- ভোর
বন-- অরণ্য
রৌদ্র- রোদ
তট - কূল
পানি - জল
বিস্তীর্ণ - বিশাল
নদী - তটিনী
ঘর - গৃহ
পাতা - পত্র
বাঁকা - বক্র
কোকিল - পিক

৩) এক কথায় প্রকাশ

বালির পলিতে উৎপন্ন যে চর - বালুচর
দেশি নয় যা - বিদেশি
গলায় গলায় যে ভাব - গলাগলি
বেণুর যে বন - বেণুবন
নদীর তীর - তট

জনশূন্য স্থান - নির্জন
সোজা নয় যা - বাঁকা
ভাদ্র-আশ্বিন মাসব্যাপী ঋতু - শরৎকাল
পা থেকে মাথা পর্যন্ত - আপাদমস্তক

৪) বিপরীত শব্দ

মূলশব্দ----বিপরীত শব্দ
নির্জন - জনাকীর্ণ/কোলাহল
ভাসে - ডোবে
বিদেশি - দেশি
ভালোবাসা - ঘৃণা
দিনে - রাতে
বাঁকা - সোজা
ভাসা - ডোবা
যেথায় - সেথায়
বধূ - বর
দেশি - বিদেশি
ঘণ - পাতলা
শীত -গ্রীষ্ম
ধীর - তাড়াড়াড়ি
সন্ধ্যে - সকাল

৫) নিচের অতীত কালবাচক ক্রিয়াপদের ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়াপদে রূপান্তর করে লেখ

অতীত কালবাচক ------ ভবিষ্যৎ কালবচক
দেখেছিলাম - দেখব
রেখেছিল - রাখবে
থেকেছিলাম - থাকব
শুনেছিলাম - শুনব
খেয়েছিলাম - খাব
বেড়িয়েছিলাম - বেড়াব
ঘুরেছিলাম - ঘুরব

৬) যুক্তবর্ণ ঃ

র্জ - ´(রেফ-ফলা) + জ - নির্জন- করিম নির্জনে বসে আছে
দ্র - দ +্র (র - ফলা)- দরিদ্র -দরিদ্র লোকদের সাহায্য করা উচিত
চ্ছ - চ + ছ - ইচ্ছা - আমার ইচ্ছা আমি ডাক্তার হব
ন্ধ - ন + ধ -অন্ধ - অন্ধকে পথ দেখাব
ন্দ্র - ন + দ + ্র(র-ফলা) -রবীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব কবি ছিলেন।

নিচের কবিতাংশটুকু পড়ে ক,খ ও গ ক্রমিকের প্রশ্নের উত্তর লেখ

১.আমি ভালোবাসি আমার----------হাঁসের বসবাস

(ক) চকাচকি কোন ঋতুতে কোথায় ঘর বাঁধে ?
উত্তর ঃ চকাচকি শরৎকালে ঘর বাঁধে। তারা ঘর বাঁধে নদীর বালুচরে।

(খ) কবিতাংশটুকুর মূলভাব পাঁচটি বাক্যে লেখ।
উত্তর ঃ বাংলার নদীর বালুচরের প্রতি কবির ভালোবাসা অকৃত্রিম। শরৎকালে নদীর তীরে বালুচরে কাশফুল ফোটে, নির্জনতায় চকাচকিরা ঘর বাঁধে । শীতের শুরুতে দেখা যায় অতিথি পাখির সমারোহ।তারা ও ঘর বাঁধে নদীর চরে। এসব সুদর দৃশ্যের প্রতি কবির অকৃত্রিম মুগ্ধতা ও গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে।

(গ) তোমার দেখা নদীর তীরে দৃশ্য তিনটি বাক্যে লেখ।
উত্তর ঃ আমার দেখা নদীর তীরে দৃশ্য তিনটি বাক্যে হলো ঃ
নদীর তীরে কাশফুল দেখা যায়।
নদীর তীরে শীতের দিনে বিদেশি পাখি দেখা যায়।

নদীর তীরে চকাচকিরা ঘর বাঁধে।

২) কচ্ছপেরা ধীরে--------সন্ধেবেলায় ভিড়ে

বিষয়ঃ বাংলা

(ক) কবিতাটি কোন কবিতার অংশ এবং কবিতাটির কবির নাম কী ?

উত্তর ঃ কবিতাটি ‘দুই তীরে ’ কবিতার অংশ । কবিতাটির কবির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(খ) কবিতাংশটির মূলভাব পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর ঃ নদীর বালুচর অবাক করা সুন্দর। ধীরগতির কচ্ছপ দেখা যায়। এরা তীরে রোদ পোহায়। এখানে সন্ধ্যেবেলা দু- একটা ডিঙি নৌকা ভিড়ে। কবি যার উদ্দেশ্যে করে বলছেন। সে ওপারে তার বন ভালোবসে । সেখানে গাঁথা ঘন ছায়ার আচ্ছাদন

(গ) নদীকেন্দ্রিক মানুষের তিনটি জীবন বৈশিষ্ট্য তুলেধর।

উত্তর ঃ নদীকেন্দ্রিক মানুষের নদীর সাথে গভীর মিতালি,তারা নদীতে নৌকা চালায়,মাছ ধরে ।তারা খুব সংগ্রামী জীবন যাপন করে।

৩) যেথায় বাঁকা গলি-------ভাসে ভাসায় ভেলা

(ক) ওই পাবের বন সম্পর্কে দুটি বাক্য লেখ

উত্তর ঃ ১. ওই পারের বনে আছে ঘনছায়া ।২. ওই পারের বেণুবন শাখায় গলাগলি ধরে আছে।

(খ) কবিতাংশটুকুর মূলভাব পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর ঃ দ্বিতীয়জন ভালোবাসে তার ওই পারের বন ও তার ঘন ছায়া। সেখান থেকে একটি পথ এসে মিশেছে নদীতে। পথের দুই ধারের বাঁশবন মনে হয় যের পরস্পর গলাগলি করছে। নদীর ঘাটে বধূরা আসে, ছেলেরা জলেভেলা ভাসায়। সব মিলিয়ে ওই পারের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য লোকটিকে মুগ্ধ করে।

(গ) তোমার দেখা নদীর দুই তীরের বর্ণনা তিনটি বাক্যে লেখ্

উত্তর ঃ আমার দেখা নদীর দুই তীরের বর্ণনা তিনটি বাকে দেওয়া হলো ঃ

১.আমার দেখা নদীটির দুই তীরে দুটিগ্রাম অবস্থিত।

২.দুই তীরেই বালুচর রয়েছে,যা শরতে কাশফুলে ছেয়ে যায়।

৩. দুই তীরের লোক জনই নদীর ঘাটে স্নান করতে আসে এবং নদীতে মাছ ধরে।

দরখাস্ত ঃ

১। বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি দরখাস্ত লেখ।

২। অন্যত্র ভর্তি হবার জন্য একটি ছাড়পত্র চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি দরখাস্ত লিখ ।

রচনা ঃ

১) প্রিয়ফুল শাপলা

২) একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান

৩) প্রিয় শিক্ষক

৪) প্রিয় বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্রবসু

Maleka Academy
Gopalganj
Class: Five
Subject: English

10. A) Read the instructions about things to do in case you have got a flu. Then answer the questions.

1. Take rest.
2. Drink a lot of iiquids.
3. Eat some food.
4. Cover your mouth and nose with a handkerchief when you cough or sneeze.
5. Use your own glass and plate.

Questions:

a) What is flu?
b) Why should you cover your mouth and nose while coughing and sneezing?
c) What will you do if you have flu?

B) Read the instructions about tree plantation. Then answer the questions.

1. Plant more and more trees because they provide us with oxygen, food and furniture etc.
2. Remember, the effect of deforestation is very harmful and dangerous.
3) Plant 5 trees if you cut down one.
4) Try your best to stop cutting trees.
5) Save the environment.

Questions:

a) What do you do to save the environment?
b) Why should you plant trees?
c) How can you save your environment?

11. A) Write five sentences about your last birthday celebration considering the following points. [Write the time in numbers and period sequence in ordinal numbers in your writing]

-----On what day was your last birthday celebrated?
------When did the celebration begin?
------How long did the program continue?

Answer:

My 10th birthday was celebrated on the 6th April. The celebration was begun at 6:00 pm. The cake was cut at 7:30 pm. The dinner was served at 8:00 pm. The program continued for 3 hours.

12. Rearrange and rewrite the words to make sentences.

1) Victory, 16, December, is, Day, of, Bangladesh, the
2) teachers, can, that, her, she, think
3) family, with, play, my, on, I, weekends
4) you, David, I'll introduce , to
5) Bangladesh, of, Independence, 26, March, Day, is, the
6) sports, Anousha, do, play, you, any
7) does, what, watch, on TV, Saikat
8) I, school, soon, want, go, to, again
9) like, sports, most, do, which, you
10) the, day, what, is, January, 10th , of

Answer to the question no. 9

1) Where is the library?
2) What are you looking for?
3) Where is the boy standing?
4) What is beside the cinema hall?

5) How can one get to the bus station?
6) Where is Saint Martin's Island?
7) How is the water in the Bay of Bengal?
8) What do the turtles make on the beach?
9) How are the cruises ?
10) How much water is there in the glass?
11) What kind of books does he read?
12) When are the candles put out?
13) Whom did they call to watch television?
14) Whose father is a banker?
15) How did Sima feel?

Answer to the question no. 10

A)

a) Flu is a kind of infectious disease.

b) I should cover my mouth and nose while coughing or sneezing so that the virus cannot spread out.

c) If I have flu, at first, I should take rest and eat some food. Then, I should cover my mouth and nose while coughing or sneezing. After that, I should use my own plate and glass.

B)

a) To save the environment, I plant more and more trees.

b) I should plant trees to save the environment.

c) To save our environment, we should plant more and more trees. We should plant 5 trees if we cut down one. We should try our best to stop cutting trees.

Answer to the question no. 12

1) 16 December is the Victory Day of Bangladesh.
2) Her teachers think that she can.
3) I play with my family on weekends.
4) I'll introduce you to David.
5) 26 March is the Independence Day of Bangladesh.
6) Do you play any sports, Anousha?
7) What does Saikat watch on TV?
8) I want to go to school again soon.
9) Which sports do you like most?
10) What day is the 10th of January?

Unseen Comprehension:

Read the text and answer the questions 5, 6, 7 and 8.

The name of our country is Bangladesh. It became independent in 1971. Dhaka is its capital. Bangladesh is a small country. Its land area is 1,47,570 square kilometres. But it has a large population. About 140 million people live here. Bangladesh is mainly an agricultural country. Its main crops are rice, jute, sugarcane and tea. Many kinds of fruits also grow here. Jack-fruits, mangoes, bananas, pine-apples, guavas and water-melons are the most common. My country has also many rivers. The main rivers are the Padma, the Meghna, the Jamuna and the Karnaphuli. There are many varieties of fish in these rivers. We have many interesting places. The Sundarbans, Rangamati and Cox's Bazar are very attractive. The Royal Bengal Tiger lives in the Sundarbans. Cox's Bazar is the longest beach in the world. It is about 120 kilometres long. Many people visit these places every year. Bangladesh is a peaceful country. People from different communities live in peace. I love my country very much.

5. **Fill in the gaps with the best word from the box. Find the information in the text. There are extra words which you need not use.** **1×5=5**

visit	known	populated	kinds	animals	water	fishes

(a) Dhaka is ------------ as the capital of Bangladesh.
(b) There are many attractive places to ------------ in Bangladesh.
(c) We can find ------------ in the Sundarbans.
(d) There are many varieties of --------- in our rivers.
(e) Farmers grow many ----------- of crops.

6. **Read the following statements. Write 'True' for correct statement or 'False' for incorrect statement:** **1×6=6**

(a) Bangladesh is the capital of Dhaka.
(b) The population in Dhaka city is large.
(c) Cox's Bazar is a very attractive place.
(d) Jack-fruit is an uncommon fruit.
(e) Few people visit Cox's Bazar every year.
(f) Our country has many rivers.

7. **Answer the following questions in sentences.**

(a) When did Bangladesh become independent? 1
(b) What is the length of the longest sea beach of the world? 2
(c) Which are the popular fruits of Bangladesh? 2
(d) Why is Bangladesh called a peaceful country? 2
(e) Why is Bangladesh known as an overpopulated country? 3

8. **Suppose, you are Nila living in Rangpur. Your pen friend, Masha, lives in Melbourne, Australia. Now, write a letter to your friend, Masha, about your country.** [Here are some words to help you: date, address, salutation, main points for the letter, closing. Remember to write at least six sentences. Use capital letters, punctuation marks and correct spelling] **10**

5. (a) known (b) visit (c) animals (d) fishes (e) kinds
6. (a) False. (b) True. (c) True. (d) False. (e) False. (f) True.
7. (a) Bangladesh became independent in 1971.
(b) The length of the longest sea beach of the world is about 120 kilometres.
(c) Jack-fruits, mangoes, bananas, pine-apples, guavas, water-melons are the popular fruits of Bangladesh.
(d) Bangladesh is called a peaceful country because people from different communities live here in peace.
(e) Bangladesh is known as an overpopulated country because only in 1,47,570 kilometres, about 140 million people live.

Once two friends were passing through a dense forest. The forest was full of ferocious animals. The two friends were very much frightened. But they promised to help each other if necessary. When they were in the middle of the forest, they saw a bear approaching towards them. Thinking of the imminent danger, one of the friends climbed a tree and managed to save his life. The other friend did not know how to climb a tree and so he laid down on the ground. He held his breath and laid on the ground like a dead man. He knew that a bear never eats a dead body. The bear came to him and smelt him and took him to be dead. Then the bear went away. The friend on the tall tree came down and asked him what the bear told him. He said to his friend that the bear advised him to beware of a false friend and not to believe a friend who leave his friend in danger.

5. Fill in the gaps with the best word from the box below. Find the information in the text. There are extra words which you need not use. **1×5=5**

like	going	were	careful
coming	promised	on	ferocious

(a) The two friends ---------- very much afraid. (b) They ---------- to help each other. (c) The other friend laid on the ground ---------- a dead man. (d) The friend ---------- the tall tree came down. (e) Be ---------- of a false friend.

6. Read the following statements and write True or False. **1×6=6**

(a) Two friend were passing a forest free from ferocious animals.
(b) They saw a bear in the middle of the forest.
(c) One of the two friends ran away thinking of the dangers.
(d) The other friend laid down on the ground and pretended to be dead.
(e) Bears never eat dead bodies.
(f) The friend on the tall tree was a true friend.

7. Answer the following questions: **2×5=10**

(a) Who were passing through a dense forest?
(b) How was the forest?
(c) What did they promise?
(d) What happened in the middle of the forest?
(e) What did the other friend know about a bear?

8. Write a letter to your friend about the story in the passage. **10**

5. (a) were (b) promised (c) like (d) on (e) careful

6. (a) False. (b) True. (c) False. (d) True. (e) True. (f) False.

7. (a) Two friends were passing through a dense forest.
(b) The forest was full of ferocious animals.
(c) They promised to help each other if necessary.
(d) In the middle of the forest, they saw a bear approaching towards them.
(e) The other friend knew about a bear that it never ate a dead body.

8. 24 November, 2019
Dhanmondi, Dhaka
Dear Tahsan/Tuly,
You will be very happy to know that I received your kind letter yesterday. In your letter, you have wanted to know about the story of two friends. Here I am giving you a short description of it.
Two friends were passing through a dense forest full of ferocious animals. They got very much frightened. But they promised to help each other if necessary. Suddenly, they saw a bear approaching towards them. One of the friends climbed a tree and managed to save his life. The other friend did not know how to climb a tree. So, he laid down on the ground like a dead man. He knew that a bear never eats a dead body. Coming to him, the bear smelt him and took him to be dead. Then the bear went away. The friend came down from the tree and asked him what the bear told him. He said that the bear advised him not to believe a false friend.
I hope you are hale and hearty.
Sincerely yours,
Rahat/Sadia.

3.Answer the questions.
a.Where is the Liberation War Museum situated?
b.How did the guide help the students?
c.How many permanent galleries are there in the museum?
d.Which two galleries did the students visit?
e.How long did they stay in the museum?
f.Why should you visit the place?
Ans:a.The Liberation War Museum is situated at Agargaon,Dhaka.
b.The guide took the students on a quick tour of the different galleries and exhibits of the museum.
c.There are 4 permanent galleries in the museum.
d.The students visited Gallery-2 and Gallery-4.
e.They stayed in the museum for 2 hours and 30 minutes.
f.I should visit the place to know the Liberation War and independence of our country.

Seen passage--Baichong & Anousha

1.Match

a.Family i.Thrilling
b.Favourite ii.Social unit living together
c.Try iii.To gain knowledge
d.Exciting iv.To make an attempt
e.Learn v.Liked more than others of the same

Ans:a+ii,b+v,c+iv,d+i,e+iii

2.True/False

a.Baichong loves badminton.
b.Anousha is fond of swimming and cycling.
c.Baichong is very strong.
d.Volleyball is very thrilling.
e.Anousha's brother plays badminton.
f.Baichong's favourite sport is football.

Ans:a.False b.True c.False d.True e.False f.False

3.Answer the questions.
a.How often are the Olympics held?
b.Where are the first Olympic Games held?
c.When did the first modern Olympic Games start?
d.How many countries participate in the Olympics Games?
e.How many Olympic Games are held so far?
f.What is your favourite sport?Write 2 sentences about that sport.

Ans:a.The Olympics are held every 4 years.
b.The first Olympic Games are held in Greece.
c.The first modern Olympic Games started in 1896.
d.About 200 countries participate in the Olympic Games.
e.31 Olympic Games are held so far.
f.My favourite sport is football.It is held between 2 teams.Each team has 11 players.

Seen passage :Maria

1.Match

a.Impaired i.To have impression
b.Braille ii.To get information of anything
c.Put iii.Damaged
d.Feel iv.A script for blind people
e.Know v.To keep something

Ans:a+iii,b+iv,c+v,d+i,e+ii

2.True/False

a.Maria can't see from her birth.
b.Maria likes to meet her friends.
c.Maria is a good student.
d.She can't read Braille.
e.She can't feel the warmth of the glass.
f.Maria goes to school regularly.

Ans:a.True b.True c.True d.False e.False f.True

Subject: English

3.Answer the questions
a.Who loves to play badminton?
b.When does Anousha play?
c.What is the favourite sport of Baichong?
d.Explain in 2 sentences about kabadi.
e.Write the names of 3 sports that Baichong likes.
f.What is your favourite sport?
Ans:a.Anousha loves to play badminton.
b.Anousha plays on weekends.
c.The favourite sport of Baichong is cricket.
d.i)Kabadi is our national game.
ii)It is a very exciting game.
e.The names of 3 sports that Baichong likes are:
i.weightlifting ii.football iii.cricket
f.My favourite sport is cricket.

Seen passage :The Liberation War Museum

1.Match

a.Reach i.Couple of anything
b.Guide ii.To show anything
c.Declaration iii.To come to a destination
d.Pair iv.A person who shows the path
e.Exhibit v.Announcement

Ans:a+iii,b+iv,c+v,d+i,e+ii

2.True/False

a.The students reached the museum at 10 pm.
b.A guide welcomed them cordially.
c.They visited 4 galleries.
d.They became sad at Gallery-2
e.They went to the museum on the Martyred Intellectuals' Day.
f.Threir experience was unforgettable.

Ans:a.False b.True c.False d.False e.True f.True

3.Answer the questions.
a.Why does Maria feel happy?
b.What fills the room?
c.How does Maria get ready for school?Write in 3 sentences.
d.What is Braille?
e.Why can't Maria see?
f.What can you see on a spring day?Write in 3 sentences.
Ans:a.Maria feels happy because it is a beautiful spring day.
b.The singing of the birds fills the room.
c.i.Maria gets dressed.ii.She has her breakfast.iii.She puts her books in the bag.
d.Braille is a script for blind people that uses raised dots.
e.Maria can't see because she is visually impaired.
f.i.I can see the blue sky.ii.I can see the singing birds.iii.I can see the new green leaves on the trees.

Seen passsage:Olympic Games

1.Match

a.Athlete i.contest
b.Biggest ii.Country
c.Start iii.Begin
d.Nation iv.Largest
e.Compete v.A person who does any sport

Ass:a+v,b+iv,c+iii,d+ii,e+i

2.True/False

a.The Olympics are held every 4 years.
b.About 10000 athletes compete in the Olympic Games.
c.We have seen 30 modern Olympics.
d.The modern Olympic Games started in 1896.
e.About 200 countries participate in the competition.
f.The first Olympic Games were held in Italy.

Ans:a.True b.False c.False d.True e.True f.False

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
শ্রেণিঃ পঞ্চম
বিষয়ঃ গণিত (দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার অংশ)

অষ্টম অধ্যায়-গড় (সংক্ষেপে উত্তর দাও)

১. গড় কাকে বলে?
উত্তরঃ সমজাতীয় কতগুলো রাশির যোগফলকে উক্ত রাশির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে রাশিগুলোর গড় বলে।
২. গড় নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
উত্তরঃ গড়= রাশিগুলোর যোগফল ÷ রাশিগুলোর সংখ্যা
৩. সমষ্টি কাকে বলে?
উত্তরঃ সমজাতীয় একাধিক রাশির গড়কে উক্ত রাশির সংখ্যা দ্বারা গুণ করে যে মান পাওয়া যায় তাকে সমষ্টি বলে।
৪.সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
উত্তরঃ সমষ্টি = রাশিগুলোর গড় × রাশিগুলোর সংখ্যা
৫. গড় নির্ণয়ের সময় রাশিগুলো কেমন হতে হয়?
উত্তরঃ গড় নির্ণয়ের সময় রাশিগুলো সমজাতীয় হতে হয়।

৯ম অধ্যায়-শতকরা (সংক্ষেপে উত্তর দাও)

৬. শতকরা কাকে বলে?
উত্তরঃ শতকরা একটি ভগ্নাংশ প্রতিক্ষেত্রে যার হর ১০০।
৭. আসল কাকে বলে?
উত্তরঃ বিনিয়োগকৃত টাকা বা অর্থকে আসল বলে।
৮.মুনাফা কাকে বলে?
উত্তরঃ আসলের উপর ব্যাংক যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে তাকে মুনাফা বলে।
৯. শতকরা লাভ বা ক্ষতি কীসের উপর হিসাব করা হয়?
উত্তরঃ শতকরা লাভ বা ক্ষতি ক্রয়মূল্যের উপর হিসাব করা হয়।
১০. লাভ হয় কখন?
উত্তরঃ যখন ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য বেশি হয় তখন লাভ হয়।
১১.ক্ষতি হয় কখন?
উত্তরঃ যখন ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য কম হয় তখন ক্ষতি হয়।
১২. লাভ নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
উত্তরঃ লাভ = বিক্রয়মূল্য-ক্রয়মূল্য
১৩. ক্ষতি নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
উত্তরঃ ক্ষতি = ক্রয়মূল্য - বিক্রয়মূল্য
১৪. ক্রয়মূল্য কাকে বলে?
উত্তরঃ যে দামে বা মূল্যে কোনো জিনিস ক্রয় করা হয় তাকে ক্রয়মূল্য বলে।
১৫. বিক্রয়মূল্য কাকে বলে?
উত্তরঃ যে দামে বা মূল্যে কোনো জিনিস বিক্রয় করা হয় তাকে বিক্রয়মূল্য বলে।
১৬. মুনাফা নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
উত্তরঃ মুনাফা $= \dfrac{\text{আসল} \times \text{মুনাফারহার} \times \text{সময়}}{১০০}$
১৭. আসল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
উত্তরঃ আসল$= \dfrac{\text{মুনাফা} \times ১০০}{\text{মুনাফারহার} \times \text{সময়}}$

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
স্থাপিত ঃ ২০০৬ খ্রিঃ

১৮. মুনাফার হার নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।

উত্তরঃ মুনাফার হার $= \frac{মুনাফা \times ১০০}{সময় \times আসল}$

১৯. মুনাফার হার/বার্ষিক মুনাফার হার/ শতকরা মুনাফার বলতে কী বোঝ?

উত্তরঃ ১০০ টাকায় ১ বছরে যে টাকা মুনাফা হয় তাকে মুনাফার হার বলে।

২০. ১০% মুনাফা কথাটির অর্থ কী?

উত্তরঃ ১০% মুনাফা কথাটির অর্থ হলো ১০০ টাকায় ১ বছরের মুনাফা ১০ টাকা।

২১. ১০% ক্ষতি কথাটির অর্থ কী?

উত্তরঃ ১০% ক্ষতি কথাটির অর্থ ১০০ টাকায় ১০ টাকা ক্ষতি।

একাদশ অধ্যায় পরিমাপ (সংক্ষেপে উত্তর দাও)

২২. দৈর্ঘ্য পরিমাপ কাকে বলে?

উত্তরঃ প্রতিটি সীমাবদ্ধ বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ রয়েছে,বস্তুর এই পরিমাপকে দৈর্ঘ্য পরিমাপ বলে।

২৩. দৈর্ঘ্য পরিমাপের মূল একক কী?

উত্তরঃ দৈর্ঘ্য পরিমাপের মূল একক মিটার।

২৪. ১কিলোমিটার = কত মিটার?

উত্তরঃ ১০০০মিটার।

২৫. ১মিটার = কত সেন্টিমিটার?

উত্তরঃ ১মিটার = ১০০ সেমি।

২৬. ১মিটার = কত মিলিমিটার?

উত্তরঃ ১০০০মিলিমিটার।

২৭. ১সেমি = কত মিলি?

উত্তরঃ ১সেমি = ১০ মিলি

২৮. ওজন পরিমাপের মূল একক কী?

উত্তরঃ ওজন পরিমাপের মূল একক গ্রাম।

২৯. ১ কেজি = কত গ্রাম?

উত্তরঃ ১ কেজি = ১০০০ গ্রাম।

৩০. ১ হেক্টগ্রাম = কত গ্রাম?

উত্তরঃ ১ হেক্টগ্রাম = ১০০ গ্রাম

৩১. ১ ডেকাগ্রাম = কত গ্রাম?

উত্তরঃ ১ ডেকাগ্রাম = ১০ গ্রাম।

৩২. তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের মূল একক কী?

উত্তরঃ তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের মূল একক লিটার।

৩৩. ১ লিটার = কত মিলিলিটার?

উত্তরঃ ১ লিটার = ১০০০ মিলিলিটার।

৩৪. ১ লিটার = কত ডেসিলিটার (ডেলি)?

উত্তরঃ ১ লিটার = ১০ ডেসিলিটার (ডেলি)।

৩৫. ১ ডেলিলিটার (ডেলি) = কত মিলিলিটার?

উত্তরঃ ১ ডেলিলিটার (ডেলি) = ১০০ মিলিলিটার।

৩৬ ১ ঘন সেন্টিমিটার = কত মিলি?

উত্তরঃ ১ ঘন সেন্টিমিটার = ১ মিলি।

৩৭. ক্ষেত্রফল কাকে বলে?

উত্তরঃ একটি সমতল পৃষ্ঠের নির্দিষ্ট সীমানার মাঝের জায়গাটির পরিমাণকে এর ক্ষেত্রফল বলে।

৩৮. ১ সেন্টিমিটার = কত বর্গ সেমি?

উত্তরঃ ১ সেন্টিমিটার = ১ বর্গ সেমি।

৩৯. আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।

উত্তরঃ আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) বর্গ একক।

৪০. বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
উত্তরঃ বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (১ বাহুর দৈর্ঘ্য × ১ বাহুর দৈর্ঘ্য) বর্গ একক।
বা, (বাহু × বাহু) বর্গ একক

৪১. ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
উত্তরঃ ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (ভূমি × উচ্চতা) ÷ ২ বর্গ একক

৪২. সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
উত্তরঃ সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = (ভূমি × উচ্চতা) বর্গ একক

৪৩. আয়ত ক্ষেত্রের পরিসীমা = (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ) × ২ একক

৪৪. উত্তরঃ বর্গ ক্ষেত্রের পরিসীমা = (এক বাহুর দৈর্ঘ্য × ৪) একক

৪৫. আয়ত ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = (ক্ষেত্রফল ÷ প্রস্থ) একক

৪৬. আয়ত ক্ষেত্রের প্রস্থ = (ক্ষেত্রফল ÷ দৈর্ঘ্য) একক

৪৭. বর্গ ক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য = (ক্ষেত্রফল ÷ ৪) একক

৪৮. ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ভূমি = (ক্ষেত্রফল ÷ উচ্চতা) × ২ একক

৪৯. ত্রিভুজ ক্ষেত্রের প্রস্থ = (ক্ষেত্রফল ÷ দৈর্ঘ্য) × ২ একক

সপ্তম অধ্যায় (খ) (সৃজনশীল)

১। রাতুলের ওজন ৩৬.৫ কেজি। তার ছোট বোন ও মায়ের ওজন তার ওজনের যথাক্রমে ০.৮ ও ১.৬ গুণ।
(ক) রাতুলের ওজনকে গ্রামে প্রকাশ কর।
(খ) তার বোনের ওজন কত?
(গ) তার মায়ের ওজন নির্ণয় কর।

১নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) রাতুলের ওজন = ৩৬.৫ কেজি
= (৩৬.৫ × ১০০০) গ্রাম (যেহেতু, ১ কেজি= ১০০০ গ্রাম)
= ৩৬৫০০ গ্রাম
উত্তরঃ ৩৬৫০০ গ্রাম।

(খ) তার বোনের ওজন তার ওজনের ০.৮গুণ
অতএব, তার বোনের ওজন (৩৬.৫ × ০.৮) কেজি
= ২৯.২ কেজি

(গ) তার মায়ের ওজন তার ওজনের ১.৬ গুণ
অতএব, তার মায়ের ওজন (৩৬.৫ × ১.৬) কেজি
= ৫৮.৪ কেজি

(ঘ) রাতুল ও তার মায়ের ওজনের পার্থক্য (৫৮.৪-২৯.২) কেজি
= ২১.৯ কেজি

২। তোমার গণিত শিক্ষক ৬০.৬০ টাকা ডজন দরে ৩৯৩.৯০ টাকার কমলা কিনে ১৩জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলেন।

(ক) প্রতিটি কমলার দাম কত?
(খ) তোমার শিক্ষক কতটি কমলা কিনেছিলেন?
(গ) প্রত্যেক শিক্ষার্থী কতটি করে কমলা পেল?

২নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) ১ডজন = ১২টি
১২টি কমলার দাম ৬০.৬০ টাকা
অতএব, ১টি কমলার দাম (৬০.৬০ ÷ ১২) টাকা
= ৫.০৫ টাকা

(খ) ‘ক’ হতে পাই,
৫.০৫ টাকায় পাওয়া যায় ১টি কমলা
অতএব ৩৯৩.৯০ টাকায় পাওয়া যায় (৩৯৩.৯০ ÷৫.০৫) টি কমলা
= ৭৮ টি কমলা
অতএব, আমার শিক্ষক ৭৮টি কমলা কিনেছিলেন।
(গ) ১৩ জন শিক্ষার্থী কমলা পেল ৭৮টি
অতএব ১জন শিক্ষার্থী কমলা পেল (৭৮÷ ১৩) টি
= ৬ টি

৩। একটি আয়তাকার জমির ক্ষেত্রফল ৭২৯ বর্গ মিটার এবং প্রস্থ ২২.৫ মিটার।
(ক) ক্ষেত্রফল কাকে বলে?
(খ) জমিটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
(গ) জমিটির প্রস্থ ১১.২৫ মিটার হলে দৈর্ঘ্য কত হবে?

<u>৩নং সমস্যা সমাধানঃ</u>

(ক) একটি সমতল পৃষ্ঠের নির্দিষ্ট সীমানার মাঝের জায়গাটির পরিমাণকে এর ক্ষেত্রফল বলে।
(খ) আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = (ক্ষেত্রফল ÷প্রস্থ) একক
অতএব জমিটির দৈর্ঘ্য = (৭২৯÷ ২২.৫) মিটার
= ৩২.৪ মিটার
(গ) আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = (ক্ষেত্রফল ÷প্রস্থ) একক
অতএব জমিটির প্রস্থ ১১.৫ মিটার হলে, দৈর্ঘ্য হবে (৭২৯÷ ২২.৫) মিটার
= ৬৪.৮ মিটার

৪। ৩.২৫ মিটার লম্বা একটি লোহার খণ্ডের ওজন ১৫.৬ কেজি।
(ক) প্রতি মিটার লোহার ওজন কত?
(খ) ঐরূপ ৭.৫ মিটার লোহার খণ্ডের ওজন কত হবে?
(গ) প্রতি কেজি লোহার দাম ৯৫.৫ টাকা হলে, ঐ লোহার খণ্ডটির দাম কত?

<u>৪ নং সমস্যার সমাধানঃ</u>

(ক) ৩.২৫ মিটার লম্বা একটি লোহার খণ্ডের ওজন ১৫.৬ কেজি
অতএব ১ মিটারের ওজন (১৫.৬ ÷৩.২৫)কেজি
= ৪.৮ কেজি
(খ)‘ ক ’ হতে পাই,
১ মিটার লোহার ওজন ৪.৮ কেজি
অতএব ঐরূপ ৭.৫ মিটার লোহার খণ্ডের ওজন কত হবে (৪.৮× ৭.৫) কেজি
= ৩৬ কেজি
(গ) ১ কেজি লোহার মূল্য ৯৫.৫ টাকা
অতএব ১৫.৬ কেজি লোহার মূল্য(৯৫.৫ × ১৫.৬) টাকা
১৪৮৯.৮ টাকা

৫। একটি আয়তাকার মাঠের প্রস্থ ৪.৭৫ মিটার এবং দৈর্ঘ্য ১২.৮ মিটার।
(ক) আয়তক্ষের প্রস্থ নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
(খ) আয়তাকার মাঠটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
(গ) মাঠটির চারপাশে বেড়া দিতে প্রতি বর্গ মিটারে ২৫.৫ টাকা খরচ হলে, মোট কত টাকা খরচ হবে?

৫ নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = (আয়ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ÷ দৈর্ঘ্য) একক

(খ) আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ)বর্গ একক
অতএব, আয়তাকার মাঠটির ক্ষেত্রফল (১২.৮ × ৪.৭৫) বর্গ মিটার
= ৬০.৮ বর্গ মিটার

(গ) 'খ' হতে পাই,
আয়তাকার মাঠটির ক্ষেত্রফল ৬০.৮ বর্গ মিটার
মাঠটির চারপাশে বেড়া দিতে,
১ বর্গ মিটারে খরচ হয় ২৫.৫ টাকা
অতএব ৬০.৮ বর্গ মিটারে খরচ হয় (২৫.৫ ×৬০.৮) টাকা
= ১৫৫০.৪ টাকা

৬। এক কুড়ি ডিমের দাম ১৮০ টাকা। রনি ও অনি যথাক্রমে ০.৮ কুড়ি ও ০.৭ কুড়ি ডিম কিনল।
(ক) রনি কতটি ডিম কিনল?
(খ) অনি কতটি ডিম কিনল?
(গ) রনি ও অনি প্রত্যেকে কত টাকার ডিম কিনল?

৬ নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) ১কুড়ি=২০টি
রনি ডিম কিনল ০.৮ কুড়ি
অতএব রনি ডিম কিনল (২০×০.৮)টি
১৬টি

(খ) ১কুড়ি=২০টি
অনি ডিম কিনল ০.৭ কুড়ি
অতএব অনি ডিম কিনল (২০×০.৭)টি
=১৪টি

(গ) 'ক' হতে পাই,
রনি ডিম কিনল ১৬টি
২০টি ডিমের দাম ১৮০ টাকা
অতএব ১টি ডিমের দাম (১৮০ ÷২০) টাকা
= ৯টাকা
অতএব রনি ডিম কিনল (৯×১৬) টাকার
= ১৪৪ টাকার
'খ' হতে পাই,
অনি ডিম কিনল ১৪টি
অতএব অনি ডিম কিনল (৯×১৪) টাকার
= ১২৬ টাকার

৭। একটি বাঁশের ০.১৫ অংশ কাদায় ও ০.৬৫ অংশ পানিতে আছে। বাঁশটির পানির উরের অংশের দৈর্ঘ্য ৪ মিটর।
(ক) বাঁশটির কাদায় ও পানিতে মোট কত অংশ আছে?
(খ) বাঁশটির পানির উপরে কত অংশ আছে?
(গ) সম্পূর্ণ বাঁশটির দৈর্ঘ্য কত?
(ঘ) বাঁশটির কাদায় কত মিটার আছে?

৭ নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) বাঁশটির কাদায় ও পানিতে মোট আছে (০.১৫+০.৬৫) অংশ
= ০.৮ অংশ

(খ) 'ক' হতে পাই,
বাঁশটির কাদায় ও পানিতে মোট আছে ০.৮ অংশ
ধরি,
সম্পূর্ণ বাঁশটি ১ অখণ্ড অংশ
অতএব বাঁশটির পানির উপরে আছে (১-০.৮) অংশ
= ০.২ অংশ

(গ) 'খ' হতে পাই,
বাঁশটির পানির উপরে আছে ০.২ অংশ
প্রশ্নমতে,
বাঁশটির ০.২ অংশের দৈর্ঘ্য ৪ মিটার
অতএব ১ বা সম্পূর্ণ অংশের দৈর্ঘ্য (৪÷০.২) মিটার
= (৪×১০)মিটার ÷ (০.২ ×১০) মিটার
= (৪০÷২) মিটার
= ২০ মিটার

(ঘ) 'গ' হতে পাই,
বাঁশটির ১অংশের দৈর্ঘ্য ২০মিটার
অতএব বাঁশটির ০.১৫ অংশের দৈর্ঘ্য (২০× ০.১৫) মিটার
= ৩মিটার
অতএব বাঁশটির কাদায় ৩মিটার আছে।

অষ্টম অধ্যায়- গড় (সৃজনশীল)

১। রনি ও জনির গড় বয়স ২৩ বছর। জনি ও সনির গড় বয়স ২১ বছর। সনির বয়স ২০ বছর।
(ক) জনির বয়স কত?
(খ) রনির বয়স কত?
(গ) রনি ও সনির গড় বয়স কত?
(ঘ) তাদের তিন জনের গড় বয়স কত?

১ নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) জনি ও সনির গড় বয়স ২১ বছর
অতএব জনি ও সনির মোট বয়স (২১×২)বছর
= ৪২ বছর
সনির বয়স ২০ বছর
অতএব জনির বয়স (৪২-২০) বছর
= ২২ বছর

(খ) রনি ও জনির গড় বয়স ২৩ বছর
অতএব রনি ও জনির মোট বয়স (২৩×২)বছর
= ৪৬ বছর
'ক' হতে পাই,
জনির বয়স ২২ বয়স
অতএব রনির বয়স (৪৬-২২) বছর
= ২৪ বছর

(গ) 'খ' হতে পাই,
রনির বয়স ২৪ বছর
অতএব রনি ও সনির মোট বয়স (২৪+ ২০) বছর
= ৪৪ বছর

অতএব রনি ও সনির গড় বয়স (৪৪ ÷২) বছর
= ২২ বছর

(ঘ) তাদের তিন জনের মোট বয়স (২২+২৪+ ২০) বছর
৬৬ বছর
তাদের তিন জনের গড় বয়স (৬৬ ÷ ৩) বছর
= ২২ বছর

২। সাতটি সংখ্যার যোগফল ৪০১। এদের প্রথম তিনটি সংখ্যার গড় ৫৬ এবং শেষ তিনটি সংখ্যার গড় ৫৮।
(ক) প্রথম তিনটি সংখ্যার সমষ্টি কত?
(খ) শেষ তিনটি সংখ্যার যোগফল কত?
(গ) চতুর্থ সংখ্যাটি কত?
(ঘ) চতুর্থ সংখ্যাটির ১০ গুণ সমান কত?

২ নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) প্রথম তিনটি সংখ্যার গড় ৫৬
অতএব প্রথম তিনটি সংখ্যার সমষ্টি (গড় × রাশির সংখ্যা)
= ৫৬×৩
= ১৬৮
(খ) শেষ তিনটি সংখ্যার গড় ৫৮
অতএব শেষ তিনটি সংখ্যার সমষ্টি (গড় × রাশির সংখ্যা)
= ৫৮×৩
= ১৭৪
(গ) 'ক' হতে পাই,
প্রথম তিনটি সংখ্যার সমষ্টি ১৬৮ এবং
'খ' হতে পাই,
শেষ তিনটি সংখ্যার যোগফল ১৭৪
অতএব ৬টি সংখ্যার যোগফল (১৬৮+ ১৭৪)
= ৩৪২
অতএব চতুর্থ সংখ্যাটি (৪০১ - ৩৪২)
= ৫৯
(ঘ) 'গ' হতে পাই,
চতুর্থ সংখ্যাটি ৫৯
অতএব চতুর্থ সংখ্যাটির ১০ গুণ = (৫৯× ১০)
= ৫৯০

৩। পাঁচ ম্যাচ টেস্ট সিরিজের ক্রিকেট খেলায় সফরকারী দলের ছয়জন ব্যাটসম্যানের রানের গড় ৭৬ এবং চারজন বোলারের গড় রান ২১।

(ক) একটি ম্যাচে ব্যাটসম্যানদের মোট রান কত?
(খ) ঐ সিরিজে ব্যাটসম্যানদের সংগৃহীত মোট রান কত?
(গ) ঐ সিরিজে বোলারদের সংগৃহীত মোট রান কত?
(ঘ) ঐ সিরিজে খেলোয়াড়দের গড় রান কত?

৩ নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) ব্যাটসম্যানের রানের গড় ৭৬
অতএব একটি ম্যাচে ব্যাটসম্যানদের মোট রান (গড় × রাশির সংখ্যা)
= ৭৬×৬
= ৪৫৬

(খ) 'ক' হতে পাই,
১টি ম্যাচে ব্যাটসম্যানদের মোট রান ৪৫৬
অতএব ৫টি ম্যাচে ব্যাটসম্যানদের মোট রান (৪৫৬×৫)
= ২২৮০
অতএব ঐ সিরিজে ব্যাটসম্যানদের সংগৃহীত মোট রান ২২৮০

(গ) চারজন বোলারের গড় রান ২১
অতএব ১টি ম্যাচে বোলারদের মোট রান (২১×৪)
= ৮৪
ঐ সিরিজে বোলারদের সংগৃহীত মোট রান (৮৪× ৫)
= ৪২০

(ঘ) 'খ' হতে পাই,
ঐ সিরিজে ব্যাটসম্যানদের সংগৃহীত মোট রান ২২৮০ এবং
ঐ সিরিজে বোলারদের সংগৃহীত মোট রান ৪২০
অতএব ঐ সিরিজে খেলোয়াড়দের মোট রান (২২৮০+৪২০)
= ২৭০০
একটি ম্যাচে খেলোয়াড়দের সংখ্যা (৬+৪) জন
= ১০ জন
৫টি ম্যাচে খেলোয়াড়দের সংখ্যা (১০×৫) জন
= ৫০ জন

অতএব ঐ সিরিজে খেলোয়াড়দের গড় রান (রাশিগুলোর যোগফল ÷রাশির সংখ্যা)
= (২৭০০÷৫০)
= ৫৪

৪। তিন সন্তান ও তাদের পিতার গড় বয়স ১৭ বছর। ঐ তিন সন্তান ও তাদের মাতার গড় বয়স ১৫ বছর। মাতার বয়স ৩০ বছর।
(ক) মাতাসহ তিন সন্তানের মোট বয়স কত?
(খ) তিন সন্তানের মোট বয়স কত?
(গ) পিতার বয়স কত?
(ঘ) ৫ বছর পর তিন সন্তান ও তাদের পিতার মোট বয়স কত হবে?

৪ নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) তিন সন্তান ও তাদের মাতার গড় বয়স ১৫ বছর
অতএব মাতাসহ তিনসন্তানের মোট বয়স (১৫×৪) বছর
=৬০ বছর

(খ) 'ক' হতে পাই,
মাতাসহ তিনসন্তানের মোট বয়স ৬০ বছর
মাতার বয়স ৩০ বছর
অতএব তিন সন্তানের মোট বয়স (৬০-৩০) বছর
= ৩০ বছর

(গ) তিন সন্তান ও পিতার গড় বয়স ১৭ বছর
অতএব তিন সন্তান ও পিতার মোট বয়স (১৭×৪) বছর
= ৬৮

'খ' হতে পাই,
তিন সন্তানের মোট বয়স ৩০ বছর
অতএব পিতার বয়স (৬৮-৩০) বছর
= ৩৮ বছর
(ঘ) 'গ' হতে পাই,
তিন সন্তান ও পিতার মোট বয়স ৬৮ বছর
অতএব ৫ বছর পর তাদের মোট বয়স হবে (৬৮+ ৫× ৪) বছর
= (৬৮+২০) বছর
= ৮৮ বছর

৫। ৫টি ওয়ানডে ক্রিকেট ম্যাচের সিরিজে একজন ক্রিকেটারের সংগৃহীত রান যথাক্রমে ৬০,৩০,০,৪৫ ও ১৫।
(ক) প্রথম তিন ম্যাচের গড় রান কত?
(খ) শেষ তিন ম্যাচের গড় রান কত?
(গ) ১ম, ৩য় ও ৫ম ম্যাচের গড় রান কত?
(ঘ) ঐ সিরিজে ঐ ক্রিকেটারের গড় রান কত?

<u>৫ নং সমস্যার সমাধানঃ</u>

(ক) প্রথম তিন ম্যাচের মোট রান (৬০+৩০+০)
= ৯০
অতএব প্রথম তিন ম্যাচের গড় রান (৯০÷৩)
= ৩০
(খ) শেষ তিন ম্যাচের মোট রান (০+ ৪৫ + ১৫)
= ৬০
অতএব শেষ তিন ম্যাচের গড় রান (৬০÷৩)
= ২০
(গ) ১ম, ৩য় ও ৫ম ম্যাচের মোট রান (৬০+০+১৫)
= ৭৫
অতএব ১ম, ৩য় ও ৫ম ম্যাচের গড় রান (৭৫÷৩)
= ২৫
(ঘ) ঐ সিরিজে ঐ ক্রিকেটারের মোট রান (৬০+৩০+০+৪৫+১৫)
= ১৫০
অতএব ঐ সিরিজে ঐ ক্রিকেটারের গড় রান (১৫০÷৫)
= ৩০

৬। আষাঢ় মাসের প্রথম দশ দিনে খুলনায় দৈনিক গড়ে ২৩ মি.মি., দ্বিতীয় দশ দিনে দৈনিক গড়ে ২৭ মি.মি., ৩য় দশ দিনে দৈনিক গড়ে ২৯ মি.মি. এবং শেষ দিনে ১৬ মি.মি. বৃষ্টিপাত হয়।
(ক) প্রথম দশ দিনের মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত?
(খ) ২য় দশ দিনের মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত?
(গ) ৩য় দশ দিনের মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত?
(ঘ) ঐ মাসে খুলনায় দৈনিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত?

মালেকা একাডেমি গোপালগঞ্জ

৬নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) প্রথম দশ দিনের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৩ মি.মি.
অতএব প্রথম দশ দিনের মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (২৩ × ১০) মি.মি.
= ২৩০ মি.মি.

(খ) ২য় দশ দিনের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৭ মি.মি.
অতএব দ্বিতীয় দশ দিনের মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (২৭×১০) মি.মি.
= ২৭০ মি.মি.

(গ) ৩য় দশ দিনের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৯ মি.মি.
অতএব তৃতীয় দশ দিনের মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (২৯×১০)মি.মি.
=২৯০ মি.মি.

(ঘ) ঐ মাসে খুলনায় মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (২৩০+২৭০+২৯০+১৬)মি.মি.
= ৮০৬মি.মি.
আষাঢ় মাস = ৩১দিন
অতএব ঐ মাসে খুলনায় দৈনিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (রাশিগুলোর যোগফল ÷ রাশিগুলোর সংখ্যা)
= (৮০৬ ÷৩১) মি.মি.
= ২৬ মি.মি.

৯ম অধ্যায় – শতকরা (সৃজনশীল)

১। কোনো গ্রামের মোট জনসংখ্যা ১২৮০ জন। তার মধ্যে ৪০% লোক শিক্ষিত।

(ক) মুনাফার হার বলতে কী বোঝ?
(খ) ৪০% কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।
(গ) ঐ গ্রামে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কত?
(ঘ) ঐ গ্রামে অশিক্ষিত লোকের হার কত?

মালেকা একাডেমি অ ক ১ ২ স্থাপিত ঃ ২০০৬ খ্রিঃ গোপালগঞ্জ

১নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) মুনাফার হার বলতে ১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফার পরিমাণকে বোঝায়।

(খ) ৪০% কে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করা হলোঃ

$৪০\% = \frac{৪০}{১০০} = \frac{২}{৫}$

(গ) ৪০% লোক শিক্ষিত
অর্থাৎ,
১০০ জন লোকের মধ্যে শিক্ষিত ৪০ জন

$\therefore$ ১ জন লোকের মধ্যে শিক্ষিত $\frac{৪০}{১০০}$ জন

$\therefore$ ১২৮০ জন লোকের মধ্যে শিক্ষিত $\frac{৪০ \times ১২৮০}{১০০}$ জন
= ৫১২ জন

(ঘ) 'গ' হতে পাই,
শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ৫১২ জন
$\therefore$ অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা (১২৮০ - ৫১২) জন
= ৭৬৮ জন

এখন,
১২৮০ জন লোকের মধ্যে অশিক্ষিত ৭৬৮ জন
$\therefore$ ১ জন লোকের মধ্যে অশিক্ষিত $\frac{৭৬৮}{১২৮০}$ জন

$\therefore$ ১০০ জন লোকের মধ্যে অশিক্ষিত $\frac{৭৬৮ \times ১০০}{১২৮০}$ জন
$= ৬০$ জন
$\therefore$ ঐ গ্রামে অশিক্ষিত লোকের হার ৬০%।

২। একজন লোক একটি ব্যাংক থেকে ২০০০০ টাকা ঋণ নিলেন। আসলের উপর ৬% মুনাফা ধার্য করা হলো।
(ক) আসল কাকে বলে?
(খ) প্রতি বছর তাকে কত টাকা মুনাফা দিতে হবে?
(গ) বছরে ১০০০ টাকা মুনাফা হলে মুনাফার হার কত হবে?

২নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) বিনিয়োগকৃত অর্থ বা টাকাকে আসল বলে।

(খ) ৬% মুনাফা
অর্থাৎ
১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ৬ টাকা

$\therefore$ ১ টাকার ১ বছরের মুনাফা $\frac{৬}{১০০}$ টাকা

$\therefore$ ২০০০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা $\frac{৬ \times ২০০০০}{১০০}$ টাকা
$= ১২০০$ টাকা

$\therefore$ প্রতি বছর তাকে ১২০০ টাকা মুনাফা দিতে হবে।

(গ) ২০০০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ১০০০ টাকা
$\therefore$ ১ টাকার ১ বছরের মুনাফা $\frac{১০০০}{২০০০০}$ টাকা

$\therefore$ ১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা $\frac{১০০০ \times ১০০}{২০০০০}$ টাকা
$= ৫$ টাকা

$\therefore$ বছরে ১০০০ টাকা মুনাফা হলে মুনাফার হার হবে ৫%।

৩। একজন ব্যবসায়ী একটি ব্যাংক থেকে ৬% মুনাফায় কিছু টাকা ঋণ নিয়ে এক বছর পর ১২৭২ টাকা দিলেন।
(ক) আসল নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
(খ) ঐ ব্যবসায়ী কত টাকা ঋণ নিয়েছিলেন?
(গ) মুনাফার হার ৫% হলে, বছরে তাকে কত টাকা মুনাফা দিতে হবে?

মালেকা একাডেমি গোপালগঞ্জ

৩নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) আসল $= \dfrac{\text{মুনাফা} \times ১০০}{\text{মুনাফারহার} \times \text{সময়}}$

(খ) ৬% মুনাফা
অর্থাৎ
১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ৬ টাকা
এখানে,
মুনাফাসহ আসল (১০০+৬) টাকা
= ১০৬ টাকা
এখন,
মুনাফাসহ আসল ১০৬ টাকা হলে আসল ১০০ টাকা

∴ মুনাফাসহ আসল ১ টাকা হলে আসল $\dfrac{১০০}{১০৬}$ টাকা

∴ মুনাফাসহ আসল ১২৭২ টাকা হলে আসল $\dfrac{১০০ \times ১২৭২}{১০৬}$ টাকা
= ১২০০ টাকা

∴ ঐ ব্যবসায়ী ১২০০ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন।

(গ) 'খ' হতে পাই,
তিনি ঋণ নিয়েছিলেন ১২০০ টাকা
মুনাফার হার ৫%
অর্থাৎ
১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ৫ টাকা

∴ ১ টাকার ১ বছরের মুনাফা $\dfrac{৫}{১০০}$ টাকা

∴ ১২০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা $\dfrac{৫ \times ১২০০}{১০০}$ টাকা
= ৬০ টাকা

∴ মুনাফার হার ৫% হলে বছরে তাকে ৬০ টাকা মুনাফা দিতে হবে।

৪। রমেন বাবু একটি ব্যাংক থেকে ৪৫০০ টাকা ঋণ নিলেন। বার্ষিক ৮% মুনাফা আসলের উপর ধার্য করা হলো।
(ক) মুনাফা কাকে বলে?
(খ) ৫ বছর পর তাকে কত টাকা মুনাফা দিতে হবে?
(গ) ৫ বছর পর তাকে মোট কত টাকা পরিশোধ করতে হবে?
(ঘ) ২৫২০ টাকা মুনাফা হতে কত বছর সময় লাগবে?

৪নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) আসলের উপর ব্যাংক যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে তাকে মুনাফা বলে।

(খ) মুনাফার হার ৮%
অর্থাৎ
১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ৮ টাকা

$\therefore$ ১ টাকার ১ বছরের মুনাফা $\frac{৮}{১০০}$ টাকা

$\therefore$ ৪৫০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা $\frac{৮ \times ৪৫০০}{১০০}$ টাকা

$\therefore$ ৪৫০০ টাকার ৫ বছরের মুনাফা $\frac{৮ \times ৪৫০০ \times ৫}{১০০}$ টাকা
= ১৮০০ টাকা

$\therefore$ ৫ বছর পর তাকে ১৮০০ টাকা মুনাফা দিতে হবে।

(গ) 'খ' ৪৫০০ টাকার ৫ বছরের মুনাফা ১৮০০ টাকা
$\because$ আসল ৪৫০০ টাকা

$\therefore$ ৫ বছর পর তাকে মোট পরিশোধ করতে হবে(৪৫০০+ ১৮০০) টাকা
= ৬৩০০ টাক

(ঘ) 'খ' হতে পাই,

৫ বছর পর তাকে ১৮০০ টাকা মুনাফা দিতে হবে
এখন,
১৮০০ টাকা মুনাফা হয় ৫ বছরে

$\therefore$ ১ টাকা মুনাফা হয় $\frac{৫}{১৮০০}$ বছরে

$\therefore$ ২৫২০ টাকা মুনাফা হয় $\frac{৫ \times ২৫২০}{১৮০০}$ বছরে
= ৭ বছরে

$\therefore$ ২৫২০ টাকা মুনাফা হতে ৭ বছর সময় লাগবে।

৫। একজন বিক্রেতা একটি মেশিন ১৫% লাভে ৫৫২০০ টাকায় বিক্রয় করেন।
(ক) ক্রয়মূল্য কাকে বলে?
(খ) ১৫% লাভ কথাটির অর্থ কী?
(গ) মেশিনটির ক্রয়মূল্য কত ছিল?
(ঘ) মেশিনটি কত টাকায় বিক্রয় করলে ১০% লাভ হতো?

৫নং সমস্যার সমাধানঃ

(ক) যে দামে বা মূল্যে কোনো জিনিস ক্রয় করা হয় তাকে ক্রয়মূল্য বলে।
(খ) ১৫% লাভ কথাটির অর্থ হলো ১০০ টাকায় ১৫ টাকা লাভ।

(গ) ১৫% লাভে বিক্রয়
অর্থাৎ,
ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য(১০০+১৫) টাকা
= ১১৫ টাকা
এখন,
বিক্রয়মূল্য ১১৫ টাকা হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

$\therefore$ বিক্রয়মূল্য ১ টাকা হলে ক্রয়মূল্য $\frac{১০০}{১১৫}$ টাকা

$\therefore$ বিক্রয়মূল্য ৫৫২০০ টাকা হলে ক্রয়মূল্য $\frac{১০০ \times ৫৫২০০}{১১৫}$ টাকা
= ৪৮০০০ টাকা

$\therefore$ মেশিনটির ক্রয়মূল্য ছিল ৪৮০০০ টাকা।

(ঘ)‘গ’ হতে পাই,
মেশিনটির ক্রয়মূল্য ছিল ৪৮০০০ টাকা
এখন,
১০% লাভে বিক্রয়
অর্থাৎ
ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য (১০০+১০) টাকা
= ১১০ টাকা
এখন,
ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য ১১০ টাকা

$\therefore$ ক্রয়মূল্য ১ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য $\frac{১১০}{১০০}$ টাকা

$\therefore$ ক্রয়মূল্য ৪৮০০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য $\frac{১১০ \times ৪৮০০০}{১০০}$ টাকা
= ৫২৮০০ টাকা

$\therefore$ মেশিনটি ৫২৮০০ টাকায় বিক্রয় করলে ১০% লাভ হতো।

৬। বার্ষিক ১৫% মুনাফায় কোনো ব্যাংক থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে এক বছর পর ১৬৮০ টাকা মুনাফা দেওয়া হলো।
(ক) ১৫% মুনাফা কথাটির অর্থ কী?
(খ) আসল কত ছিল?
(গ) মুনাফার হার ৫% হলে, ৭ বছর পর কত টাকা মুনাফা দিতে হবে?

<u>৬নং সমস্যার সমাধানঃ</u>

(ক) ১৫% মুনাফা কথাটির অর্থ ১০০টাকার ১ বছরের মুনাফা ১৫ টাকা।

(খ) ১৫% মুনাফা
অর্থাৎ
১০০ টাকার ১ বছরের মুনাফা ১৫ টাকা

এখন,
১৫ টাকা মুনাফা হয় ১ বছরে যখন আসল ১০০ টাকা

$\therefore$ ১ টাকা মুনাফা হয় ১ বছরের যখন আসল $\frac{১০০}{১৫}$ টাকা

$\therefore$ ১৬৮০ টাকা মুনাফা হয় ১ বছরে যখন আসল $\frac{১০০ \times ১৬৮০}{১৫}$ টাকা

= ১১২০০ টাকা

$\therefore$ আসল ছিল ১১২০০ টাকা।

৭। একজন ব্যবসায়ী ১৮০০ টাকার পণ্য ২০% কমে বিক্রয় করেন।
(ক) শতকরা লাভ বা ক্ষতি কীসের উপর হিসাব করা হয়?
(খ) পণ্যটি কত টাকায় বিক্রয় করেন?
(গ) পণ্যটি কত টাকায় বিক্রয় করলে ২০% লাভ হতো?

<u>৭নং সমস্যার সমাধানঃ</u>

(ক) শতকরা লাভ বা ক্ষতি ক্রয়মূল্যের উপর হিসাব করা হয়।

(খ) ২০% কমে বিক্রয়
অর্থাৎ,
ক্রয়মূল্য ১০০টাকা হলে বিক্রয়মূল্য (১০০-২০) টাকা
= ৮০ টাকা
এখন,
ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য ৮০ টাকা

$\therefore$ ক্রয়মূল্য ১ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য $\frac{৮০}{১০০}$ টাকা

$\therefore$ ক্রয়মূল্য ১৮০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য $\frac{৮০ \times ১৮০০}{১০০}$ টাকা

= ১৪৪০ টাকা

$\therefore$ পণ্যটি ১৪৪০ টাকায় বিক্রয় করেন।

(গ) ২০% লাভে বিক্রয়
অর্থাৎ,
ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য(১০০+২০) টাকা
= ১২০ টাকা
এখন,
ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য ১২০ টাকা

$\therefore$ ক্রয়মূল্য ১ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য $\frac{১২০}{১০০}$ টাকা

$\therefore$ ক্রয়মূল্য ১৮০০ টাকা হলে বিক্রয়মূল্য $\frac{১২০ \times ১৮০০}{১০০}$ টাকা

= ২১৬০ টাকা

$\therefore$ পণ্যটি ২১৬০ টাকায় বিক্রয় করলে ২০% লাভ হতো

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
মালেকা একাডেমি
অ ক
১ ২
স্থাপিত ঃ ২০০৬ খ্রিঃ
গোপালগঞ্জ

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
শ্রেণি ঃ ৫ম
বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

৪র্থ অধ্যায়

ছোট প্রশ্ন ঃ

১। বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা কতভাগ মানুষ কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে?
উত্তরঃ শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ।
২। আমাদের মোট জাতীয় অর্থনীতির শতকরা কত ভাগ আসে কৃষি থেকে?
উত্তরঃ শতকরা প্রায় ২০ ভাগ।
৩। বাংলাদেশের মাটি চাষাবাদের জন্য উপযোগী কেন?
উত্তরঃ বাংলাদেশের মাটি চাষাবাদের জন্য খুব উপযোগী কারণ বাংলাদেশ একটি উর্বর ব-দ্বীপ অঞ্চল।
৪। বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য কোনটি?
উত্তরঃ ভাত।
৫। আমাদের প্রধান খাদ্য শস্য কোনটি?
উত্তরঃ ধান।
৬। বাংলাদেশে প্রধানত কয় ধরনের ধানের চাষ হয় ও কী কী?
উত্তরঃ বাংলাদেশে প্রধানত তিন ধরনের ধানের চাষ হয়। যথাঃ ১. আউশ, ২. আমন, ৩. বোরো
৭। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে গম উৎপাদন বেশি হয়?
উত্তরঃ বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে গম উৎপাদন বেশি হয়।
৮। কোন কালে (ঋতুতে) গমের চাষ হয়?
উত্তরঃ শীতকালে গমের চাষ হয়।
৯। বাংলাদেশে গম চাষের প্রসার ঘটছে কেন?
উত্তরঃ বাংলাদেশে গমের আটায় তৈরি বিভিন্ন খাবারের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। তাই বাংলাদেশে গম চাষের প্রসার ঘটছে।
১০। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ডালের চাষ বেশি হয়?
উত্তরঃ বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে ডালের চাষ বেশি হয়।
১১। বাংলাদেশে উৎপাদিত কয়েকটি ডালের নাম লিখ।
উত্তরঃ বাংলাদেশে উৎপাদিত কয়েকটি ডালের নাম হলোঃ ছোলা, মসুর, মটর, মুগ, মাসকলাই, অড়হর ইত্যাদি।
১২। অর্থনীতি শব্দের অর্থ কী?
উত্তরঃ অর্থনীতি শব্দের অর্থ হলো- অর্থ ও ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্যাবলী। আরো বিষদ ভাবে বলা যায় দ্রব্যের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ সংক্রান্ত বিজ্ঞান হলো অর্থনীতি।
১৩। আমাদের দেশের কোন ধরনের মাটি আলু চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী?
উত্তরঃ আমাদের দেশের উর্বর দোআঁশ ও বেলে মাটি আলু চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।
১৪। বাংলাদেশে কোন কোন আলুর চাষ বেশি হয়?
উত্তরঃ বাংলাদেশে গোল আলু ও মিষ্টি আলুর চাষ বেশি হয়।
১৫। দেশের চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত আলু কী করা হয়?
উত্তরঃ দেশের চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত আলু বিদেশে রপ্তানি করা হয়।
১৬। আমরা খাবারে বিভিন্ন ধরনের মসলা ব্যবহার করি কেন?ৎ
উত্তরঃ খাবারকে সুস্বাদু করতে আমরা খাবারে বিভিন্ন ধরনের মসলা ব্যবহার করি।
১৭। অর্থকরী ফসল কাকে বলে?
উত্তরঃ যেসব কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়, সেগুলোকে অর্থকরী ফসল বলে।
১৮। আমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল কোনটি?
উত্তরঃ পাট হলো আমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল।
১৯। 'সোনালী আঁশ' কাকে বলে?
উত্তরঃ পাটকে সোনালী আঁশ বলা হয়।

১৯। পাটকে কেন সোনালী আঁশ বলা হয়?
উত্তরঃ পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে আমরা প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। এছাড়া পাটের আশের রং সোনালী। তাই পাটকে সোনালী আঁশ বলা হয়।
২০। বাংলাদেশের কোন জেলায় তামাকের চাষ বেশি হয়?
উত্তরঃ রংপুর জেলায়।
২১। তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে কেন?
উত্তরঃ তামাক মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।
২২। আমাদের মোট কৃষিজ আয়ের শতকরা কত ভাগ আয় হয় মাছ থেকে?
উত্তরঃ ২৩% প্রায়।
২৩। বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় বেশি পাট উৎপন্ন হয়?
উত্তরঃ বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর ও নওগাঁ জেলায় বেশি পাট উৎপন্ন হয়।
২৪। বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় চা বেশি উৎপন্ন হয়?
উত্তরঃ বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলায় চা বেশি উৎপন্ন হয়।
২৫। বিদেশে বাংলাদেশের চায়ের চাহিদা রয়েছে কেন?
উত্তরঃ বাংলাদেশের চায়ের বিশেষ সুনাম থাকায় বিদেশে এর চাহিদা রয়েছে।
২৬। বাংলাদেশের কয়েকটি অর্থকরী ফসলের নাম লেখ।
উত্তরঃ বাংলাদেশের কয়েকটি অর্থকরী ফসলের মধ্যে রয়েছে- পাট, চা, তামাক ইত্যাদি।
২৭। বাংলাদেশের অধিকাংশ বস্ত্র কলগুলো কোথায় রয়েছে?
উত্তরঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ বস্ত্র কলগুলো রয়েছে- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর জেলাতে।
২৮। বাংলাদেশের তাঁতশিল্পে উৎপন্ন কয়েকটি পণ্যের নাম লিখ।
উত্তরঃ বাংলাদেশের তাঁতশিল্পে উৎপন্ন কয়েকটি পণ্য হলো- সুতি, সিল্ক ও জামদানি শাড়ি।
২৯। দেশের পাটকলগুলো প্রধানত কোথায় অবস্থিত?
উত্তরঃ দেশের পাটকলগুলো প্রধানত নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর, খুলনা, দৌলতপুরসহ নদী তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত।
৩০। কয়েকটি পাটের তৈরি পণ্যের নাম লিখ।
উত্তরঃ পাটের তৈরি কয়েকটি পণ্যের নাম হলো- পাটের রশি, চট, চটের থলে, বস্তা, পাটের ব্যাগ, কার্পেট, পাটের বস্ত্র ইত্যাদি।
৩১। কুটির শিল্প বলতে কী বুঝ?
উত্তরঃ যখন কোনো পণ্য ক্ষুদ্র পরিসরে বাড়িঘরে অল্প পরিমানে তৈরি করা হয় তখন তাকে কুটির শিল্প বলে।
৩২। বৃহৎ শিল্প বলতে কী বুঝ?
উত্তরঃ যখন কোনো পণ্য বৃহৎ পরিসরে কারখানায় বেশি পরিমানে তৈরি করা হয় তখন তাকে বৃহৎ শিল্প বলে।
৩৩। বাংলাদেশের কয়েকটি বৃহৎ শিল্পের নাম লিখ।
উত্তরঃ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বৃহৎ শিল্পের মধ্যে রয়েছে- সার শিল্প , সিমেন্ট শিল্প, ঔষধ শিল্প, কাগজ শিল্প, চিনি শিল্প ইত্যাদি।
৩৪। বাংলাাদেশের কাগজ কল গুলোতে কী থেকে কাগজ তৈরি করা হয়?
উত্তরঃ কাগজ কল গুলোতে গাছের গুঁড়ি থেকে কাগজ তৈরি করা হয়।
৩৫। সরকারি কাগজ কল কয়টি ও কী কী?
উত্তরঃ সরকারি কাগজ কল তিনটি। যথা : ১) চন্দ্রঘোনা কাগজ কল ২) খুলনা কাগজ কল ৩) পাক্শি কাগজ কল
৩৬। বাংলাদেশের কুটির শিল্পে তৈরি কয়েকটি সামগ্রীর নাম লিখ।
উত্তরঃ কুটির শিল্পে তৈরি কয়েকটি সামগ্রী হলো- কাঠের চেয়ার, টেবিল, বাঁশ ও বেঁতের ঝুড়ি, কাসার প্লেট-বাটি, মাটির হাঁড়ি-পাতিল, থালা, ফুলদানি, টব ইত্যাদি।
৩৭। বাংলাদেশের কোন কোন স্থান কাঁসা শিল্পের জন্য বিখ্যাত?
উত্তরঃ জামালপুর জেলার ইসলামপুর, টঙ্গাইল জেলার কাগমারি এবং ঢাকা জেলার ধামরাই কাঁসা শিল্পের জন্য বিখ্যাত।
৩৮। কয়েকটি মাটির তৈরি সামগ্রীর নাম লিখ।
উত্তরঃ মাটির তৈরি কয়েকটি সামগ্রী হলোঃ হাঁড়ি-পাতিল, ফুলদানি, থালা, টালি ইত্যাদি।
৩৯। বাংলাদেশে সার কারখানা আছে এমন পাঁচটি স্থানের নাম লিখ।
উত্তরঃ সার কারখানা আছে বাংলাদেশের এমন পাঁচটি স্থানের নামঃ ফেঞ্চুগঞ্জ, ঘোড়াশাল, আশুগঞ্জ, চট্টগ্রাম, তারাকান্দি।
৪০। বাংলাদেশের পোশাক কারখানায় কারা কাজ করে?
উত্তরঃ কয়েক লক্ষ নারী-পুরুষ কাজ করে।

শূন্যস্থান পূরণঃ

১। বাংলাদেশ _______________ প্রধানদেশ।
২। বাংলাদেশ একটি _______________ অঞ্চল।
৩। _______________ গমের চাষ করা হয়।
৪। বাংলাদেশের _______________ অঞ্চলে ডালের চাষ বেশি হয়।
৫। ডাল বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ _______________ ।
৬। আমাদের দেশের _______________ মাটি আলু চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।
৭। দেশের চাহিদা মেটানোর পর _______________ আলু বিদেশে রপ্তানি করা হয়।
৮। চাহীদা পূরনের জন্য আমাদের বিদেশ থেকে তেল _______________ করতে হয়।
৯। খাবারকে সু-স্বাদু করতে আমরা খাবারে বিভিন্ন ধরনের _______________ ব্যবহার করি।
১০। _______________ হলো আমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল।
১১। পাটকে _______________ বলা হয়।
১২। আমাদের _______________ পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।
১৩। সিগারেট ও _______________ তৈরিতে তামাক ব্যবহার করা হয়।
১৪। একসময়ে এদেশে তৈরি মসলিন কাপড় _______________ বিখ্যাত ছিল।
১৫। এদেশে বস্ত্রের ব্যাপক _______________ রয়েছে।
১৬। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের _______________ ভাগ আসে তৈরি পোশাক রপ্তানি করার মাধ্যমে।
১৭। উন্নতমানের ওষুধ তৈরির জন্য _______________ কারখানা আছে।
১৮। তিনটি সরকারি কাগজ কল রয়েছে, চন্দ্রঘোনা, খুলনা এবং _______________ ।
১৯। আমাদের চিনি কলগুলোতে নিনি উৎপাদন ও _______________ করা হয়।
২০। গৃহস্থলির নানা কাজে _______________ তৈরি জিনিস ব্যবহার করা হয়।
২১। আমরা মাটি দিয়ে মাটির পাত্র এবং _______________ নানা জিনিস তৈরি করি।
২২। কাগজ কলগুলোতে গাছের গুড়ি থেকে _______________ তৈরি করা হয়।

উত্তরঃ ১. কৃষি, ২. উর্বর ব-দ্বীপ, ৩. শীতকালে, ৪. উত্তর ও পশ্চিম, ৫. কৃষি পণ্য, ৬. উর্বর দোআঁশ ও বেলে, ৭. উদ্বৃত্ত, ৮. আমদানি, ৯. মসলা, ১০. পাট, ১১.সোনালী আঁশ, ১২. জলবায়ু, ১৩. বিড়ি, ১৪. জগৎ , ১৫. চাহিদা, ১৬. সিংহ, ১৭. ওষুধ, ১৮. পাকশিতে, ১৯. পরিশোধন, ২০. কাঁসার, ২১. পোড়ামাটির, ২২. কাগজ

৫ম অধ্যায়

ছোট প্রশ্ন ঃ

১। অধিক জনসংখ্যার ফলে পরিবারের উপর কীসের চাপ সৃষ্টি হয়?
উত্তরঃ অধিক জনসংখ্যার ফলে পরিবারের উপর খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদা পূরণের চাপ সৃষ্টি হয়।
২। কৃষি জমির পরিমান কমে যাচ্ছে কেন?
উত্তরঃ অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য বসতি স্থাপনের কারণে কৃষি জমির পরিমান কমে যাচ্ছে।
৩। মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা কী?
উত্তরঃ মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা হলো পরিধেয় বস্ত্র।
৪। মা-বাবা সন্তানদের প্রয়োজনীয় পোশাক কিনে দিতে পারেন না কেন? ফলে কী হয়?
উত্তরঃ পরিবারে লোক সংখ্যা বেশি হলে মা-বাবা সন্তানদের প্রয়োজনীয় পোশাক কিনে দিতে পারেন না। ফলে উপযুক্ত পোশাক না থাকায় অনেক শিশু বিদ্যালয়ে আসতে চায় না।
৫। জাতিসংঘের তথ্যমতে, বাংলাদেশে কত লক্ষ মানুষ গৃহহীন এবং প্রতি বছর মোট জনসংখ্যার সাথে কত লক্ষ মানুষ যুক্ত হচ্ছে?
উত্তরঃ জাতিসংঘের তথ্যমতে, বাংলাদেশে ১০ লক্ষ মানুষ গৃহহীন এবং প্রতি বছর মোট জনসংখ্যার সাথে ৩০ লক্ষ মানুষ যুক্ত হচ্ছে।
৬। গৃহহীন মানুষ শহরে চলে আসছে কেন? এবং কারা মানবেতর অবস্থায় বসবাস করছে?
উত্তরঃ গুহহীন মানুষেরা নিরাপত্তা আর কাজের খোঁজে শহরে চলে আসছে। আর ছিন্নমূল মানুষেরা মানবেতর অবস্থায় বসবাস করেছে।
৭। সমাজের অগ্রগতিতে কী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? আমাদের মোট জন সংখ্যার কত শতাংশ এখনও অক্ষরজ্ঞানহীন?

উত্তরঃ সমাজের অগ্রগতিতে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ এখনও অক্ষরজ্ঞানহীন।

৮। অনেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না কেন? আবার অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও লেখাপড়া শেষ না করে ঝরে পড়ে কেন?

উত্তরঃ দারিদ্রতার কারণে অনেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারে না। আবার অনেক শিশু ভর্তি হলেও পরিবারের কাজে সাহায্য করতে গিয়ে লেখাপড়া শেষ না করে ঝরে পড়ে।

৯। আমাদের দেশে জনসংখ্যার তুলনায় কিসের সংখ্যা অনেক কম? এবং স্বাস্থ্যহীনতার কারনে তারা কী করতে পারছে না?

উত্তরঃ আমাদের দেশে জনসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা অনেক কম। স্বাস্থ্যহীনতার কারণে অনেকে উপার্জন করতে পারে না এবং আমাদের অর্থনীতিতেও তারা অবদান রাখতে পারছে না।

১০। জমিতে প্রচুর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছে কেন? কীটনাশক ব্যবহারের ফলে কী হচ্ছে?

উত্তরঃ অধিক ফসল ফলাতে গিয়ে জমিতে প্রচুর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছে। ফলে পুকুর ও নদীর পানি দূষিত হচ্ছে।

১১। অর্থনৈতিক উন্নয়নের শর্ত কয়টি ও কী কী?

উত্তরঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের শর্ত তিনটি । এগুলো হলো -মূলধন, মানব সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ।

১২। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত কী? দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমেই কীসের সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব?

উত্তরঃ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হলো দক্ষ জনশক্তি। দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমেই মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব।

১৩। আমাদের দেশের অনেক মানুষ অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছে না কেন?

উত্তরঃ আমাদের দেশের অনেক মানুষ স্বাস্থ্যহীনতার কারণে অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছে না।

১৪। কীভাবে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়?

উত্তরঃ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

১৫। সমাজে কীভাবে সাক্ষরতার হার বাড়ানো যায়?

উত্তরঃ সমাজে সাক্ষরতার হার বাড়ানোর উপায় হলো- সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র পরিবারের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা। দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের বিনা বেতনে পড়ানোর পাশাপাশি উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা।

১৬। কীভাবে আরো বেশি সংখ্যক শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা যায়?

উত্তরঃ বেশি সংখ্যক শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার উপায় হলো-

১. গ্রাম ও শহরের বস্তি এলাকাগুলোতে এবং দেশের আনাচে কানাচে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
২. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা চালু করা।
৩. দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা নেয়া , শিক্ষা কার্যক্রমকে আনন্দঘন করে তোলা এবং শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করে তোলা।

১৭।দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে কীভাবে দেশ সমৃদ্ধিশালী হবে?

উত্তরঃ দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে। ফলে দেশ সমৃদ্ধিশালী হবে।

১৮। অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তর করলে কী লাভ হবে?

উত্তরঃ অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তর করলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হবে। মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

১৯। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান কয়টি ও কী কী?

উত্তরঃ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান তিনটি যথাঃ ১) মূলধন, ২) প্রাকৃতিক সম্পদ ও ৩) মানব সম্পদ

২০। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের দুটি উপায় বা কৌশল উল্লেখ কর।

উত্তরঃ জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের ২টি উপায় হলো- ১) খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। ২) গৃহ নির্মাণে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

২১। রোগ প্রতিরোধে কী করতে হবে?

উত্তরঃ রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন টিকা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সরকারি সহায়তা বাড়াতে হবে।

২২। বানিজ্যিক ভারসাম্য ঠিক রাখতে হলে কী করতে হবে?

উত্তরঃ বানিজ্যিক ভারসাম্য ঠিক রাখতে হলে আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে।

২৩। মৌলিক চাহিদা কী? এটি পূরণ করা প্রয়োজন কেন?

উত্তরঃ সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য যেসব চাহিদা অপরিহার্য তাই মৌলিক চাহিদা।

২৪। জনশক্তি রপ্তানি কী? জনশক্তি রপ্তানি প্রয়োজন কেন?
উত্তরঃ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার লক্ষ্যে দেশের জনসম্পদ অন্য দেশে রপ্তানি করাকে জনশক্তি রপ্তানি বলা হয়। জনশক্তি রপ্তানি করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। তাই জনশক্তি রপ্তানির প্রয়োজন।
২৫। বাংলাদেশের অন্যতম একটি সমস্যার নাম লেখ। সমস্যাটি সমাধানে আমাদের কী করা প্রয়োজন?
উত্তরঃ বাংলাদেশের অন্যতম একটি সমস্যা হলো জনসংখ্যা সমস্যা। সমস্যাটি সমাধানে আমাদের সম্মিলিত কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন।
২৬। মৌলিক চাহিদার উপর অধিক জনসংখ্যার চারটি প্রভাব লেখ।
উত্তরঃ মৌলিক চাহিদার উপর অধিক জনসংখ্যার চারটি প্রভাব হলো- ১) সকলের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। ২) সকলের জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যায় না।৩) খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় ৪) সবার জন্য প্রয়োজন মতো বস্ত্র কেনা যায় না।
২৭। জনশক্তি রপ্তানির ২টি সুফল লেখ।
উত্তরঃ জনশক্তি রপ্তানির ২টি সুফল হলো- ১) প্রবাসীদের উপার্জিত অর্থ পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ করে। ২) দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করে।
২৮। জনসংখ্যার ঘনত্ব কী? বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি কেন?
উত্তরঃ একটি দেশের প্রতিবর্গ কিলোমিটারে যত জন লোক বাস করে তাই জনসংখ্যার ঘনত্ব। আয়তনের তুলনায় এদেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি। তাই বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি।
২৯। অতিরিক্ত জনসংখ্যার তিনটি ফলাফল লেখ।
উত্তরঃ অতিরিক্ত জনসংখ্যার তিনটি ফলাফল হলো-১) খাদ্য ঘাটতি দেখা দিবে ২) কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাবে। ৩) বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট দেখা দিবে।
৩০। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব ২টি বাক্যে লেখ।
উত্তরঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ২টি প্রভাব হলো -১) দেশে বেকারত্ব বাড়ছে ২) দারিদ্র বিমোচন বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

<u>শূন্যস্থান পূরণ ঃ</u>
১। মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ________________ বস্ত্র।
২। জাতিসংঘের তথ্যমতে বাংলাদেশে প্রায় ________________ লক্ষ মানুষ গৃহহীন।
৩। নিরাপত্তা আর কাজের খোঁজে এই সব ________________ মানুষ শহরে চলে আসছে।
৪। সমাজের অগ্রগতিতে শিক্ষা অন্যতম ________________ ভূমিকা পালন করে।
৫। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ এখনও ________________।
৬। আমাদের দেশের জনসংখ্যার তুলনায় ________________ সংখ্যা অনেক কম।
৭। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে পরিবেশের উপর ________________ প্রভাব পড়ছে।
৮। একটি দেশের ________________ উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হলো দক্ষ জনশক্তি।
৯। বিদেশে ________________ আছে আমাদের দেশের নানা পেশার মানুষ।

উত্তরঃ ১. পরিধেয়, ২. ১০,৩. গৃহহীন, ৪. গুরুত্বপূর্ণ, ৫. অক্ষরজ্ঞানহীন, ৬. চিকিৎসকের, ৭. ক্ষতিকর, ৮. অর্থনৈতিক, ৯. কর্মরত

<u>৬ষ্ঠ অধ্যায়</u>

<u>ছোট প্রশ্ন ঃ</u>
১। আবহাওয়া কাকে বলে?
উত্তরঃ কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা ও গড় বৃষ্টিপাতকে আবহাওয়া বলে।
২। জলবায়ু কাকে বলে?
উত্তরঃ জলবায়ু হলো কোনো স্থানের বহু বছরের অর্থাৎ ৩০-৪০ বছরের বেশি সময়ের আবহাওয়ার গড় অবস্থা।
৩। বাংলাদেশে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি রয়েছে কেন?
উত্তরঃ প্রাকৃতিক অবস্থান ও জলবায়ুগত কারণে বাংলাদেশে বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, ভূমিকম্পের মতো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি রয়েছে।
৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায় কেন?
উত্তরঃ জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা ব্যাপক হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
৫। কত সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২০ শতাংশ এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে?

উত্তরঃ ২০৫০ সালের মধ্যে।

৬। দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের কোন মন্ত্রনালয় কাজ করে যাচ্ছে?
উত্তরঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়।
৭।ঘূর্ণিঝড় সিডর হয়েছিল কত সালে? সিডরের গতিবেগ ঘন্টায় কত ছিল?
উত্তরঃ ঘূর্ণিঝড় সিডর হয়েছিল ২০০৭ সালে। এর গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ১৬০ কিলোমিটার।
৮। ঘূর্ণিঝড় সিডর কত জনের প্রাণহানি ঘটায়?
উত্তরঃ ৩৪৪৭ জনের।
৯। ঘূর্ণিঝড় আইলা হয়েছিল কত সালে? এতে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা কত?
উত্তরঃ ঘূর্ণিঝড় আইলা হয়েছিল ২০০৯ সালে এতে দশ (১০) লক্ষের ও বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে।
১০। নদী ভাঙনের দুটি মানবসৃষ্ট কারণ লিখ।
উত্তরঃ নদী ভাঙনের দুটি মানবসৃষ্ট কারণ হলোঃ ১) নদী থেকে বালি উত্তোলন ২) নদীর তীরবর্তী গাছপালা কেটে ফেলা।
১১। অনেক সময় নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেন?
উত্তরঃ মানব সৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে।
১২। পানি উন্নয়ণ বোর্ড নদীর পাড় রক্ষার জন্য কাজ করছে। দুটি কাজের কথা উল্লেখ কর।
উত্তরঃ পানি উন্নয়ণ বোর্ড নদীর পাড় রক্ষার জন্য কাজ করছে এমন দুটি কাজ হলোঃ ১) বন্যা প্রতিরোধে বাঁধ তৈরি। ২) সেচের জন্য কালভার্ট ও স্লুইস গেট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
১৩। খরা কেন হয়?
উত্তরঃ দীর্ঘকাল ধরে শুষ্ক আবহাওয়া ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কাণে খরা হয়।
১৪। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে খরার প্রবণতা বেশি কেন?
উত্তরঃ বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে শুষ্ক আবহাওয়া ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং অল্পসংখ্যক নদী থাকার কারণে খরার প্রবণতা বেশি।
১৫। খরার দুটি মানব সৃষ্ট কারণ লিখ।
উত্তরঃ খরার দুটি মানব সৃষ্ট কারণ হলোঃ ১) গাছ কেটে ফেলা ২) অধিকহারে ভবন নির্মাণ করা।
১৬। বাংলাদেশে ভূমিকম্পের নিশ্চিত ঝুঁকি রয়েছে কেন?
উত্তরঃ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে ভূমিকম্পের নিশ্চিত ঝুঁকি রয়েছে।
১৭। বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে এর দ্বিতীয় ঝুঁকি হিসেব কোনটি হওয়ার আশংকা রয়েছে?
উত্তরঃ সুনামি ও বন্যা।
১৮। প্রথম ভূকম্পন থেমে যাবার পর কী করতে হয়?
উত্তরঃ সারিবদ্ধ ভাবে ঘর থেকে বের হয়ে খোলা জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়।

<u>শূন্যস্থান পূরণ ঃ</u>
১। সাধারণত ৩০-৪০ বছরের বেশি সময়ের ______________ গড়কে জলবায়ু বলে।
২। বিভিন্ন কারণে ______________ জলবায়ু বদলে যাচ্ছে।
৩। জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা ব্যাপক হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ______________ বেড়ে যায়।
৪। বাংলাদেশে ______________ নদী রয়েছে।
৫। বন্যা ______________ একটি অন্যতম প্রাকৃতিক কারণ।
৬। মানবসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক কারণে অনেক সময় নদীর ______________ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৭। অধিক হারে ভবন নির্মাণের ফলে মাটি ______________ ঢেকে যায়।
৮। ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে ______________ নিশ্চিত ঝুঁকি রয়েছে।
৯। মৃদু ভূমিকম্প মোকাবেলায় ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারি সতর্কতা ______________ করলে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
উত্তরঃ ১. আবহাওয়ার, ২. বিশ্বের, ৩. সম্ভাবনা, ৪. অসংখ্য, ৫. নদী ভাঙনের, ৬. স্বাভাবিক প্রবাহ, ৭. কংক্রিটে, ৮. ভূমিকম্পের, ৯. অবলম্বন

৭ম অধ্যায়

<u>ছোট প্রশ্ন ঃ</u>
১। মানবাধিকার বলতে কী বুঝ?
উত্তরঃ সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারগুলো হচ্ছে মানবাধিকার।
২। কোন প্রতিষ্ঠান মানবাধিকারকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে এবং কোন সালের কত তারিখে?

উত্তরঃ জাতিসংঘ মানবাধিকারকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর।

৩। অটিজম কী ধরনের সমস্যা? কোন ধরনের শিশুদের দলীয় কাজ করতে সমস্যা হয়?
উত্তরঃ অটিজম হচ্ছে মস্তিষ্কের বিকাশগত একটি সমস্যা। এটি কোন মানসিক রোগ নয়। অটিস্টিক শিশুদের দলীয় কাজ করতে সমস্যা হয়।
৪। অটিস্টিক শিশুদের দুইটি বৈশিষ্ট লেখ।
উত্তরঃ অটিস্টিক শিশুদের দুইটি বৈশিষ্ট হলোঃ ১) কোনো একটি বিশেষ জিনিসের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকে এবং সেটি সব সময় সাথে রাখে।
২) সকল কাজ বা বিষয় একই নিয়মে করতে চায়। দৈনিক কাজের রুটিন বদল হলে খুবই উত্তেজিত হয়।
৫। অটিস্টিক শিশুর সাথে ক্লাশে কেমন ব্যবহার করা উচিত?
উত্তরঃ অটিস্টিক শিশুর সাথে ক্লাশে আমরা মিলেমিশে থাকব। আমরা এমন আচরণ করব না যাতে তারা কষ্ট পায় এবং উত্তেজিত হয়।
৬। অনেক শিশু শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় কেন?
উত্তরঃ অনেক শিশু শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় পরিবারের অসচ্ছলতার কারণে।
৭। প্রত্যেক ধর্মের লোক কীভাবে তাদের ধর্ম চর্চা করবে?
উত্তরঃ প্রত্যেক ধর্মের লোক স্বধীনভাবে তাদের ধর্ম চর্চা করবে। আমরা কারও ধর্ম চর্চায় বাধা দিব না।
৮। কোন ধরনের শিশুদের অটিস্টিক শিশু বলে?
উত্তরঃ অটিজম নামক বিকাশগত সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের অটিস্টিক শিশু বলে।
৯। বাংলাদেশে শিশু শ্রমের বয়সসীমা কত?
উত্তরঃ বাংলাদেশে শিশু শ্রমের বয়সসীমা ১৮ বছর।
১০। মানবাধিকার রক্ষায় কী করতে হবে?
উত্তরঃ মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের সচেতন হতে হবে এবং প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।
১১। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে কী অনুমোদন করেছে?
উত্তরঃ জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ১০ ই ডিসেম্বর মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে 'মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র' অনুমোদন করছে।
১২। স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার কোনটি?
উত্তরঃ স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার যে কোন স্থানে যেতে পারা।
১৩। অটিস্টিক শিশুরা কেমন প্রতিভার অধিকারী হতে পারে? উদাহরণ দাও।
উত্তরঃ অটিস্টিক শিশুরা চমৎকার প্রতিভার অধিকারী হতে পারে। যেমন- ছবি আঁকা, অংক করা বা গান গাওয়া।
১৪। তোমার সামনে মানবাধিকারবিরোধী কর্ম সংঘটিত হলে তুমি কী করবে?
উত্তরঃ আমার সামনে মানবাধিকারবিরোধী কর্ম সংঘটিত হলে আমি তার প্রতিবাদ করব। মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন করব।
১৫। শিশু অধিকার লজ্ঘনের ২টি উদাহরণ দাও।
উত্তরঃ শিশু অধিকার লজ্ঘনের ২টি উদাহরণ হলোঃ ১) পরিবারের সামর্থ্য না থাকায় শহরের অনেক শিশু গৃহহীন থাকে। ২) সামান্য কারনে বা বিনা কারণে শিশুদের শারীরিক নির্যাতন করা হয়।
১৬। নারী অধিকার লজ্ঘনের দু'টি উদাহরন দাও।
উত্তর ঃ নারী অধিকার লজ্ঘনের দু'টি উদাহরন হলো- ১) মেয়েরা ছেলেদের মতো শিক্ষার সমান সুযোগ পায় না। ২) চাকরির ক্ষেত্রে মেয়েরা পিছিয়ে আছে।

<u>শূন্যস্থান পূরণ ঃ</u>

১। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ------ ডিসেম্বর মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে অনুমোদন করেছে মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র।
২। সকল সুযোগ সুবিধা পাওয়ার --------হচ্ছে মানবাধিকার।
৩। প্রতিটি শিশু একে অপর থেকে---------।
৪। আমাদের সবারই নিজের মতো থাকার ---------- আছে।
৫। অটিস্টিক শিশুরা অটিজম সমস্যায়----------।
৬। কোনো কোনো অটিস্টিক শিশু---------প্রতিভার অধিকারী।
৭। অমদের উচিত সবার সাথে ------- থাকা।
৮। অনেক শিশু তাদের পরিবারের-----------------কারনে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।
৯. মানবাধিকার ---------------আমাদের সচেতন হতে হবে।
১০. কাজের ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের মতো সমান ---------পায় না।

১১. অনেক সময় সামান্য কারনে কাজে সহায়তাকারী মেয়েকে -------------করা হয়।
উত্তরঃ ১. ১০ই ২. অধিকারগুলো ৩.আলাদা ৪. অধিকার ৫. আক্রান্ত ৬.চমৎকার ৭. মিলেমিশে ৮.অসচ্ছলতার ৯.রক্ষায় ১০. পারিশ্রমিক ১১. নির্যাতন

৮ম অধ্যায়

ছোট প্রশ্ন ঃ

১। সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য কাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ?
উত্তরঃ সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য নারী পুরুষ উভয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
২। দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয় কেন?
উত্তরঃ নারী ও পুরুষ সমান অংশগ্রহণ ও সমান অধিকার ভোগ করতে না পারলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়।
৩। নারী জাগরণের অগ্রদূত কে ছিলেন? তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তরঃ নারী জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন বেগম রোকেয়া। তিনি ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।
৪। বেগম রোকেয়া কত সালে ভাগলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তরঃ বেগম রোকেয়া ১৯০৯ সালে ভাগলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ।
৫। বেগম রোকেয়া মৃত্যুবরণ করেন কোন তারিখে? প্রতি বছর সরকারিভাবে বেগম রোকেয়া দিবস পালন করা হয় কোন তারিখে?
উত্তরঃ বেগম রোকেয়া মৃত্যুবরণ করেন ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর । প্রতি বছর ৯ই ডিসেম্বর সরকারিভাবে বেগম রোকেয়া দিবস পালন করা হয় ।
৬। বিশ্বজুড়ে কোন দিনটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করা হয়?
উত্তরঃ বিশ্বজুড়ে ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করা হয় ।
৭। নিউইয়র্ক শহরের একটি পোশাক কারখানায় নারী পোশাক শ্রমিকদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কী ছিল?
উত্তরঃ কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্রম ও শিশুশ্রম বন্ধের দাবিতে তাঁরা আন্দোলন করেন।
৮ ।নিউইয়র্ক শহরের একটি পোশাক কারখানায় নারী পোশাক শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরী ও শ্রমের দাবিতে আন্দোলন করেন কোন তারিখে?
উত্তরঃ নিউইয়র্ক শহরের একটি পোশাক কারখানায় নারী পোশাক শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরী ও শ্রমের দাবিতে আন্দোলন করেন ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ।
৯। নিউইয়র্কে পোশাক শ্রমিক ইউনিয়নের নারীরা প্রতিবাদ সমাবেশ করেন কোন তারিখে?
উত্তরঃ ১৯০৮ সালের ৮ই মার্চ।
১০। নারী পোশাক শ্রমিকদের প্রতিবাদ সমাবেশ চলে কত দিন এবং এতে কতজন নারী শ্রমিক অংশ নেন?
উত্তরঃ ১৪ দিন এবং এতে প্রায় বিশ হাজার নারী শ্রমিক অংশ নেন।
১১। ১৯১০ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে একটি নারী দিবস ঘোষণার দাবি জানান কে?
উত্তরঃ জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ক্লারা জেটকিন।
১২। ১৯১৩ সালে রাশিয়ার নারীরা কোন দিন নারী দিবস পালন করেন?
উত্তরঃ ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ রবিবার।
১৩। জাতিসংঘ কত সালে ৮ই মর্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়?
উত্তরঃ ১৯৭৭ সালে।
১৪। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের উদ্দেশ্য কী ?
উত্তরঃ এই দিনটিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করাসহ নানা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।
১৫। নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় কী রয়েছে?
উত্তরঃ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও নীতিমালা রয়েছে।
১৬। কোন সংস্থার প্রতিবেদনে বিভিন্ন ধরণের নারী নির্যাতন সম্পর্কে জানা যায়?
উত্তর ঃ অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে।
১৭। কয়েকটি নারী নির্যাতনের নাম লিখ।
উত্তরঃ কয়েকটি নারী নির্যাতনের নাম হলো- নারীদের এসিড ছুড়ে মারা, যৌতুকের দাবীতে নির্যাতন ও হত্যা, ধর্মীয় অপরাধের কথা বলে অবৈধভাবে শাস্তি দেওয়া।
১৮। সমাজে অনেকে নারীকে বোঝা হিসেবে গণ্য করে কেন?
উত্তরঃ যৌতুকের কারণে।
১৯। নারী নির্যাতনের কারণে মেয়েদের কী ক্ষতি হয়?
উত্তরঃ নারী নির্যাতনের কারণে মেয়েদের শিক্ষা, বাইরে কাজের দক্ষতা বা সুযোগ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

২০। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের কোন মন্ত্রণালয় কাজ করছে?
উত্তরঃ নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করছে।
২১। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কোন ধরণের কাজ করছে ?
উত্তরঃ নিপীড়নের শিকার নারী ও শিশুদের চিকিৎসা সেবা, আইনি সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ-সেবা প্রদান করছে।

শূন্যস্থান পূরণঃ
১। সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের ------ গুরুত্বপূর্ণ।
২। বেগম রোকেয়ার শিক্ষার প্রতি অসীম--------ছিল।
৩। বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার বিষয়ে সমাজে---------অবদান রাখেন।
৪.বেগম রোকেয়া আজীবন নারী শিক্ষার -----------জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।
৫.বেগম রোকেয়া ----------বাংলাদেশে প্রতিবছর ৯ই ডিসেম্বর সরকারিভাবে রোকেয়া দিবস পালন করা হয়।
৬.বেগম রোকেয়ার-----------পরিশ্রমের ফলে মেয়েরা ধীরে ধীরে শিক্ষার আলো পেতে থাকে।
৭.১৯১৩ সালে রাশিয়ার নারীরা---------- মাসের শেষ রাবিবার নারী দিবস হিসেবে পালন করে।
৮.১৯৭৭সালে----------৮ই মে মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের ঘোষনা দেয়।
৯.বিশ্বে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ----------সনদ ও নীতিমালা রয়েছে।
১০.-------------প্রতিবেদনে বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতন সম্পর্কে জানা যায়।
১১.যৌতুকের জন্য নারীরা---------হচ্ছে।
১২.যৌতুকের কারণে সমাজে অনেকে----------বোঝা হিসেবে গণ্য করে।
১৩.নারী নির্যাতনের কারণে মেয়েদের শিক্ষা,বাহিরে কাজের দক্ষতা বা সুযোগ----------- হয়।
১৪.সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক-----------এ বিষয় নিয়ে কাজ করছে।
১৫.নারীও শিশুদের নির্যাতন, নিপীড়ন প্রতিরোধে সামাজিক----------উন্নয়ন জরুরি।

১.ভূমিকা ২. অনুরাগ ৩. অসামান্য ৪. অগ্রগতির ৫. স্বরণে ৬. অক্লান্ত ৭. ফেব্রুয়ারি ৮. জাতিসংঘ ৯.আন্তর্জাতিক ১০. অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের ১১.নির্যাতিত ১২.নীচে ১৩.ক্ষতিগ্রস্ত ১৪.মন্ত্রণালয় ১৫. মূল্যবোধের

৯ম অধ্যায়

ছোট প্রশ্ন ঃ
১। সমাজের প্রতি তোমার দুটি দায়িত্ব লেখ।
উত্তরঃ সমাজের প্রতি আমার দুটি দায়িত্ব হলো-১. সমাজের বিভিন্ন নিয়মকানুন মেনে চলা ২. সবার উপকার করার চেষ্টা করা।
২। সমাজের সুবিধাবঞ্চিতদের তুমি কী করবে?
উত্তরঃ আমি সমাজের সুবিধাবঞ্চিতদের সহযোগিতা করব।
৩। রকিবকে কতদিন পর কোথা থেকে কারা উদ্ধার করলো?
উত্তরঃ রকিবকে দশ দিন পর একটি গ্রাম থেকে পুলিশ উদ্ধার করল।
৪। কোন ধরণের মানুষ থেকে তুমি সাবধান থাকবে?
উত্তরঃ অপরিচিত মানুষ থেকে আমি সাবধান থাকব। অপরিচিত মানুষ যেকোন সময় বিপদের কারণ হতে পারে।
৫। প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে কী কী উপকরণ থাকে?
উত্তরঃ প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে যে সমস্ত উকরণ থাকে সেগুলি হলো- তুলা, কাঁচি, জীবাণুনাশক , থার্মোমিটার, ব্যান্ডেজ, টেপ ইত্যাদি।
৬। তুমি কীভাবে রাস্তা পার হবে?
উত্তরঃ আমি প্রথমে রাস্তার দুপাশ ভালো করে দেখব। তারপর জেব্রাক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হবো।
৭। জ্বর হলে তুমি শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য কী ব্যবহার করবে?
উত্তরঃ জ্বর হলে আমি শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য থার্মোমিটার ব্যবহার করব ।
৮। তোমাদের বাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এমন কী কী জিনিষ আছে?
উত্তরঃ আমাদের বাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এমন যে যে জিনিষ আছে সেগুলি হলো- আগুন, বিদ্যুৎ, কাঁচের গ্লাস বা জগ, ধারালো ছুরি,গ্যাসের চুলা ইত্যাদি।
৯। বাড়িতে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার দুটি উপায় লেখ।
উত্তরঃ বাড়িতে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার দুটি উপায় হলো- ১.খালি পায়ে বা ভেজা হাতে বৈদ্যুতিক সুইচ না ধরা এবং ২. আগুনের ব্যবহারে সতর্ক থাকা।

১০। ঘরের বাইরে নিরাপদ থাকার দুইটি উপায় লেখ।
উত্তরঃ ঘরের বাইরে নিরাপদ থাকার দুইটি উপায হলো-১. রাস্তায় খেলাধুলা না করা এবং ২. জলাশয়ের আশেপাশে খেলার সময় সতর্ক থাকা ।
১১.রাস্তা পারাপারের দু'টি নিয়ম লেখ।
উত্তর: রাস্তা পারাপারের দু'টি নিয়ম হলো;-
র)আমরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে না হেঁটে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটব।
রর)রাস্তা পারাপারে ওভার ব্রিজ ব্যবহার করব।
১২.ঔষধ ও কীটনাশকের গায়ে নাম লিখে রাখব কেন?
উত্তর: ঔষধ ও কীটনাশকের গায়ে নাম লিখে রাখব কারণ কেউ যেন ভুলবশত খেয়ে না ফেলে।
১৩.নাগরিকদের নিয়মিত কর দেওয়া উচিত কেন?
উত্তর: কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এবং নাগরিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। তাই নাগরিকদের নিয়মিত কর দেওয়া উচিত।
১৪.রাষ্ট্রের প্রতি তোমার ২ টি কর্তব্য লেখ।
উত্তর: রাষ্ট্রের প্রতি আমার দু'টি কর্তব্য হলো-
র)রাষ্ট্র প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করা
রর)রাষ্ট্রের শাসন মেনে চলা ও দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া।
১৫.রাষ্টীয় সম্পদ রক্ষায় আমাদের কী করতে হবে?
উত্তর: রাষ্টের বিভিন্ন সম্পদ যাতে নষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতেহবে ।একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।
১৬.তুমি কত বছর বয়সে ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
উত্তর: আমি ১৮ বছর বয়সে ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে পারব।
১৭.বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীদের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?
উত্তর:বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীদের প্রতি আমাদের সদয় হওয়া উচিত। তাদের সাথে সবসময় ভলো ব্যবহার করা উচিত।

<u>শূন্যস্থান পূরণ ঃ</u>
১.খালি পায়ে বা ভেজা হাতে ---------- সুইচ ধরব না।
২.আমরা কখনো কখনো রাস্তায়-----------পড়ি।
৩.আমরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে না হেঁটে-----------দিয়ে হাঁটব।
৪.রাস্তা পারাপারে-----------ব্যবহার করব।
৫.রাস্তার দুপাশ ভালো করে দেখে------------দিয়ে রাস্তা পার হব।
৬.অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সড়ক------------পরিমান অনেক বেশি।
৭.রাস্তায় পথ চলার সময় আমাদের নিরাপত্তা---------সচেতন থাকতে হবে।
৮.নাগরিক হিসাবে---------প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে।
৯.রাষ্টীয় সম্পদ রক্ষায়----------ভূমিকা পালন করতে হবে।
১০.নিয়মিত কর দেওয়া---------হিসেবে আমাদের কর্তব্য।
উত্তর:১.বৈদ্যুতিক,২.দুর্ঘটনায়,৩.ফুটপাত,৪ওভারব্রিজ,৫.জেব্রাক্রসিং.৬.দুর্ঘটনার,৭.সর্ম্পকে,৮.রাষ্ট্রের,৯.গুরুত্বপূর্ণ,১০.নাগরিক.

অধ্যায় ঃ ৮, নারী-পুরুষ সমতা

বড় প্রশ্ন ঃ

১)নারী জাগরণের অগ্রদূত কে? তিনি কোন তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন? তাঁর সম্পর্কে চারটি বাক্য লিখ।

উত্তরঃ নারী জগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া ।তিনি ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুরে জন্ম গ্রহণ করেন।
নিচে বেগম রোকেয়া সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখা হলো ঃ

১.ভারতীয় উপমহাদেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজকে সচেতন করতে অসামান্য অবদান রাখেন বেগম রোকেয়া।
২.বেগম রোকেয়া ১৯০৯ সালে ভাগল পুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, বিদ্যালয়টি পরে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়।

৩.বেগম রোকেয়া আজীবন নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য চেষ্ট চালিয়ে গেছেন।
৪.তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মেয়েরা ধীরে ধীরে শিক্ষার আলো পেতে থাকে।

#২) নারী নির্যাতন কী? নারী নির্যাতনের ফলে কী হয়? নারী নির্যাতনের চারটি কারণ লেখ।

উত্তরঃ সামান্য কারণে নারীদের দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন করাই হলো নারী নির্যাতন।
নারী নির্যাতনের ফলে নারীর মানবাধিকার খর্ব হয়।

নারী নির্যাতনের চারটি কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো।
১.বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ এদেশের নারীদের নিম্ন সামাজিক মর্যাদা।
২.নারী নির্যাতনের অন্যতম একটি কারণ যৌতুক।যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন,হত্যা,দিন দিন বেড়েই চলেছে।
৩.নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ ধমীয় গোঁড়ামি। আমাদের দেশে এখনো ধর্মের অজুহাতে নারীদের ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হয় না।
৪.আমাদের সমাজে নারীদের বোঝা মনে করা হয়। আর একারণেই তাদের বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হতে হয়।
#৩) বেগম রোকেয়া কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন? তিনি কেন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? নারী শিক্ষার চারটি সুফল লেখ।

উত্তরঃবেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুরে জন্ম গ্রহণ করেন।তিনি পিছিয়ে পড়া নারীসমাজকে সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে নিতে এবং নারী সমাজকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

নারী শিক্ষার চারটি সুফল ঃ
১.সন্তানদের সঠিক ভাবে লালনপালন করাতে পারবে।
২.সমাজে শিক্ষার হার বাড়বে।
৩.সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
৪.বিভিন্ন কর্মে যোগদানের মাধ্যমে উপার্জন করে পরিবার ও সমাজে অর্থনৈতিম অবদান রাখতে পারবে।

#৪) ক্লারা জেটকিন কে ছিলেন? তিনি নারীদের ভোটাধিকারের দাবী জানিয়েছিলেন কেন? দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের চারটি ভূমিকা লেখ।

উত্তরঃ ক্লারা জেটকিন ছিলেন একজন জার্মান সমাজতাত্ত্বিক। নারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি নারীদের ভোটাধিকারের দাবী জানিয়েছিলেন।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের চারটি ভূমিকা নিম্নরূপ ঃ
১.প্রশাসনিক কাজে নারীদের অংশগ্রহন।
২.ক্ষুদ্রও কুটির শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণ ।
৩.পোশাক শিল্প কারখানায় প্রায় ৮০% নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ।
৪.শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় নারীদের অংশগ্রহণ।

#৫) সরকারি ভাবে রোকেয়া দিবস পালন করা হয় কোন তারিখে? বেগম রোকেয়াকে নারী জাগরনের অগ্রদূত বলা হয় কেন? নারী নির্যাতনের চারটি কুফল /নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখ কর?

উত্তরঃ প্রতিবছর ৯ই ডিসেম্বর সরকারি ভাবে রোকেয়া দিবস পালন করা হয়। বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার বিষয়ে সমাজে অসামান্য অবদান রাখেন । তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই মেয়েরা ধীরে ধীরে শিক্ষার আলো পেতে থাকে। এজন্য বেগম রোকেয়াকে নারী জাগরনের অগ্রদূত বলা হয়।
নারী নির্যাতনের চারটি কুফল /নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখ করা হলো ঃ
১.যেসব পরিবারের মায়েরা নির্যাতনের শিকার হয় সেসব পরিবারের শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধা পায়।
২.নির্যাতিত নারীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয়।

৩.নারী নির্যাতনের কারণে মেয়েদের শিক্ষা ,বাইরে কাজের দক্ষতা বা সুযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৪.দেশের অর্থনীতিকে ও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

#৬) দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় কেন ? বেগম রোকেয়া কোন তারিখে মৃত্যু করণ করেন? নারী শিক্ষার চারটি গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা লিখ।

উত্তরঃ নারী-পুরুষ সমান অংশগ্রহণ এবং সমান অধিকার ভোগ করতে না পারলে দেশ বাধাগ্রস্ত হয়।
বেগম রোকেয়া ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

নারীশিক্ষার ফলে চারটি গুরুত্ব নিচে দেওয়া হলোঃ
১.নারীশিক্ষার ফলে নারীরা সচেতন ও প্রত্যয়ী হয়ে উঠতে পারে।
২.নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম হয়।
৩.নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়।
৪.দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

#৭) সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য কার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ? নারীজাগরণের অগ্রদূত কে ? নারী উন্নয়নে বেগম রোকেয়ার চারটি অবদান লিখ।

উত্তরঃ সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া ।

নারী উন্নয়নে বেগম রোকেয়ার চারটি অবদান নিচে লেখা হলোঃ
১.বেগম রোকেয়া ১৯০৯ সালে ভাগলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
২.নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে তিনি অবরোধবাসিনী ,সুলতানার স্বপ্ন সহ অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।
৩.১৯১১ সালে তিনি কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন এবং আমৃত্যু সেখানে শিক্ষকতা করেন।
৪. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯১৬ সালে তিনি কলকাতায় আঞ্জুমান খাওয়াতিন ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

#৮) নারী উন্নয়ন নীতিমালা কী ? নারী উন্নয়ন নীতিমালা কতসালে প্রবর্তন করা হয়? নারী শিক্ষার চারটি গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা লিখ।

উত্তরঃ নারী নির্যাতন দমন ও নারীদের মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক প্রনীত নীতিমালা হলো নারী উন্নয়ন নীতিমালা । ২০১১ সালে নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়।

নারী শিক্ষার চারটি গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা নিচে দেওয়া হলোঃ
১.নারী শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েরা আত্মনির্ভরশীল হয়।
২.বাইরে তাদের কাজের সুযোগ তৈরি হয়।
৩.তাদের মধ্যে দক্ষতা তৈরি হয়।
৪.তারা তাদের মানবাধিকার পূরণ করতে সক্ষম হয়।

#৯) প্রতিবছর ৮ই মার্চ আমরা একটি দিবস পালন করে থাকি দিবসটির নাম কী? দিবসটি পালন করা হয় কেন? এ দিবসের চারটি তাৎপর্য লিখ।

উত্তর ঃ দিবসটির নাম 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'।
নারী পুরুষের বৈষম্য হ্রাস করা ও নারীদের সচেতন করার জন্য দিবসটি পালন করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের চারটি তাৎপর্য নিচে দেওয়া হলো ঃ
১. দৈনন্দিন জীবনের সকল স্তরে নারীর ক্ষমতার দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে বিশ্বব্যাপী উৎসাহমূলক পরিবর্তন আনা হয়।
২.নারী-পুরুষ সমতার অনগ্রসরতাকে চ্যালেঞ্জ করে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে।

৩.পুরুষের সমান মজুরী ও দৈনিক আট ঘন্টা শ্রমের দাবী প্রতিষ্ঠা করা ।
৪.নারীর অধিকার নিশ্চিত করা সহ নানা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করা।

#১০) আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয় কোন তারিখে? এ দিবসটি পালন করা হয় কেন? পারিবারিক উন্নয়নে নারীদের চারটি অবদান লিখ।

উত্তর ঃ প্রতিবছর ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়।
বিশ্বব্যাপী নারীর অধিকার নিশ্চিত করা সহ নানা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়।
পারিবারিক উন্নয়নে নারীদের চারটি অবদান ঃ
১.নিজ সন্তানদের সুশিক্ষিত করতে পারে ।
২.পরিবারের সদস্যদের সাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে পারে।
৩.কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করতে পারে।
৪.দৈনন্দিন জীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদেরও সচেতন করতে পারে।

অধ্যায় ৯

আমাদেও দায়িত্ব ও কর্তব্য

#১)সমাজ কী ? সমাজের প্রয়োজন কেন? সমাজের প্রতি আমাদের তিনটি/চারটি কর্তব্য উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ মিলেমিশে বসবাসরত একতাবদ্ধ মানবগোষ্ঠীকে সমাজ বলে। অর্থাৎ সমাজ হলো মানুষের সংঘবদ্ধ পরিবেশ।
মানবজীনের নিরাপত্তা, সহযোগীতা ও সমৃদ্ধির জন্য সমাজের প্রয়োজন।
সমাজেকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখতে আমাদের চারটি দায়িত্ব ও কর্তব্য নিচে আলোচনা করা হলো
১.সমাজের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন মেনে চলব
২.সুবিধাবঞ্চিতদের সহযোগিতা করা
৩.কারো ক্ষতি না করা ।
৪.সমাজের বিভিন্ন সম্পদ সংরক্ষণ করা ।
বাকি বইয়ের গল্পটি ভালো করে পড়তে হবে।

#২) নাগরিক কারা ? নাগরিকরা রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে কেন? একজন সুনাগরিকের চারটিগুণ লেখ।

উত্তর ঃ যারা রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং রাষ্ট্রের যবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করে ও অধিকার ভোগ করে তারাই নাগরিক। নাগরিকরা রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে।
একজন সুনাগরিকের চারটিগুণবলি নিচে লেখা হলো -
১.রাষ্ট্রের শাসন মেনে চলা ।
২.নিয়মিত কর প্রদান করা ।
৩.রাষ্ট্রের সম্পদ নষ্ট না করা ।
৪.রাষ্ট্র প্রদত্ত শিক্ষা লাভ করা ।

#৩)দুর্ঘটনা কী ? দুর্ঘটনা ঘটে কেন ? বাড়িতে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চারটি উপায় লেখ ।

উত্তর ঃ কোনো কারনে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হওয়াকে দুর্ঘটনা বলে । অসাবধানতার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে ।
বাড়িতে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চারটি উপায় হলো ঃ
১.ছুরি,কাঁচি জাতীয় ধারাালো জিনিস সাবধানে ব্যবহার করা ।
২.খালিপায়ে বা ভেজা হাতে বৈদ্যুতিক সুইচ না ধরা ।
৩.গ্যাসের চুলা ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের পর বন্ধ রাখা ।
৪.অপরিচিতদের পরিচয় জেনে ঘরের দরজা খোলা ।

#৪)দুর্ঘটনা কী ? দুর্ঘটনার পর প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয় কেন ? ঘরের বাইরে নিরাপদ থাকার চারটি উপায় লেখ ।

উত্তর ঃ কোনো কারনে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হওয়াকে দুর্ঘটনা বলে । দুর্ঘটনায় আঘাতজনিত ক্ষতি কমানোর জন্য দুর্ঘটনার পর প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয় ।
ঘরের বাইরে নিরাপদ থাকার চারটি উপায় নিচে লেখা হলো
১.দেয়ালে বা গাছ বেয়ে না ওঠা বা লাফালাফি না করা
২.জলাশয়ের আশপাশে খেলার সময় সতর্ক থাকা
৩.রাস্থায়খেলাধুলা না করা ।
৪.রাস্তা পারাপারে সর্তক থাকা ।

#৫) সড়ক দুর্ঘটনা কী ? রাস্তাপারাপারের সময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন কেন ? নিরাপদে রাস্তা পারাপারের চারটি উপায় লেখ।

উত্তর ঃ রাস্তায় যানবাহন ও মানুষের অসাবধানতার জন্য যে দুর্ঘটনা ঘটে তাকে সড়ক দুর্ঘটনা বলে। দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার জন্য রাস্তাপারাপারের সময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন। নিরাপদে রাস্তা পারাপারের চারটি উপায় নিচে দেওয়া হলো ঃ
১.জেব্রাক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হওয়া।
২.ফুট ওভারব্রিজ ব্যবহার করা।
৩.রাস্তার দুপাশ দেখে পার হওয়া।
৪.দৌড়াদৌড়ি না করে ধীরে সুস্থে রাস্তা পার হওয়া।

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
স্থাপিত ঃ ২০০৬ খ্রিঃ

#৬) সড়ক দুর্ঘটনা কী ? সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে কেন ? সড়ক দুর্ঘটনার চারটি ক্ষতিকর দিক লেখ। বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়

উত্তর ঃ রাস্তায় যানবাহন ও মানুষের অসাবধানতার জন্য যে দুর্ঘটনা ঘটে তাকে সড়ক দুর্ঘটনা বলে। যানবাহন চালকের অসতর্কতা,রাস্তার বেহাল অবস্থা,ক্রুটিপূর্ণ যানবাহন এবং জনগণের অসচেতনতার কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। সড়ক দুর্ঘটনার চারটি ক্ষতিকর দিক হলো ঃ
১.অনেক মানুষ প্রাণ হারায়।
২.সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হতে পারে।
৩.অর্থ সম্পদের ক্ষতি হয়।
৪.সামাজিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়।

#৭) রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য কী প্রয়োজন ? নিয়মিত কর দেওয়া উচিত কেন ? নিয়মিত কর দেওয়ার চারটি সুফল লেখ।

উত্তর ঃ রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এবং নাগরিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। তাই নিয়মিত কর দেওয়া উচিত।
নিয়মিত কর দেওয়ার চারটি সুফল নিম্নরূপ ঃ
১.রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে।
২.নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়।
৩.কর্মক্ষেত্রের প্রসার ঘটে,ফলে বেকারত্ব লাঘব হয়।
৪.রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরানিত হয়।

#৮) প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স কী ? বাড়িতে এটি রাখা প্রয়োজন কেন ? প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সের চারটি উপকরনের নাম লেখ।
উত্তর ঃ যে বাক্সে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সম উপাদান থাকে, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স বলে। বাড়িতে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে স্বল্প সময়ের মধ্যে চিকিৎসাসেবা পাওয়ার জন্য বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স রাখা প্রয়োজন।
প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সের চারটি উপকরনের নাম হলো ঃ
১.থার্মোমিটার
২.ব্যাণ্ডেজ
৩.জীবাণু নাশাক
৪.তুলা

#৯) পরিবার কী ? তুমি পরিবারের বয়স্কদের সাহায্য করবে কেন ? বয়স্কদের সাহায্য করার চারটি উপায় লেখ।
উত্তর ঃ পিতামাতা,ভাইবোন অথবা পিতামাতা,ভাইবোন,দাদা-দাদি নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র সংগঠনই হলো পরিবার।
পরিবারের,বয়স্কদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে,তাই আমি পরিবারের বয়স্কদের সাহায্য করব।
বয়স্কদের সাহায্য করার চারটি উপায় হলো ঃ
১.প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে দেওয়া
২.বয়স্কদের উপযোগী খাবার তৈরি করা
৩.নিয়মিত ওষুধ খাইয়ে দেওয়া
৪.মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া

#১০) দেশপ্রেম কী ? দেশপ্রেমের প্রয়োজন কেন ? একজন দেশ প্রেমিকের চারটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
উত্তর ঃ দেশপ্রেম হলো দেশের প্রতি ভালোবাসা। দেশপ্রেম না থাকলে সুনাগরিক হওয়া যায় না । তাই প্রত্যেক নাগরিকের দেশপ্রেম থাকা প্রয়োজন।
একজন দেশ প্রেমিকের চারটি বৈশিষ্ট্য হলো ঃ
১.দেশকে ভালোবাসে।
২.দেশের প্রতি অনুগত।
৩.দেশের যে কোনো বিপদ মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকে।
৪.রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
এছাড়া মূল বইয়ে রিডিং ভালোভাবে পড়তে হবে। ছোট প্রশ্ন, শূন্যস্থান, মিলকরণ ভালোভাবে পড়তে হবে।

মালেকা একাডেমি
গোপালগঞ্জ
শ্রেণিঃ ৫ম
বিষয়ঃ সাধারন বিজ্ঞান
অধ্যায়- ০৮ (মহাবিশ্ব)

- **ছোট প্রশ্নঃ**

১। মহাবিশ্ব কী?
উত্তরঃ মহাকাশে বিদ্যমান গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ, গ্যালাক্সী ইত্যাদি জেতি্যিষ্কমন্ডলী ও শূণ্যস্থান নিয়ে গঠিত জগতই হলো মহাবিশ্ব ।
২। কোন যন্ত্রের সাহায্যে তুমি নক্ষত্রসমূহকে আরও স্পষ্ট দেখতে পাও?
উত্তরঃ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমি নক্ষত্র সমূহকে স্পষ্ট দেখতে পাই ।
৩। কোনটি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন?
উত্তরঃ মহাকাশের গ্রহ, নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সি নিয়ে গবেষণা করতে বিজ্ঞানীরা দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন ।
৪। বিজ্ঞানীরা কেন দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন ?
উত্তরঃ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন ।
৫। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কত কি. মি. ?
উত্তরঃ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ১৫,০০,০০,০০০ কিমি।
৬। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কত কিমি?
উত্তরঃ পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কিমি ।
৭। আলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩,০০,০০০ কিমি বেগে চলে ।
৮। চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাতে কত সেকেন্ড সময় লাগে?
উত্তরঃ চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাতে ১.৫ সেকেন্ড সময় লাগে ।
৯। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাতে কত সময় লাগে?
উত্তরঃ সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাতে ৮ মিনিট সময় লাগে ।
১০। আমরা সব সময় সূর্য থেকে কত মিনিট পূর্বে উৎসরিত আলো দেখতে পাই ?
উত্তরঃ আমরা সব সময় সূর্য থেকে ৮ মিনিট পূর্বে উৎসরিত আলো দেখতে পাই ।
১১। প্রতি গ্যালাক্সিতে গড়ে কত কোটি নক্ষত্র রয়েছে ?
উত্তরঃ প্রতি গ্যালাক্সিতে গড়ে দশ সহস্র কোটি নক্ষত্র রয়েছে ।
১২। জ্যোতির্বিজ্ঞান কী?
উত্তরঃ মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণাই হলো জ্যোতির্বিজ্ঞান ।
১৩। গ্যালিলি ও গ্যালিলি উন্নত দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে কী প্রমাণ করেছেন?
উত্তরঃ গ্যালিলি ও গ্যালিলি উন্নত দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন যে, সৌরজগতের গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্রকরে ঘুরছে।
১৪।পৃথিবী কী?
উত্তরঃ পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ।
১৫। পৃথিবীর গতি কয় ধরনের ও কী কী?
উত্তরঃ পৃথিবীর গতি দুই ধরনের।যথাঃ (১)আহ্নিক গতি (২) বার্ষিক গতি।
১৬।কক্ষপথ কাকে বলে?
উত্তরঃ যে পথে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সমূহ সূর্যকে আবর্তন করে তাকে কক্ষপথ বলে।
১৭।আহ্নিক গতি কাকে বলে?
উত্তরঃ নিজ অক্ষের উপর পৃথিবীর এই ঘূর্ণায়মান গতিকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলে।
১৮। বার্ষিক গতি কাকে বলে?
উত্তরঃ সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর আবর্তনকে বার্ষিক গতি বলে।
১৯।সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর কত সময় লাগে?
উত্তরঃ সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা সময় লাগে ।
২০। অক্ষ কী?
উত্তরঃ অক্ষ হলো কোনো বস্তুর কেন্দ্র বরাবর ছেদকারী কাল্পনিক রেখা।
২১। পৃথিবীর অক্ষরেখাটি কোন মেরু বরাবর ছেদ করে?

উত্তরঃ পৃথিবীর অক্ষঅরেখাটি একে উত্তর-দক্ষিণ মেরুবরাবর ছেদ করে।
২২ ।দিন এবং রাত কীভাবে হয়?
উত্তরঃ পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে দিন এবং রাত হয়।
২৩। নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করতে পৃথিবীর কত সময় লাগে?
উত্তরঃ নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করতে পৃথিবীর ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট সময় লাগে।
২৪ ।ঋতু পরিবর্তনের কারণ কী?
উত্তরঃ ঋতু পরিবর্তনের কারণ হলো পৃথিবীর নিজস্ব কক্ষপথে ঘূর্ণন এবং সূর্যের দিকে হেলে থাকা অক্ষের কারণে।
২৫ ।বছরে আমরা কয়টি ঋতু দেখতে পাই?
উত্তরঃ বছরে আমরা ৬টি ঋতু দেখতে পাই। যেমন- ১।গ্রীষ্ম ২। বর্ষা ৩। শরৎ ৪।হেমন্ত ৫। শীত ৬। বসন্ত ।
২৬। নক্ষত্র কী ?
উত্তরঃ নক্ষত্র হলো এমন জ্যোতিষ্ক যার নিজস্ব আলো ও তাপ রয়েছে ।
২৭। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কী ?
উত্তরঃ গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হলো- এসময় সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দেয় ।
২৮। শীতকালে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার কারণ কী ?
উত্তরঃ শীতকালে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার কারণ হলো- এ সময় সূর্য তির্যকভাবে কিরণ দেয় ।
২৯। দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য ছোট বড় হয় কেন ?
উত্তরঃ দিন ও রাত্রীর দৈর্ঘ্য ছোট বড় হয় পৃথিবীর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে থাকা বা সূর্যের বিপরীত দিকে সরে পড়ার কারণে ।
৩০। চাঁদের দশা কাকে বলে ?
উত্তরঃ চাঁদের উজ্জ্বল অংশের আকৃতির এরূপ পরিবর্তনশীল অবস্থাকে চাঁদের দশা বলে ।
৩১। চাঁদ কী ?
উত্তরঃ চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ ।
৩২। উপগ্রহ কী ?
উত্তরঃ উপগ্রহ হলো সেই বস্তু যা কোন গ্রহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় ।
৩৩। চাঁদ নিজ অক্ষে কত দিনে একবার ঘুরে আসে?
উত্তরঃ চাঁদ তার নিজের অক্ষ বরাবর প্রায় ২৮ দিনে একবার ঘুরে আসে।
৩৪। চাঁদের পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে কত সময় লাগে?
উত্তরঃ চাঁদের পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে প্রায় ২৮ দিন সময় লাগে ।
৩৫। চাঁদের বিভিন্ন দশার কারণ কী ?
উত্তরঃ পৃথিবীকে আবর্তনের সময় পৃথিবীর দিকে মুখ করা চাঁদের আলোকিত অংশের পরিমাণের ভিন্নতা দেখা যায় । আর এ কারণেই চাঁদের বিভিন্ন দশার সৃষ্টি হয় ।
৩৬। চাঁদ ও সূর্য সমান দেখায় কেন?
উত্তরঃ পৃথিবীর থেকে চাঁদ ও সূর্যের দূরত্বের পার্থক্যের কারণে চাঁদ ও সূর্যকে সমান দেখায় ।
৩৭। সূর্যে প্রধানত কোন কোন গ্যাস আছে ?
উত্তরঃ সূর্যে প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস থাকে।
৩৮। সূর্য প্রতিদিন পূর্ব দিকে ওঠে ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায় কেন ?
উত্তরঃ সূর্য প্রতিদিন পূর্ব দিকে উঠে ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায় । কারণ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে নিজ অক্ষর উপর পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্যই এমনটি হয় ।
৩৯। ফসল ঘরে তোলার ঋতু কোনটি ?
উত্তরঃ ফসল ঘরে তোলার ঋতু হলো হেমন্ত ।
৪০। বর্ষাকালে মৌসুমি বায়ু কোন দিক থেকে প্রবাহিত হয় ?
উত্তরঃ বর্ষাকালে মৌসুমি বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয় ।

বড়প্রশ্নঃ

১। মহাবিশ্ব কী ? মহাবিশ্ব সম্পর্কে তোমার ধারণা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তরঃ বিপুল সংখ্যক গ্যালাক্সি এবং এদের মধ্যবর্তী স্থান মিলে গঠিত হয় মহাবিশ্ব । মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমার পাঁচটি ধারণা হলোঃ

- চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ নানা বস্তু নিয়ে আমাদের সৌরজগৎ গঠিত ।
- এই বিশাল সৌরজগৎ মহাবিশ্বের একটি সদস্য মাত্র।
- সূর্যের মতো অসংখ্য নক্ষত্র মিলে তৈরি হয় একেকটি গ্যালাক্সী ।
- আমাদের সৌরজগৎ ছায়াপথ নামক একটি গ্যালাক্সির অংশ ।
- মহাবিশ্ব কত বড় তা এখনও মানুষের অজানা ।

২। জ্যোতির্বিজ্ঞান কী ? বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানার জন্য কী কী করছেন ৪ টি বাক্যে লেখ ।

উত্তরঃ মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণাকে বলা হয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ।

মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানার জন্য বিজ্ঞানীরা যেসব করেছেন তা হলো ঃ

- বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি যেমন- দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেছেন ।
- গ্যালিলিও উন্নত দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে প্রমান করেছেন যে সৌরজগতের গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ।
- মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন ।
- বিজ্ঞানীরা মহাকাশ পর্যবেক্ষণে মহাকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেছেন ।

৩। গ্যালাক্সি কী ? সূর্য নক্ষত্র ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ ।

উত্তরঃ সূর্যের মত অনেক নক্ষত্র মিলে যে বিশাল এক একটি সমাবেশ গঠিত হয় তাই গ্যালাক্সি ।

সূর্য নক্ষত্রের ৪টি বৈশিষ্ট্য হলো-

- সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্র যাকে কেন্দ্র করে ৮টি গ্রহ ঘুরছে ।
- সূর্যের আলো ও তাপ আছে ।
- সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবী গতিশীল ।
- সূর্য একটি বিশাল গ্যাস পিন্ড ।
- সূর্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস রয়েছে ।

৪। পৃথিবীর গতি কয়টি ও কী কী ? দিন ও রাতের কারণ ব্যাখা কর।

উত্তরঃ পৃথিবীর গতি দুটি । যথা-

১। আহ্নিক গতি ২। বার্ষিক গতি ।

দিন ও রাতের কারণ ব্যাখা করা হলো- পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে দিন ও রাত হয় । পৃথিবী প্রতি ২৪ ঘন্টায় নিজ অক্ষে একবার সম্পূর্ণ ঘুরছে । এ কারণে প্রতিদিন সকালে সূর্য উঠে এবং সন্ধ্যায় অস্ত যায় । পৃথিবীর একদিক সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে এবং অপরদিক সূর্যের বিপরীতে থাকে । যে দিকটা সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে সেই দিকটায় দিন এবং যে দিকটা বিপরীত দিকে থাকে সেই দিকটায় রাত হয় ।

এভাবে দিন ও রাত হয় ।

৫। আহ্নিক গতি কী ? সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিম আকাশে চলমান মনে হয় কেন ? ব্যাখা কর ।

উত্তরঃ নিজ অক্ষের উপর পৃথিবীর এই ঘূর্ণায়মান গতিকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলে।

সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে আকাশে চলমান মনে হওয়ার কারণ হলো পৃথিবীর আহ্নিক গতি । পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে পৃথিবী প্রতি ২৪ ঘন্টায় নিজ অক্ষের উপর একবার ঘুরে আসে ।

প্রতিদিনের সূর্যকে দেখে মনে হয় যে, এটি সকালে পূর্ব দিকে উঠে এবং দিনের শেষে পশ্চিম দিকে অস্ত যায় । পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে নিজ অক্ষের উপর পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণেই এমনটি হয় । পৃথিবীর এ ঘূর্ণনের কারণে সূর্য পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে তার অবস্থান পরিবর্তন করছে বলে মনে হয় ।

৬ ।বার্ষিক গতি কাকে বলে? ঋতু পরিবর্তনের কারণ পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তরঃ সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর আবর্তনকে বার্ষিক গতি বলে।

ঋতু পরিবর্তনের কারণ পাঁচটি বাক্যে নিচে দেওয়া হলো-

- পৃথিবীর নিজস্ব ঘূর্ণনের ফলে ঋতু পরিবর্তন হয়।
- পৃথিবী সূর্যের দিকে হেলে থাকা অক্ষের কারণে।
- সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর আবর্তনের জন্য ঋতু পরিবর্তন হয়।
- পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ সূর্যের দিকে বা সূর্যের বিপরীত দিকে সরে পড়ার কারণে।
- সূর্যের আলো খাড়াভাবে বা তির্যকভাবে পড়ার কারণে।

৭। দিন ও রাত কী কারণে হয়? পৃথিবীর অর্ধেক উত্তরাংশ সূর্যের দিকে হেলে পড়লে কী ঘটে? তখন দিন ও রাতের দৈঘ্যের কী পরিবর্তন ঘটে?
উত্তরঃ পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে দিন ও রাত হয় ।
পৃথিবীর অর্ধেক উত্তরাংশ সূর্যের দিকে হেলে পড়লে তখন সে অংশে হয় গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মকালে সূর্য আকাশের অপেক্ষাকৃত উঁচুতে অবস্থান করে । এসময়ে উত্তরাংশে সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দেয় । গ্রীষ্মকালে দিনের সময়কাল দীর্ঘ হয় ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় । এবং রাতের দৈর্ঘ ছোট হয় ।
৮। দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য ছোট বড় হয় কেন ? পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে একই সাথে গ্রীষ্মকাল না হওয়ার তিনটি কারণ লেখ ।
উত্তরঃ দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য ছোট বড় হয় পৃথিবীর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে থাকা বা সূর্যের বিপরীত দিকে সরে পড়ার কারণে । পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে একই সাথে গ্রীষ্মকাল না হওয়ার তিনটি কারণ হলোঃ

- পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের বিপরীত দিকে সরে থাকে ।
- উত্তর গোলার্ধে সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দেয় এবং দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্য তির্যকভাবে কিরণ দেয় ।
- উত্তর গোলার্ধে দিনের সময়কাল দীর্ঘ হয় এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে এর উল্টো ব্যাপারটি ঘটে ।

৯। চাঁদের দশার কাকে বলে ? চাঁদের বিভিন্ন দশার কারণ কী ?
উত্তরঃ চাঁদ কখনো বড় আবার কখনো ছোট এবং কখনো গোলাকার বা অর্ধগোলাকার মনে হয় । চাঁদের উজ্জ্বল অংশের আকৃতির এরূপ পরিবর্তনশীল অবস্থাকে চাঁদের দশা বলে ।
চাঁদের বিভিন্ন দশার কারণ হলোঃ
চাঁদের বিভিন্ন দশার কারণ হলো-
চাঁদের অর্ধাংশ সূর্যের আলোতে সব সময়ই আলোকিত । কিন্তু পৃথিবীকে আবর্তনের সময় পৃথিবীর দিকে মুখ করা চাঁদের আলোকিত অংশের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয় । এ ফলে চাঁদের বিভিন্ন দশার সৃষ্টি হয় ।
১০। আহ্নিক গতির ছয়টি সুবিধা লেখ।
উত্তরঃ আহ্নিক গতির ছয়টি সুবিধা হলোঃ

- পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে পর্যায়ক্রমে কোথাও দিন আবার কোথাও রাত হয়ে থাকে ।
- আহ্নিক গতির ফলে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রার পার্থক্য হয়ে থাকে ।
- আহ্নিক গতির কারণে সময় গণনার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়ে থাকে ।
- আহ্নিক গতির ফলে নির্দিষ্ট সময় পর পর জোয়ার ভাটা হয় ।
- আহ্নিক গতির ফলে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্র স্রোত বজায় থাকে ।
- আহ্নিক গতির জন্য মানুষ বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট করে নিতে পারে ।

১১। কীভাবে সৌরজগৎ, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি ও মহাবিশ্ব সম্পর্কযুক্ত?
উত্তরঃ সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান গ্রহ ও উপগ্রহ নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত। আবার গ্যালাক্সি হচ্ছে নক্ষত্রের একটি বিশাল সমাবেশ। মহাবিশ্বে কোটি কোটি গ্যালাক্সি রয়েছে । আর সৌরজগৎ একটি গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত যার নাম মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি । আবার এ মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি হচ্ছে মহাবিশ্বের একটি অংশ ।
এভাবেই সৌরজগৎ, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি ও মহাবিশ্ব পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ।
১২। নিচের ছবি দুইটি দেখ । দুইটি ছবিই দিনের একই সময়ে একই স্থানে তোলা হলেও দেখতে ভিন্ন । এর কারণ কি ?
উত্তরঃ ছবি দুটি দিনের একই সময়ে তোলা হলেও বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তোলা। প্রথম ছবিটি তোলা হয়েছে জুন মাসের কোণো একদিন বিকাল ৫.০০ টায়। এ সময় ঐ স্থানে গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্ককালে দিনের সময়কাল দীর্ঘ হয় বলে বিকাল ৫.০০ টায়ও সন্ধ্যে নামেনি। ফলে প্রথম চিত্রের স্থানটি রৌদ্রজ্জ্বল । অন্যদিকে দ্বিতীয় ছবিটি তোলা হয়েছে ডিসেম্বর মাসের বিকাল ৫.০০ টায় । এ সময় ঐ স্থানে ছিল শীতকাল । শীতকালে দিন অপেক্ষাকৃত ছোট হয় বলে ঐ স্থানে বিকাল ৫.০০ টায় সন্ধ্যা নেমে গেছে । ফলে , দ্বিতীয় ছবিটির স্থানটি অন্ধকারাচ্ছন্ন।

১৩। পৃথিবী কী ? সূর্যের চারপাশে পৃথিবী কীভাবে ঘুরছে তা একটি বাক্যে লেখ। আদর্শ গ্রহ হিসেবে পৃথিবীর তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ ।
উত্তরঃ পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ । পৃথিবী সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে। আদর্শ গ্রহ হিসেবে পৃথিবীর তিনটি বৈশিষ্ট্য হলোঃ

- পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব রয়েছে ।
- পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণ রয়েছে ।

- পৃথিবীতে জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পানি রয়েছে, যা অন্য কোনো গ্রহে নেই ।

১৪। উপগ্রহ কী ? গ্রহ ও উপগ্রহের মধ্যে একটি পার্থক্য লেখ।, অক্ষরেখা সম্পর্কে তোমার ধারণা তিনটি বাক্যে লেখ ।
উত্তরঃ উপগ্রহ হলো সেই বস্তু যা কোনো গ্রহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় ।গ্রহ ও উপগ্রহের মধ্যে একটি পার্থক্য হলো -

গ্রহ	উপগ্রহ
১।গ্রহ নক্ষত্রের চারদিকে ঘুরে ।যেমন- পৃথিবী একটি গ্রহ যার নক্ষত্র সূর্যের চারদিকে ঘুরে ।	১। উপগ্রহ গ্রহের চারদিকে ঘুরে। যেমন- চাঁদ একটি উপগ্রহ যা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে ।

অক্ষরেখা সম্পর্কে আমার ধারণা হলো-

- অক্ষ হলো কোনো বস্তুর কেন্দ্র বরাবর ছেদকারী কাল্পনিক রেখা ।
- পৃথিবীর অক্ষরেখাটি একে উত্তর দক্ষিণ মেরু বরাবর ছেদ করেছি ।
- এ রেখাটি কিছুটা হেলে রয়েছে ।

১৫। ঋতু পরিবর্তন কেন হয় ? গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ৪টি কারণ লেখ।
উত্তরঃ পৃথিবীর নিজস্ব কক্ষপথে ঘূর্ণন এবং সূর্যের দিকে এর হেলে থাকা অক্ষের কারণে ঋতু পরিবর্তন হয় ।
গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ৪টি কারণ হলো-

- পৃথিবীর যে গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল তা সূর্যের দিকে হেলে থাকে ।
- সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দেয় ।
- দিনের সময়কাল দীর্ঘ হয় ।
- সূর্য অপেক্ষাকৃত পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থান করে ।

অধ্যায়-৯
আমাদের জীবনে প্রযুক্তি

- **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তরঃ**

১। বর্তমানে আমরা লেখাপড়ায় কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করি ?
উত্তরঃ বর্তমানে আমরা লেখাপড়ায় বই, কলম, টেবিল, বৈদ্যুতিক বাতি, ঘড়ি ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করি ,
২। শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা হয় এমন ২টি শিক্ষা প্রযুক্তির নাম লেক।
উত্তরঃ শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা হয় এমন ২টি শিক্ষা প্রযুক্তির নাম হলঃ ১. বই ২. খাতা ।
৩। বিজ্ঞান কী ?
উত্তরঃ বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা করে ।
৪। বিজ্ঞানীরা কখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন ?
উত্তরঃ প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন ।
৫। প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেন?
উত্তরঃ প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন ।
৬। প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে তুমি কী কী ধাপ অনুসরণ করবে?
উত্তরঃ প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে আমি যেসব ধাপ অনুসরণ করবো তা হলো - ১। পর্যবেক্ষণ ২। প্রশ্নকরণ ৩। অনুমান ৪। পরীক্ষণ ৫। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৬। বিনিময় ।
৭। কী ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয় ?
উত্তরঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয় ।
৮। প্রযুক্তি কী ?
উত্তরঃ প্রযুক্তি হলো আমাদের জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ ।
৯। প্রযুক্তি ব্যবহারের কয়েকটি ক্ষেত্রের নাম লেখ।
উত্তরঃ প্রযুক্তি ব্যবহারের কয়েকটি ক্ষেত্রের নাম হলো- শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, যাতায়াত ইত্যাদি ।
১০। প্রযুক্তি মানুষের জীবনের মনোন্নয়নে কী কী উদ্ভাবন করে?
উত্তরঃ প্রযুক্তি মানুষের জীবনের মনোন্নয়নে বিভিন্ন পণ্য, যন্ত্রপাতি এবং পদ্ধতির উদ্ভাবন করে ।
১১। মহাকাশ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের জন্য বিজ্ঞানীরা কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ?
উত্তরঃ মহাকাশ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের জন্য বিজ্ঞানীরা দূরবীক্ষণের যন্ত্র ব্যবহার করে ।

১২। বিজ্ঞানীরা কীভাবে প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেন?
উত্তরঃ বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপ যেমন- পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নকরণ, অনুমান, পরীক্ষণ , সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিনিময় অনুসরণ করে প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করে।
১৩। অল্প সময়ে অধিক উৎপাদনের জন্য মানুষ কোন কোন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ?
উত্তরঃ অল্প সময়ে অধিক উৎপাদনের জন্য মানুষ যেসব কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে তা হলো- যান্ত্রিক প্রযুক্তি , রাসায়নিক প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি ।
১৪। প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাবের দুইটি উয়াহরণ দাও ।
উত্তরঃ প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাবের দুইটি উদাহরণ হলো-
১. পরিবেশ দূষণ ঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লা পুড়িয়ে আমরা যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করি তাতে বায়ু দূষণ ঘটে ।
২. অস্ত্র তৈরি ঃ আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাব হলো যুদ্ধের অস্ত্র তৈরি ও এর ব্যবহার ।
১৫। জলীয় বাষ্পের ক্ষমতা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কীভাবে কাজে লাগানো হয়েছে?
উতরঃ জলীয়বাষ্পের ক্ষমতা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেছে। এই বাষ্মীয় ইঞ্জিন কলকারখানা, রেলগাড়ি ও জাহাজ চালাতে ব্যবহার করা হয় ।
১৬। জলীয় বাষ্পের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে জাহাজ চালানো যায় । এখানে কোনটি বিজ্ঞান এবং কোনটি প্রযুক্তি?
উত্তরঃ জলীয় বাষ্পের ক্ষমতা সম্পর্কিত জ্ঞান হলো বিজ্ঞান এবং বাষ্পচালিত জাহাজ হলো প্রযুক্তি ।
১৭। মানুষ কেন প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে?
উত্তরঃ জীবনকে উন্নত করার লক্ষে বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষ প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে ।
১৮। কত শতকে শিল্পবিপ্লব হয়েছিল ?
উত্তরঃ আঠারো শতকে শিল্পবিপ্লব হয়েছিল ।
১৯। কোন শতকে শিল্পবিপ্লবের সময়কালে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয় ?
উত্তরঃ ১৮ শতকে শিল্পবিপ্লবের সময়কালে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয় ।
২০। আঠারো শতকের শিল্পবিপ্লবকালে প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধিত হয় এমন তিনটি ক্ষেত্রের নাম লেখ।
উত্তরঃ । আঠারো শতকের শিল্পবিপ্লবকালে প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধিত হয় এমন তিনটি ক্ষেত্রের নাম হলোঃ ১. কৃষি ২. শিল্পকারখানা ৩. পরিবহণ ।
২১। কয়েকটি সরল প্রযুক্তির নাম লেখ।
উত্তরঃ কয়েকটি সরল প্রযুক্তির নাম হলো- পাথরের হাতিয়ার , আগুন, পোশাক , ধাতব যন্ত্রপাতি, চাকা ।
২২। খালি চোখে দেখা যায় না এমন জিনিস অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীরা কোন যন্ত্র ব্যবহার করে ?
উত্তরঃ খালি চোখে দেখা যায় না এমন জিনিস অনুসন্ধানে বিজ্ঞানীরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন ।
২৩। বাষ্পীয় ইঞ্জিন কী কী চালাতে ব্যবহার করা হতো?
উত্তরঃ কলকারখানা, রেলগাড়ী ও জাহাজ চালাতে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহার করা হতো ।
২৪। মানুষ বিভিন্ন ধরনের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে কেন ?
উত্তরঃ খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরণের কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছে ।
২৫। দুইটি প্রাচীন কৃষি প্রযুক্তির নাম লেখ ।
উত্তরঃ দুইটি প্রাচীন কৃষি প্রযুক্তির নাম হলো- কোদাল ও লাঙল ।
২৬। দুইটি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির নাম লেখ ।
উত্তরঃ দুইটি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির নাম হলো- ১. ট্রাক্টর ২. সেচ পাম্প ।
২৭। কৃষি প্রযুক্তির একটি যুগের নাম লেখ ।
উত্তরঃ কৃষি প্রযুক্তির একটি যুগের নাম হলো- আধুনিক যুগ ।
২৮। আধুনিক প্রযুক্তির তিনটি উদাহরণ লেকহ ।
উত্তরঃ আধুনিক প্রযুক্তির তিনটি উদাহরণ হলো ঃ ১. মোবাইল ফোন ২. কম্পিউটার ৩.ইন্টারনেট ।
২৯। বাড়তি উৎপাদনের জন্য অনেক ফসলে কী ব্যবহার করা হয় ?
উত্তরঃ বাড়তি উৎপাদনের জন্য অনেক ফসলে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয় ।
৩০। জৈব প্রযুক্তি কী ?
উত্তরঃ মানুষের কল্যানের নতুন কিছু উৎপাদনে জীবের ব্যবহারই হলো জৈব প্রযুক্তি ।
৩১। জমিতে রাসায়নিক পদার্থ কেন ব্যবহার করা হয় ?
উত্তরঃ ফসলের ক্ষতিকর পোকা ও আগাছা দমনে জমিতে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় ।
৩২। একটি নতুন জাতের শীম উৎপাদন করতে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করবে ?
উত্তরঃ একটি নতুন জাতের শীম উৎপাদনে আমি যে প্রযুক্তি ব্যবহার করবো তা হলো জৈব প্রযুক্তি ।

৩৩। জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলে দুইটি বৈশিষ্ট্য লেখ।
উত্তরঃ জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ২টি বৈশিষ্ট্য হলো- ১. উচ্চ ফলনশীল ২. পোকামাকড় প্রতিরোধী ।
৩৪। জৈব প্রযুক্তির ২ টি ব্যবহার লেখ ।
উত্তরঃ জৈব প্রযুক্তির ২টি ব্যবহার হলো ঃ

১. জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হচ্ছে ।
২. জৈবপ্রযুক্তি অধিক ফলনশীল উদ্ভিদ উৎপাদনে সহায়তা করছে ।

৩৫। আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে ভয়াবহ প্রয়োগের উদাহরণ লেখ ।
উত্তরঃ আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে ভয়াবহ প্রয়োগের উদাহরণ হলোঃ ১. বন্দুক ২. বোমা ।
৩৬। জমিতে অধিক রাসায়নিক সার প্রয়োগের দুটি ক্ষতিকর প্রভাব লেখ ।
উত্তর ঃ জমিতে অধিক রাসায়নিক সার প্রয়োগের দুটি ক্ষতিকর প্রভাব হলো ১. মাটি দূষণ ২. পানি দূষণ ।
৩৭। ২ টি যান্ত্রিক প্রযুক্তির নাম লেখ ।
উত্তরঃ ২টি যান্ত্রিক প্রযুক্তির নাম হলোঃ

১. ট্রাক্টর ২. ফসল মাড়াইয়ের যন্ত্র ।

৩৮। এক নাগাড়ে কতক্ষণ কম্পিউটার ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ?
উত্তরঃ এক নাগাড়ের ১ ঘন্টার বেশি কম্পিউটার ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ।
৩৯। আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে ভয়াবহ প্রয়োগ কী ?
উত্তরঃ আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে ভয়াবহ প্রয়োগ হলো যুদ্ধের অস্ত্র তৈরি ও এর ব্যবহার ।
৪০। প্রযুক্তির বিকাশ কেন ঘটে?
উত্তরঃ সমস্যা সমাধান ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের প্রেরণা এবং প্রয়োজনবোধের কারণে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে ।

- **বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তরঃ (অনুশীলনী ১-৪ দাগ)**

১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ৫টি পার্থক্য লেখ।
উত্তরঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ৫টি পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো -

বিজ্ঞান	প্রযুক্তি
১. বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখা এবং বর্ণনা করে । ২.বিজ্ঞান হলো বিশেষ জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া । ৩.বিজ্ঞান হচ্ছে আবিষ্কারের তাত্ত্বিক রূপ । ৪. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করে থাকে । ৫. বিজ্ঞানের ভিত্তি অনুসন্ধিৎসা	১.প্রযুক্তি হলো আমাদের জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ । ২. প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞান কর্তৃক অর্জিত জ্ঞানের প্রায়োগিক পদ্ধতি । ৩. প্রযুক্তি হচ্ছে বিজ্ঞান কর্তৃক আবিষ্কারের ব্যবহারিক রূপ । ৪. বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তিবিদরা নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন । ৫.প্রযুক্তির মূল লক্ষ্য পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা ।

২। কৃষি প্রযুক্তি কীভাবে আমাদের জীবনমান উন্নত করে?
উত্তরঃ কৃষি প্রযুক্তি বিভিন্ন উপায়ে আমাদের জীবন মানকে উন্নত করে। নিচে উপায়গুলো উল্লেখ করা হলো -

- বর্তমানে চাষাবাদের জন্য মানুষ ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, অগভীর নলকূপ ও ফসল মাড়াই যন্ত্রের মতো আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে । কৃষকদের পরিশ্রম অনেক কমিয়ে দিয়েছে ।
- জমি চাষ থেকে শুরু করে বীজ লাগানো, আগাছা দমন, সেচ, ধান কাটা , ধান মাড়াই প্রভৃতি কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে , যা মানুষকে স্বল্প সময়ে অধিক খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করছে ।
- প্রযুক্তির কল্যানেই উন্নত জাতের উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধান উদ্ভাবনের ফলে খাদ্য উৎপাদন অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক , রাসায়নিক সার, আগাছানাশক সবই প্রযুক্তির অবদান ।
- জৈব প্রযুক্তি মানুষকে অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ, পোকামাকড় প্রতিরোধী এবং অধিক ফলনশীল উদ্ভিদ উৎপাদনে সহায়তা করছে।

৩। প্রযুক্তি কীভাবে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করে ?

উত্তরঃ বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখা এবং বর্ণনা করে আর প্রযুক্তি হলো আমাদের জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও এরা পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত । অর্থাৎ বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যবহার করেই বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয় । যেমন- বিজ্ঞানীরা জলীয় বাষ্পের ক্ষমতা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আবিষ্কার করেছেন । আর এ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করা হয়েছে যা কলকারখানা, রেলগাড়ি ও জাহাজ চালাতে ব্যবহার করা হয় ।

৪। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও তারা কীভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত- ব্যাখা করো ।

উত্তরঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও এরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । বিভিন্ন পণ্য এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মানুষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে থাকে । আবার, বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার সময়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকেন । যেমন- বিজ্ঞানীরা মহাকাশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ করতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং খালি চোখে দেখা যায় না এমন জিনিস অনুসন্ধানে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন । এক কথায় বলা যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একে অপরের উপর নির্ভরশীল ।

৫। আমাদের জীবনমান উন্নয়ন করেছে এমন দুটি প্রযুক্তির নাম লেখ । কীভাবে আমাদের জীবন মান উন্নয়ন করেছে এ সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ ।

উত্তরঃ আমাদের জীবনমান উন্নয়ন করেছে এমন দুটি প্রযুক্তির নাম হলো- ১. বৈদ্যুতিক বাতি ২. মোবাইল ফোন।
যেভাবে প্রযুক্তি আমাদের জীবনমান উন্নয়ন করেছে এ সম্পর্কে ৪টি বাক্য নিচে দেওয়া হলো ঃ

- প্রযুক্তি বিভিন্ন পণ্য, যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে আমাদের জীবনমান উন্নয়ন করেছে।
- কৃষি প্রযুক্তি আমাদের অল্প সময়ে অধিক ফসল উৎপাদনে সাহায্য করছে।
- যাতায়াত প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা সহজে ও দ্রুত পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠাতে পারছি।
- একইভাবে প্রযুক্তি শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসছে , যার ফলে আমাদের জীবনমানের উন্নয়ন হচ্ছে।

৬। অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের একটি করে ব্যবহার লেখ । কৃষি প্রযুক্তির চারটি ব্যবহার লেখ ।

উত্তরঃ অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের একটি করে ব্যবহার হলোঃ

- অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খালি চোখে দেখা যায় না এমন জিনিস কাছ থেকে দেখা যায় ।
- দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দূরের জিনিস বড় করে দেখা যায় ।

কৃষি প্রযুক্তির চারটি ব্যবহার হলো-

- চাষাবাদে ট্রাক্টর, সেচ পাম্প, ফসল মাড়াইয়ের যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় ।
- জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় ।
- পোকা ও আগাছা দমনে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় ।
- জৈব প্রযুক্তির সাহায্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় ।

৭। বিদ্যুতের সাহায্যে কর এমন দুটি কাজের নাম লেখ । তোমার জীবন উন্নত ও আরামদায়ক করতে কীভাবে প্রযুক্তিকে ব্যবহার কর- এ সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ ।

উত্তরঃ বিদ্যুতের সাহায্যে করি এমন দুটি কাজের নাম হলোঃ

- টেলিভিশন চালানো
- বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করা ।

আমার জীবনকে উন্নত ও আরামদায়ক করতে আমি যেভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করি তা হলো-

- ফ্রিজে খাবার সংরক্ষণ করি ।
- বাস,ট্রেন ও লঞ্চে যাতায়াত করি ।
- মোবাইল ফোনে দূরের মানুষের সাথে কথা বলি ।
- কম্পিউটার , টেলিভিশন ও মোবাইল ফোনে বিনোদন লাভ করি ।

৮। দ্রুত যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত দুটি প্রযুক্তির নাম লেখ । অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখার চারটি ক্ষতিকর প্রভাব লেখ ।

উত্তরঃ দ্রুত যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত দুটি প্রযুক্তি হলো-

- মোবাইল ফোন
- ই-মেইল

অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখার চারটি ক্ষতিকর প্রভাব হলো ঃ

- সময়ের অপচয় হয়।
- চোখের ক্ষতি হয়।

- খেলাধুলা ও ব্যায়ামে বাধা সৃষ্টি করায় দেহের ক্ষতি হয় ।
- শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষতি হয় ।

৯ । প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাবের দুটি উদাহরণ লেখ । প্রযুক্তির ব্যবহারের চারটি সুবিধা লেখ ।

উত্তরঃ প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাবের দুটির উদাহরণ হলো-

- পরিবেশ দূষিত হয়
- যুদ্ধের অস্ত্র তৈরি এবং তা ব্যবহার করা হয় ।

প্রযুক্তি ব্যবহারের চারটি সুবিধা হলো -

- প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করেছে ।
- ফ্রিজ, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, বৈদ্যুতিক বাতি মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত করেছে ,
- কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তি যেমন- ট্রাক্টর , সেচ পাম্প, মাড়াই যন্ত্রের মাধ্যমে চাষাবাদ সহজ হয়েছে ।
- রাসায়নিক প্রযুক্তি যেমন- রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে কৃষি ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে ।

১০ । তিনটি কৃষি প্রযুক্তির নাম লেখ এবং কীভাবে তা খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে তা ছক আকারে লেখ ।

উত্তরঃ তিনটি কৃষি প্রযুক্তি হলো- ১. যান্ত্রিক প্রযুক্তি ২. রাসায়নিক প্রযুক্তি

১. জৈব প্রযুক্তি ।

যেভাবে কৃষি প্রযুক্তি খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে তা ছক আকারে লেখা হলো -

কৃষি প্রযুক্তি	খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখে ।
যান্ত্রিক প্রযুক্তি	চাষ, পানি সেচ, ফসল মাড়াই ইত্যাদি সহজে ও দ্রুত করতে সাহায্য করে ।
রাসায়নিক প্রযুক্তি	মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং পোকা ও আগাছা দমন করে ।
জৈব প্রযুক্তি	বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে ।

১১ । প্রযুক্তির বিকাশ কেন ঘটে? বিজ্ঞানের অপব্যবহারের ৪টি উদাহরণ লেখ ।

উত্তরঃ প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে প্রয়োজনবোধের কারণে । বিজ্ঞানের অপব্যবহারের ৪টি উদাহরণ হলো-

- অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য জমিতে অতিমাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে মাটি ও পানি দূষণ ঘটানো ।
- যুদ্ধের অস্ত্র যেমন- বন্দুক, বোমা, ট্যাংক ইত্যাদি তৈরি এবং ব্যবহার করা ।
- অপরিকল্পিতভাবে কলকারখানা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে বায়ু দূষণ ঘটানো ।
- টেলিভিশন ও কম্পিউটারে ভালো কাজ না করে সময়ের অপচয় ঘটানো ।

১২ । প্রযুক্তি ব্যবহারে মানবিক হওয়া উচিত কেন তা ছয়টি বাক্যে লেখ ।

উত্তরঃ প্রযুক্তি ব্যবহারে মানবিক হওয়ার ছয়টি কারণ হলো-

- প্রযুক্তির অন্যতম উদ্ভাবন যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাস ও ধোয়া পরিবেশকে দূষিত করে ।
- কৃষিজমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক নদ-নদী, পুকুর ও জলাশয়ে পড়ে পানি দূষিত করে ।
- বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট তৈরির সময় অনেক গাছপালা কাটতে হয় ফলে গাছপালা যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে নিত তা আর পারে না ।
- প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে কার্বন ডাউ অক্সাইড বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে উপকূলীয় অঞ্চলের নিচু জমি প্লাবিত হতে পারে ।
- প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত কাচ, প্লাস্টিক, পলিথিন ইত্যাদি মাটি দূষণ ঘটায় ।
- বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র পারমাণবিক বোমা ইত্যাদি প্রযুক্তির ব্যবহারে অনেক মানুষের জীবন যায় ।

১৩ । প্রযুক্তি ব্যবহারের তিনটি ক্ষেত্রের নাম লেখ । কৃষি প্রযুক্তি কীভাবে আমাদের জীবনমান উন্নত করে এ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ ।

উত্তরঃ প্রযুক্তি ব্যবহারের তিনটি ক্ষেত্রের নাম হলো-

১. শিক্ষা

২. চিকিৎসা

৩. যোগাযোগ ।

কৃষি প্রযুক্তি যেভাবে আমাদের জীবনমান উন্নত করে এ সম্পর্কে তিনটি বাক্য হলো-

- বর্তমানে চাষাবাদের জন্য মানুষ ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, গভীর নলকূপ ও ফসল মাড়াই যন্ত্রের মতো আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে, যা কৃষকদের পরিশ্রম অনেক কমিয়ে দিয়েছে ।

- প্রযুক্তির কল্যাণে উন্নত জাতের উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধান উদ্ভাবনের ফলে খাদ্য উৎপাদন অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উৎপাদন বাড়ানোর জন্য জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক, রাসায়নিক সার, আগাছানাশক সবই প্রযুক্তির অবদান ।

১৪। কৃষি উন্নয়নে ব্যবহৃত হয় এমন দুইটি প্রযুক্তির নাম লেখ । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দুইটি পার্থক্য লেখ ।
উত্তরঃ কৃষি উন্নয়নে ব্যবহৃত হয় এমন দুটি প্রযুক্তির নাম হলো-

- জৈব প্রযুক্তি
- রাসায়নিক প্রযুক্তি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দুইটি পার্থক্য হলোঃ

বিজ্ঞান	প্রযুক্তি
১.বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখা এবং বর্ণনা করে । ২. বিজ্ঞান হলো বিশেষ জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া ।	১. প্রযুক্তি হলো আমাদের জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ । ২. প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞান কর্তৃক অর্জিত জ্ঞানের প্রায়োগিক পদ্ধতি

১৫। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কী? এ পদ্ধতির ধাপ কয়টি ও কী কী ? যেকোনো তিনটি ধাপের বর্ণনা দাও ।
উত্তরঃ প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত- বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা যে পদ্ধতি অনুসন্ধান করে তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে ।
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপ ৬টি। যথাঃ

১. পর্যবেক্ষণ ২. প্রশ্নকরণ ৩. অনুমান
৪.পরীক্ষণ ৫. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৬. বিনিময়

নিচে যে কোন তিনটি ধাপের বর্ণনা দেওয়া হলো ঃ

পর্যবেক্ষণঃ আমাদের চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করার মধ্য দিয়ে আমরা প্রাকৃতিক ঘটনা কিংবা নিজের পচ্ছন্দের কোণো বিষয় সম্পর্কে কৌতুহল বোধ করি ।

প্রশ্নকরণঃ যখন আমরা কোনো কিছু দেখি, শুনি বা পড়ি আমাদের মনে এ সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন আসতে পারে । এ সকল প্রশ্ন থেকে এমন একটি প্রশ্ন বেছে নেই যার উত্তর পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব।

অনুমানঃ পূর্ব অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে প্রশ্নটির সম্ভাব্য উত্তর ঠিক করি এবং খাতায় লিখি। এটাই অনুমান ।

মালেকা একাডেমি

গোপালগঞ্জ

শ্রেণিঃ পঞ্চম

বিষয়ঃ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

৪র্থ অধ্যায়ের শূন্যস্থান পূরণ

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১.কুরআন মজিদ আল্লাহ তায়ালার .... ।

২.কালাম অর্থ .... ।

৩.মহানবি (স) হলেন সর্বশেষ নবি ও .... ।

৪. কুরআন মজিদ হলো সর্বশেষ .... কিতাব।

৫.পবিত্র কুরআন যেমন .... হয়েছিল, তেমনি আছে।

৬.কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো .... ।

৭.কুরআন মজিদের ভাষা .... ।

৮.সঠিক ....আমাদের কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা শিখতে হবে।

৯.সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তায়ালার ....অর্থ ঠিক থাকে।

১০.শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের নিয়মকে .... বলে।

১১. .... থাকে মাখরাজ, ইদগাম, গুন্নাহ ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ।

১২.আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে বলে..................... ।

১৩.আরবি ২৯টি বর্ণ ....টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়।

১৪.কুরআন মজিদ সহীহ-শুদ্ধভাবে ....একটি নিয়ম হলো গুন্নাহ।

১৫.নাক ব্যবহার করে উচ্চারণ করাকে .... বলে।

১৬.গুন্নাহ করা .... ।

১৭.গুন্নাহর স্থলে কমপক্ষে এক .... পরিমাণ লম্বা করতে হয়।

১৮.তাদের বিরূদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে .... প্রেরণ করেন।

১৯.এরপর তিনি তাদের ....ঘাসের মতো করে দেন।

২০.বিরাম চিহ্নকে ....বলে।

উত্তরঃ কালাম, বাণী, রাসুল,আসমানি,নাজেল,চারটি,
আরবি,উচ্চারণে,কালামের,তাজবিদ,তাজবিদে,মাখরাজ,১৭,তিলাওয়াতের,
গুন্নাহ,ওয়াজিব,আলিফ,পাখি,চর্বিত, ওয়াক্ফ।

৪র্থ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১.কুরআন মজিদ কার কালাম?

উত্তরঃ কুরআন মজিদ আল্লাহ তায়ালার কালাম।

২. কুরআন মজিদ কে নাজেল করেছেন?

উত্তরঃ কুরআন মজিদ মহান আল্লাহ তায়ালা নাজেল করেছেন।

৩. আল্লাহ তায়ালা এই কুরআন মজিদ কার কাছে নাজেল করেন?

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা এই কুরআন মজিদ মহানবি (স) এর কাছে নাজেল করেন।

৩ক. কুরআন মজিদের হেফাজতকারী কে?

উত্তরঃ কুরআন মজিদের হেফাজতকারী মহান আল্লাহ তায়ালা।

৪. কুরআন মজিদে কী কী আছে?

উত্তরঃ কুরআন মজিদে মানুষের ভাল হওয়ার এবং কল্যাণ লাভের সব কথা, সব নিয়ম-নীতি আছে।

৫.কুরআন মজিদ পাঠের উদ্দেশ্য কয়টি ?

উত্তরঃ কুরআন মজিদ পাঠের উদ্দেশ্য চারটি।

৬.কুরআন মজিদের ভাষা কী?

উত্তরঃ কুরআন মজিদের ভাষা আরবি।

৭. তাজবিদ কাকে বলে?
উত্তরঃ শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের নিয়মকে তাজবিদ বলে।
৮. তাজবিদে কী কী থাকে?
উত্তরঃ তাজবিদে থাকে মাখরাজ,ইদগাম, গুন্নাহ ইত্যাদি।
৯. মাখরাজ কাকে বলে?
উত্তরঃ আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে।
১০. সঠিক ও শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতে না পারলে কী ক্ষতি হয়?
উত্তরঃ সঠিক ও শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতে না পারলে আল্লাহর কালামের অর্থ ঠিক থাকে না। সালাত শুদ্ধ হয় না। পাপ হয়।
১১.পাঁচটি মাখরাজের নাম উল্লেখ করো।
উত্তরঃ পাঁচটি মাখরাজ হলো জিহ্বা, তালু, দাঁত, ঠোঁট ও কণ্ঠনালি।
১২.মাখরাজ কিভাবে নির্ণয় করা হয়?
উত্তরঃ কোনো হরফকে সাকিন করে ডানে একটি হরতকবিশিষ্ট আলিফ বসিয়ে উচ্চারণ করলে সাকিন হরফটির আওয়াজ যে স্থানে গিয়ে থেমে যায় তা হলো ঐ হরফের মাখরাজ বা উচ্চারণের স্থান।
১৩. আরবি হরফ কয়টি?
উত্তরঃ আরবি হরফ ২৯টি।
১৪. মাখরাজ কয়টি?
উত্তরঃ মাখরাজ ১৭টি।
১৫. কণ্ঠনালি থেকে কয়টি হরফ উচ্চারিত হয়?
উত্তরঃ কণ্ঠনালি থেকে ছয়টি হরফ উচ্চারিত হয়।
১৬. কণ্ঠনালির শুরু থেকে কোন কোন হরফ উচ্চারিত হয়?
উত্তরঃ কণ্ঠনালির শুরু থেকে উচ্চারিত হয় হামজা ও হা।
১৬. কণ্ঠনালির মাঝখান থেকে কোন কোন হরফ উচ্চারিত হয়?
উত্তরঃ কণ্ঠনালির মাঝখান থেকে উচ্চারিত হয় আইন ও হ ।
১৭. কণ্ঠনালির শেষ অংশ থেকে কোন কোন হরফ উচ্চারিত হয়?
১৮.কণ্ঠনালির শেষ অংশ থেকে উচ্চারিত হয় গইন ও খ ।
১৯. নাকের গহ্বর থেকে কোন কোন হরফ গুন্নাহ উচ্চারিত হয়?
উত্তরঃ নাকের গহ্বর থেকে গুন্নাহর হরফ মিম ও নুন উচ্চারিত হয়।
২০.ওয়াক্ফ কাকে বলে?
উত্তরঃ কুরআন মজিদ শুদ্ধ তিলাওয়াতের জন্য আয়াতের মধ্যে কয়েক প্রকারের বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এ চিহ্নগুলোর দ্বারা কোথায় থামতে হবে, কোন জায়গায় কিছুটা শ্বাস নেওয়া যাবে তা নির্দেশ করা হয়েছে। এ বিরাম চিহ্নকে ওয়াক্ফ বলা হয়।
২০. কুরআন মজিদে ওয়াক্ফ দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?
উত্তরঃ কুরআন মজিদে ওয়াক্ফবা বিরাম চিহ্ন দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো একজন আরবি না জানা লোকও যেন সহজে বুঝতে পারেন কোথায় কতটুকু থামতে হবে আর কোথায় থামলে অর্থ ঠিক থাকবে না।
২১. কুরআন মজিদে এই চিহ্নগুলো সর্বপ্রথম যিনি ব্যবহার করেন কী?
উত্তরঃ কুরআন মজিদে এই চিহ্নগুলো সর্বপ্রথম যিনি ব্যবহার করেন তার নাম আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে তাইফুর।
২২. ওয়াক্ফ তাম কী নির্দেশ করে?
উত্তরঃ আয়াতের শেষে ওয়াক্ফ তাম চিহ্ন থাকে। যেখানে শুধু এ চিহ্ন থাকে সেখানে আমরা অবশ্যই থামব। কিন্তু এর ওপর অন্য কোনো চিহ্ন থাকলে তখন আমরা সে অনুযায়ী আমল করব।
২৩. ওয়াক্ফ লাজিম কী নির্দেশ করে?
উত্তরঃ ওয়াক্ফ লাজিম এরূপ চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্ফ করা আবশ্যক, না করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ বিকৃত হয়ে যেতে পারে।
২৪. ওয়াক্ফ মুতলাক কী নির্দেশ করে?
উত্তরঃ ওয়াক্ফ মুতলাক চিহ্নিত স্থানে বিরতি উত্তম।
২৫.গুন্নাহ কাকে বলে?
উত্তরঃ কুরআন মজিদ সহীহ-শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের একটি নিয়ম হলো গুন্নাহ। নাক ব্যবহার করে উচ্চারণ করাকে গুন্নাহ বলে।
২৬.গুন্নাহর হরফ কয়টি ও কী কী?
উত্তরঃ গুন্নাহর হরফ ২টি-মিম ও নুন।

২৭.গুন্নাহ করা কী?
উত্তরঃ গুন্নাহ করা ওয়াজিব।
২৮.গুন্নাহর উচ্চারণ কী পরিমান লম্বা করতে হবে?
উত্তরঃগুন্নাহর স্থলে কমপক্ষে এক আলিফ পরিমাণ লম্বা করতে হয়।
২৯. সূরা ফীল এর আয়াত সংখ্যা কত?
উত্তরঃ সূরা ফীল এর আয়াত সংখ্যা ৫।
৩০.সূরা ফীল কোন ধরণের সূরা?
উত্তরঃ সূরা ফীল একটি মক্কী সূরা।
২৯. সূরা কুরাইশ এর আয়াত সংখ্যা কত?
উত্তরঃ সূরা ফীল এর আয়াত সংখ্যা ৪।
৩০.সূরা কুরাইশ কোন ধরণের সূরা?
উত্তরঃ সূরা কুরাইশ একটি মক্কী সূরা।
২৯. সূরা মাউন এর আয়াত সংখ্যা কত?
উত্তরঃ সূরা মাউন এর আয়াত সংখ্যা ৭।
৩০.সূরা মাউন কোন ধরণের সূরা?
উত্তরঃ সূরা মাউন একটি মক্কী সূরা।
২৯. সূরা কাউসার এর আয়াত সংখ্যা কত?
উত্তরঃ সূরা কাউসার এর আয়াত সংখ্যা ৩।
৩০.সূরা কাউসার কোন ধরণের সূরা?
উত্তরঃ সূরা কাউসার একটি মক্কী সূরা।
২৯. সূরা কাফিরুন এর আয়াত সংখ্যা কত?
উত্তরঃ সূরা কাফিরুন এর আয়াত সংখ্যা ৬।
৩০.সূরা কাফিরুন কোন ধরণের সূরা?
উত্তরঃ সূরা কাফিরুন একটি মক্কী সূরা।

চতুর্থ অধ্যায়
বড় প্রশ্ন
কুরআন মজিদ শিক্ষা

১) প্রশ্নঃ কুরআন মজিদের পরিচয় দাও।
উত্তরঃ কুরআন মজিদ আল্লাহ তায়ালার কালাম। কালাম অর্থ বাণী। আল্লাহ তায়ালা এই কালাম মহানবি (স) -এর কাছে নাজেল করেন। আমাদের মহানবি (স) হলেন সর্বশেষ নবি ও রাসুল। আর কুরআন মজিদ হলো সর্বশেষ আসমানি কিতাব। পবিত্র কুরআন যেমন নাজেল হয়েছিল, তেমনি আছে। এ কিতাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি আর কোনো দিন কোনো প্রকার পরিবর্তন হবেও না।
২) প্রশ্নঃ কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য কয়টি ও কী কী?
উত্তরঃ কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো চারটি।
১. সহিহ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা,
২. এর অর্থ বুঝা,
৩. আল্লাহ পাক যা আদেশ করেছেন তা পালন করা,
৪. আল্লাহ পাক যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।

৩) প্রশ্নঃ বুঝে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করলে আমরা কী কী জানতে পারব?
উত্তরঃ বুঝে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করলে আমরা জানতে পারব আল্লাহ তায়ালার পরিচয়, নবি-রাসুলগণের পরিচয়, ফেরেশতাগণের পরিচয়, পরকালের পরিচয়। আমরা আরো জানতে পারব আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে? আমাদের রিজিকদাতা কে? কে আমাদের পালনকর্তা । কে সর্বশক্তিমান। কে সবকিছুর মালিক। কে পরম দয়ালু। কে একমাত্র শান্তিদাতা ।

আমরা আরো জানতে পারব আমাদের কার্জকর্ম কিরূপ হওয়া উচিৎ। আমাদের চরিত্র কিরূপ হওয়া দরকার। আমরা এ দুনিয়ার কার হুকুম মানব, আর কার হুকুম মানব না। কিসে আমাদের সম্মান ও সফলতা আর কিসে আমাদের ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনা।

৪) প্রশ্নঃ তাজবীদ কাকে বলে? সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা প্রয়োজন কেন? ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা
উত্তরঃ শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের নিয়মকে তাজবীদ বলে। তাজবীদে থাকে মাখরাজ, ইদগাম, গুন্নাহ ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ।
সঠিক উচ্চারণে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তায়ালার কালামের অর্থ ঠিক থাকে। সালাত শুদ্ধ হয়। সঠিক ও শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতে না পারলে আল্লাহর কালামের অর্থ ঠিক থাকে না। সালাত শুদ্ধ হয় না। পাপ হয়।
৫) প্রশ্নঃ মাখরাজ কাকে বলে উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখ।
উত্তরঃ আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। কোনো হরফকে সাকিন করে ডানে একটি হরতকবিশিষ্ট আলিফ বসিয়ে উচ্চারণ করলে সাকিন হরফটির আওয়াজ যে স্থানে গিয়ে থেমে যায় তা হলো ঐ হরফের মাখরাজ বা উচ্চারণের স্থান। যেমন,
১. = আলিফ বা যবর আব। এখানে বা বণের্র উচ্চারণের সময় আওয়াজ দুই ঠোঁটে এসে থেমে গেছে। কাজেই বণের্র মাখরাজ দুই ঠোঁট ।
২. = আলিফ খা যবর আখ। এখানে খ বণের্র উচ্চারণে আওয়াজ থেমে গেছে কণ্ঠনালিতে। কাজেই বণের্র মাখরাজ কণ্ঠনালি। এমনিভাবে আরবি ২৯টি বর্ণ ১৭টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়।

৬) প্রশ্নঃ ওয়াক্‌ফ বা বিরাম চিহ্ন কাকে বলে? এর উদ্দেশ্য কী? সর্বপ্রথম কে কুরআন মজিদে ওয়াক্‌ফ ব্যবহার করেন?
উত্তরঃ কুরআন মজিদ শুদ্ধ তিলাওয়াতের জন্য আয়াতের মধ্যে কয়েক প্রকারের বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এ চিহ্নগুলোর দ্বারা কোথায় থামতে হবে, কোন জায়গায় কিছুটা শ্বাস নেওয়া যাবে তা নির্দেশ করা হয়েছে। এ বিরাম চিহ্নকে ওয়াক্‌ফ বলা হয়। বিরাম চিহ্ন দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো একজন আরবি না জানা লোকও যেন সহজে বুঝতে পারেন কোথায় কতটুকু থামতে হবে আর কোথায় থামলে অর্থ ঠিক থাকবে না। আগে কুরআন মজিদে এই চিহ্নগুলো দেওয়া ছিল না। যিনি সর্বপ্রথম এ চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন তার নাম আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে তাইফুর।
৭) প্রশ্নঃ ওয়াক্‌ফ তাম, লাজিম ও মুতলাক সম্পর্কে লিখ।
উত্তরঃ নিচে ওয়াক্‌ফ তাম, লাজিম ও মুতলাক সম্পর্কে লেখা হলোঃ-
১. ওয়াক্‌ফ তাম ঃ আয়াতের শেষে এ চিহ্ন থাকে। যেখানে শুধু এ চিহ্ন থাকে সেখানে আমরা অবশ্যই থামব। কিন্তু এর ওপর অন্য কোনো চিহ্ন থাকলে তখন আমরা সে অনুযায়ী আমল করব।
২. ওয়াক্‌ফ লাজিমঃ এরূপ চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্‌ফ করা আবশ্যক, না করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ বিকৃত হয়ে যেতে পারে।
৩. ওয়াক্‌ফ মুতলাকঃ- এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি উত্তম।
৮) প্রশ্নঃ সূরা ফীল এর অর্থ লিখ।
উত্তরঃ নিচে সূরা ফিল এর অর্থ লেখা হলোঃ-
পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে
১. তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের প্রতি কী করেছিলেন?
২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন নি?
৩. তাদের বিরূদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন।
৪. যারা তাদের ওপর কঙ্কর নিক্ষেপ করে।
৫. এরপর তিনি তাদের চর্বিত ঘাসের মতো করে দেন।

৯) প্রশ্নঃ সূরা কুরাইশ এর অর্থ লিখ।
উত্তরঃ নিচে সূরা কুরাইশ এর অর্থ লেখা হলোঃ-
পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে
১. যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে।
২. আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের।
৩. তারা ইবাদত করুক এই গৃহের প্রতিপালকের।
৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ রেখেছেন।

১০) প্রশ্নঃ সূরা কুরাইশ এর অর্থ লিখ।
উত্তরঃ নিচে সূরা কুরাইশএর অর্থ লেখা হলোঃ-
পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. তুমি কি দেখেছ তাকে যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করে?
২. সে তো সেই, যে এতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।
৩. এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।
৪. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের।
৫. যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।
৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।
৭. গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটোখাটো সাহায্যদানে বিরত থাকে।

১১) প্রশ্নঃ সূরা কাউসার এর অর্থ লিখ।
উত্তরঃ নিচে সূরা কাউসার এর অর্থ লেখা হলোঃ-
পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে
১. আমি অবশ্যই তোমাকে কাওসার দান করেছি।
২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানি কর।
৩. নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।
১২) প্রশ্নঃ সূরা কাফিরুন এর অর্থ লিখ।
উত্তরঃ নিচে সূরা কাফিরুন এর অর্থ লেখা হলোঃ-

পরম দয়াময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে
১. বল, হে কাফিরগণ!
২. আমি তার ইবাদত করি না, যার ইবাদত তোমরা কর।
৩. এবং তোমারাও তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি।
৪. এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছ।
৫. এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি।
৬. তোমাদের দীন তোমাদের, আর আমার দীন আমার জন্য।

৫ম অধ্যায়ের শূন্যস্থান পূরণ

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
১.আল্লাহ তায়ালা মানুষের হিদায়েতের জন্য যুগে যুগে -------(নবি-রাসুল) পাঠিয়েছেন।
২.নবি-রাসূলগণ ছিলেন উত্তম------(চরিত্রের) অধিকারী।
৩.মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ----(২০) এপ্রিল এবং রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে সোমবার মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।
৪.কাবা প্রাঙ্গণে তারা -----(৩৬০)টি মূর্তি স্থাপন করেছিল।
৫.তখন বাজারে --------(পণ্যের) মতো মানুষ বেচাকেনা হতো।
৬.মনিবরা দাস-দাসীদের প্রতি --------(অমানবিক) নির্যাতন করত।
৭.------(মেয়ে) শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে রাখা হতো।
৮.তাদের আচার-আচরণ ছিল বব্বর ও ------(মানবতা) বিরোধী।
৯.-------(কুসংস্কার) ও পাপ-পঙ্কিলতার অতলতলে নিমজ্জিত ছিল তারা।
১০. সে সময়কে বলা হয় 'আইয়ামে জাহিলিয়া' বা ------(মূর্খতার) যুগ।
১১.-----(পাঁচ) বছর পর্যন্ত বিবি হালিমা নিজের সন্তানের মতো শিশু মুহম্মদ (স) কে লালনপালন করেন।
১২.তাঁর -------(ছয়)বছর বয়সে মাও এন্তেকাল করেন।
১৩. কিশোর মুহম্মদ (স) ছিলেন -------(কর্মঠ)।
১৪.কারও -----(গলগ্রহ) হয়ে থাকা তিনি পছন্দ করতে না।
১৫. বহীরা তাঁকে ---------(অসাধারণ) বালক বলে মন্তব্য করেন ।
১৬.তিনি শান্তিকামী -------(উৎসাহী) যুবক বন্ধুদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' নামে একটি শান্তি সংঘ গঠন করলেন।
১৭.হযরত মুহম্মদ (স) শিশু বয়স থেকেই মানুষের মুক্তির জন্য, -----(শান্তির) জন্য ভাবতেন।
১৮.বাড়ি থেকে -----(তিন) মাইল দূরে নির্জন হেরা পর্বতের গুহায় নির্জনে ধ্যান করতেন।
১৯.তাঁর দাওয়াতে সর্ব প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর সুখ-দুঃখের অংশীদার সতী-সাধ্বী স্ত্রী হযরত -----(খাদিজা (রা))
২০.পরিবারের বাইরে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত -------(আবুবকর (রা))।
২১.মৃত্যুর পরে আরও এক জীবন আছে, তাকে বলে -------(পরকাল)।
২২. নবুয়তের একাদশ সনে -----(রজব) মাসের ২৭ তারিখে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স)-কে মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে উর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করিয়ে আনেন।
২৩.মিরাজ মহানবি (স)-এর জীবনে একটি ------(তাৎপর্যপূর্ণ) ঘটনা।
২৪.তিনদিন গুহায় অবস্থানের পর মহানবি (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দের -----(২৪) সেপ্টেম্বর মদিনায় পৌঁছেন।
২৫.মহানবি (স) মুহাজির ও আনসারদের -----(ভ্রাতৃত্ব)বন্ধনে আবদ্ধ করেন।
২৬.মদিনার সনদ হযরত মুহম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কুটনৈতিক দুরদর্শিতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সুন্দর সমাজ গঠনের এক ------(জ্বলন্ত) স্বাক্ষর বহন করে।
২৭. দ্বিতীয় হিজরীর -----------(১৭) রমজান/৬২৪ খ্রিস্টাব্দ বদর প্রান্তরে দুই পক্ষ পরস্পর মুখোমুখী হলো।
২৮. কুরাইশ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা -----(এক) হাজার।
২৯.মুসলিম পক্ষে ------(১৪) জন শহীদ হন, কেউ বন্দী হন নি।
৩০.৮ম হিজরীর ----------(রমযান) মাসে মহানবি (স) দশ হাজার সাহাবি নিয়ে মক্কা বিজয়ের জন্য যাত্রা করেন।
৩১. মহানবি (স) প্রায় বিনাবাধায় একেবারে বিনা -----(রক্তপাতে) মক্কা জয় করেন।

৩২. হিজরি একাদশ সালের ---------(১২) রবিউল আউয়াল তারিখে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুল (স) ইন্তিকাল করেন।
৩৩. মহানবি (স) ছিলেন -------(সর্বোত্তম) চরিত্রের মানুষ।
৩৪.তিনি ছিলেন সর্বকালের সকল মানুষের জন্য ------(উত্তম) আদর্শ।

হযরত আদম (আ)

৩৫.আল্লাহ তায়ালা ----(মাটি) দিয়ে মানবদেহ তৈরি করলেন।
৩৬.আজাজিল ছিল -------(অহংকারী)।
৩৭.তাঁরা ইবলিসের প্ররোচনায় ঐ ফল খেয়ে আল্লাহর আদেশ -----(অমান্য) করলেন।
৩৮.হযরত আদম (আ) আল্লাহর -----(তাওহিদে) বিশ্বাস করতেন।

৩৯.হযরত নূহ (আ) আল্লাহর নির্দেশে এক বিরাট ---------(নৌকা) তৈরি করলেন।
৪০.মাটি ফুঁড়ে -----(পানি) বের হলো।
৪১. নৌকা ----(জুদি) পাহাড়ে এসে থামল।
৪২.হযরত নূহ (আ) ছিলেন সত্য ও ন্যায় প্রচারে ------(আপোষহীন)।
৪৩. ইরাক দেশের -----(বাবেল) শহরে এক পুরোহিত পরিবারে হযরত ইবরাহীম (আ) জন্ম গ্রহণ করেন।
৪৪.হযরত ইবরাহীম (আ) বাল্যকাল থেকেই মূর্তিপূজার ঘোর ------(বিরোধী) ছিলেন।
৪৫.হযরত ইবরাহীম (আ) -এর পিতার নাম ছিল -----(আজর)।
৪৬.আজর ছিলেন মূর্তি -----(উপাসক)।
৪৭.নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ) কে মেরে ফেলার জন্য বিশাল ----(অগ্নিকুন্ড) তৈরি করল।
৪৮. স্থাপিত হলো -----------(মক্কানগরী)।
৪৯. তাঁকে খলিলুল্লাহ বা -------(আল্লাহর) বন্ধু বলা হয়।

হযরত দাউদ (আ)

৫০.হযরত দাউদ (আ) বানু ------(ইসরাইল) বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত সুলায়মান (আ)

৫১.হযরত সুলায়মান (আ) ছিলেন হযরত -----(দাউদ) (আ)-এর পুত্র।
৫২.হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহর হুকুমে বৃদ্ধ বয়সে বায়তুল -----(মোকাদ্দাস) নির্মাণ করেন।

হযরত ঈসা (আ)

৫৩.হযরত ঈসা (আ) ---------(ফিলিস্তিনের) 'বায়তুল লাহাম' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।
৫৪.'বায়তুল লাহাম' স্থানটি বর্তমানে ----------(বেথেলহাম) নামে পরিচিত।
৫৫.হযরত ঈসা (আ) ছিলেন আসমানি কিতাব প্রাপ্ত একজন নবি ও -----(রাসুল)।
৫৬. শেষ জামানায় কিয়ামতের পূর্বে তিনি ----(পুনরায়) পৃথিবীতে আসবেন।
৫৭.আমাদের মহানবি (স)-এর রওজা মুবারকের পাশে তাঁকে ------(দাফন) করা হবে।

স্থাপিত ঃ ২০০৬ খ্রিঃ
গোপালগঞ্জ

৫ম অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

মহানবি হযরত মুহম্মদ (স)

১। সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

১.আল্লাহ তায়ালা মানুষের হিদায়েতের জন্য কী ব্যবস্থা করেছেন?

উত্তঃ আল্লাহ তায়ালা মানুষের হিদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন।

২. নবি-রাসূলগণ কেমন ছিলেন?

উত্তঃ নবি-রাসুলগণ ছিলেন মানুষের মহান ও আদর্শ শিক্ষক। তাঁরা ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী, নির্লোভ ও নিষ্পাপ। তাঁরা ছিলেন দয়ালু ও মানব-দরদী।

৩. সর্ব প্রথম ও সর্ব নবি কে ?

উত্তঃ সর্বপ্রথম নবি হযরত আদম (আ) আর সর্বশেষ নবি হযরত মুহম্মদ (স)।

৪. মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তরঃ মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল এবং রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে সোমবার মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

৫. মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) এর পিতার ও মাতার নাম কী?

উত্তরঃ মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) এর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা।

৬. মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) এর দাদার নাম কী?

উত্তরঃ মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) এর দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব।

৬. মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) এর পিতা-মাতা কখন মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তরঃ . মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) এর পিতা নবির (স) জন্মের পূর্বে এবং মাতা মহানবি(স) এর ছয় বছর বয়সের সময় মৃত্যুবরণ করেন।

৬. মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) এর কী কী নাম রাখা হয়?

উত্তরঃ জন্মের পর মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) এর র নাম রাখা হয় মুহম্মদ এবং আহমাদ।

৭. মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) এর জন্মের সময় আরবের অবস্থা কেমন ছিল?

উত্তরঃ মহা নবি (স)-এর জন্মের সময় আরবের লোকেরা নানা পাপের কাজে লিপ্ত ছিল। মারামানি, কাটাকাটি, ঝগড়া-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন, মদ, জুয়া ইত্যাদি নিয়েই তারা মেতে ছিল। এক আল্লাহকে ভুলে তারা নানা দেব-দেবীর মূর্তি বানিয়ে পূজা করত। পবিত্র কাবা তারা মূর্তিতে ভরে রেখেছিল। কাবা প্রাঙ্গণে তারা ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল।

৭. মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) এর জন্মের সময় আরবের নারীদের অবস্থা কেমন ছিল?

উত্তরঃ মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) এর জন্মের সময় সমাজে নারীদের কোনো মান-সম্মান বা অধিকার ছিলো না। সে সময় কন্যা শিশু জন্মগ্রহণ করা পিতা-মাতার জন্য খুবই অপমানের বিষয় ছিল। মেয়ে শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে রাখা হতো।

৮. মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) এর জন্মের সময় আরবের অবস্থাকে কী বলা হয়?

উত্তরঃ মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) এর জন্মের সময় মদপান, জুয়াখেলা, সুদ, ব্যভিচার ছিল লোকদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কুসংস্কার ও পাপ-পঙ্কিলতার অতলতলে নিমজ্জিত ছিল তারা। সে সময়কে বলা হয় ‘আইয়ামে জাহিলিয়া বা মূর্খতার যুগ।

৯. আল্লাহ তায়ালা মহানবি(স) কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন কেন?

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা মহানবি(স) কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন বিশ্বমানবতার শান্তিদূত হিসেবে। পথহারা মানুষকে সত্য, সুন্দর, ধর্ম ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার জন্য।

১০. মহানবি(স) এর প্রথম দুধমাতা কে?

উত্তরঃ মহানবি(স) এর প্রথম দুধমাতা মহানবি(স) এর চাচা আবু লাহাবের দাসী সোয়েবা ।

১১. মহানবি(স) এর দ্বিতীয় দুধমাতা কে?

উত্তরঃ মহানবি(স) এর দ্বিতীয় দুধমাতা বানু সাদ গোত্রের বেদুঈন মহিলা হালিমা।

১২. মহানবি(স) হালিমার কাছে কত বছর বয়স পর্যন্ত লালিত-পালিত হন?

উত্তরঃ মহানবি(স) হালিমার কাছে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত লালিত-পালিত হন ।

১৩. শিশু মুহম্মদ (স) এর চরিত্রে ইনসাফ ও ত্যাগের কী দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছিল?

উত্তরঃ শিশু মুহম্মদ (স) এর চরিত্রে ইনসাফ ও ত্যাগের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছিল। তিনি হালিমার একটি স্তন থেকে দুধ পান করতেন, অন্যটি দুধ ভাই আবদুল্লাহর জন্য রেখে দিতেন।

১৪. বেদুঈন মহিলা হালিমার পরিবারে থাকাতে নবি(স) এর কী সুবিধা হয়েছিল?

উত্তরঃবেদুঈন মহিলা হালিমার পরিবারে থাকাতে নবি(স) বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিখেন ও মরুভূমির মুক্ত পরিবেশে সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হন।

১৫. মায়ের এন্তেকালের পরে মহানবিকে (স) লালন-পালন করেন কে?
উত্তরঃ মায়ের এন্তেকালের পরে মহানবিকে (স) লালন-পালন করেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব।
১৬. মহানবির(স) কত বছর বয়সের সময় তাঁর দাদা মারা যান?
উত্তরঃ মহানবির(স) ছয় বছর বয়সের সময় তাঁর দাদা মারা যান।
১৭. তাঁর দাদার মৃত্যুর পর নহানবি(স) কে কে লালন-পালন করেন ?
উত্তরঃ তাঁর দাদার মৃত্যুর পর নহানবি(স)কে লালন-পালন করেন চাচা আবু তালিব।
১৮. কিশোর মুহম্মদ(স) কেমন ছিলেন?
উত্তরঃ কিশোর মুহম্মদ (স) ছিলেন কর্মঠ। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকা তিনি পছন্দ করতে না। তিনি চাচার অস্বচ্ছল পরিবারে নানাভাবে সাহায্য করতেন। বাড়তি আয়ের জন্য রাখালদের সাথে ছাগল-মেষ চড়াতেন।
তিনি চাচার ব্যবসা-বাণিজ্যেও সাহায্য করতেন।
১৯. তিনি সিরিয়ায় গেলে পাদ্রী বহীরা মহানবি(স) সম্পর্কে কী মন্তব্য ও কী ভবিষ্যতবাণী করেন?
উত্তরঃ তিনি সিরিয়ায় গেলে পাদ্রী বহীরা মহানবি(স)কে অসাধারণ বালক বলে মন্তব্য করেন এবং শেষ নবি বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।
২০.ফিজার যুদ্ধ কী?
উত্তরঃ ওকায মেলায় জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে যে যুদ্ধ হয়েছিলো তাকে ফিজার যুদ্ধ বলে। কায়াসগোত্র অন্যায়ভাবে এ যুদ্ধ কুরাইশদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেলো। এজন্য একে 'হারবুল ফিজার' বা অন্যায় সমর বলা হয়।
২১. মহানবি(স) 'হিলফুল ফুযূল' গঠন করেছিলেন কেন?
উত্তরঃ ফিজার যুদ্ধ চলে একটানা পাঁচ বছর। অনেক মানুষ আহত-নিহত হলো। যুদ্ধের বিভীষিকাময় করুণ দৃশ্য দেখে, আহতদের করুণ আর্তনাদে মহানবির(স) কোমল হৃদয় কেঁদে উঠল। তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন।
তিনি শান্তিকামী উৎসাহী যুবক বন্ধুদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযূল' নামে একটি শান্তি সংঘ গঠন করলেন।
২২. মহানবি(স)র 'হিলফুল ফুযূল' গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তরঃ মহনবি(স)র 'হিলফুল ফুযূল' গঠনের উদ্দেশ্য ছিল আতের সেবা করা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে গোত্রে সম্প্রীতি বজায় রাখা ইত্যাদি।
২৩. আরববাসীরা মহানবি(স) কে কী কী উপাধিতে ভূষিত করলো?
উত্তরঃ সত্যবাদী, বিশ্বাসী, আমানতদার, বিচক্ষণ,পরোপকারী, শান্তিকামী যুবক হিসেবে হযরত মুহম্মদ (স)-এর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আপন-পর সকলেই তাঁকে "আস সাদিক" মানে সত্যবাদী, 'আল-আমীন' মানে বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করলো।
২৪.হাজরে আসওয়াদ কী? এটি কোথায় স্থাপন করা হয়েছিল?
উত্তরঃ হাজরে অসওয়াদ অর্থ কালো পাথর । এটি কাবার দেয়ালে স্থাপন করা হয়েছিল।
২৫.খাদিজা কে ছিলেন?
উত্তরঃ খাদিজা ছিলেন তখনকার দিনে আরবের একজন বিখ্যাত ধনী ও বিদুষী মহিলা ।
২৬. খাদিজার ব্যবসার ভার নিয়ে মহানবি(স) কোথায় যান?
উত্তরঃ মুহম্মদ (স) খাদিজার ব্যবসায়ের দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া যান।
২৭. কীভাবে মুহম্মদ(স) এর সাথে খাদিজার বিবাহ হয়?
উত্তরঃ নিজের ভৃত্য মাইসারার কাছে হযরত মুহম্মদ (স)-এর সততা, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার কথা শুনে খাদিজা অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি তাঁর সাথে নিজের বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুহম্মদ (স)-এর চাচা আবু তালিব হযরত মুহম্মদ (স)-এর সাথে খাদিজার বিয়ের সকল ব্যবস্থা করে দেন। শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।
২৮. বিবাহের সময় মহানবি(স) ও খাদিজার বয়স কত ছিল?
উত্তরঃ বিবাহের সময় মুহম্মদ (স)-এর বয়স পঁচিশ বছর। আর খাদিজার বয়স চল্লিশ বছর ছিল।
২৯. হযরত মুহম্মদ (স) কত বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন?
উত্তরঃ হযরত মুহম্মদ (স) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন।
৩০. হযরত হযরত মুহম্মদ (স) কোথায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন?
উত্তরঃ হযরত হযরত মুহম্মদ (স) মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে নির্জন হেরা পর্বতের গুহায় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন।
৩১. মহানবি(স) এর কাছে কোরআন নাজিল হয় কখন?
উত্তরঃ মহানবি(স) এর চল্লিশ বছর বয়সে রমজান মাসের কদরের রাতে হেরা গুহায় পবিত্র কোরআন নাজিল হয়।
৩২. কে মহানবি(স) এর কাছে আল্লাহর ওহি নিয়ে আসেন?
উত্তরঃ মহানবি (স) এর কাছে আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) আল্লাহর মহান বাণী ওহি নিয়ে আসেন।
৩৩. হযরত জিবরাঈল (আ) মহানবি(স) কে পবিত্র কোরআনের কোন সূরার কয়টি আয়াত সর্বপ্রথম পড়ে শুনান?
উত্তরঃ হযরত জিবরাঈল (আ) মহানবি(স) কে পবিত্র কোরআনের সূরা আলাক এর প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম পড়ে শুনান।

৩৪. নবুয়ত লাভের পর হযরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর নির্দেশে প্রথমে কাদের নিকট ইমানের দাওয়াত দেন?
উত্তরঃ নবুয়ত লাভের পর হযরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর নির্দেশে প্রথমে নিকট আত্মীয়-স্বজনের কাছে গোপনে ইমানের দাওয়াত দিতে থাকেন।
৩৫. মহানবি(স) এর দাওয়াতে সর্বপ্রথম কারা ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তরঃ মহানবি(স) এর দাওয়াতে সর্ব প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর সুখ-দুঃখের অংশীদার সতী-সাধ্বী স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা)। এরপর তাঁদের পরিবারভুক্ত হযরত আলী (রা) ও হযরত যায়াদ (রা) ইবন হারিসা ইসলাম গ্রহণ করেন। পরিবারের বাইরে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবুবকর (রা)। তিনি ছিলেন রসুল (স)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
৩৬. মহানবি(স) প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলে কী ঘটলো?
উত্তরঃ মহানবি(স) প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলে মূর্তি পূজারীরা তাঁর ঘোর বিরোধিতা শুরু করে। তাঁর ও তাঁর সাহাবিদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকে। তারা মহানবি (স) কে নানা রকম প্রলোভনও দেখাতে থাকে। নেতৃত্ব ও ধন-সম্পদ দেওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। রাসুল (স) স্পষ্টভাবে তাদেরকে জানিয়ে দেন-আমার এক হাতে সূর্য, আর এক হাতে চাঁদ এনে দিলেও আমি এ সত্য প্রচার থেকে বিরত হবো না।
৩৭. ইসলাম প্রচারে মহানবি(স) কী কী বললেন?
উত্তরঃ ইসলাম প্রচারে মহানবি(স) বললেন- আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। ইবাদত করতে হবে একমাত্র তাঁরই। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি আরও বললেন, তোমাদের হাতে বানানো দেব-দেবীর ও প্রতিমার কোনো ক্ষমতা নেই।
৩৮. নবুয়তের দশম বছরে মহানবি(স) এর জীবনে কী কী ঘটেছিল?
উত্তরঃ নবুয়তের দশম বছরে মহানবি (স)-এর প্রিয়তমা সহধর্মিনী হযরত খাদিজা (রা) ও তাঁর স্নেহপরায়ণ চাচা আবু তালিব ইন্তিকাল করেন।
৩৯. ইসলাম প্রচারে মহানবি(স) তায়েফ গমন করেছিলেন কেন?
উত্তরঃ মহানবি(স) মক্কাবাসীদের থেকে এক রকম নিরাশ হয়েই দীন প্রচারের জন্য তায়েফ গমন করেন।
৪০. মহানবি(স) ইসলাম প্রচারে তায়েফ গমন করলে সেখানে কী ঘটেছিল?
উত্তরঃ মহানবি(স) ইসলাম প্রচারে তায়েফ গমন করলে সেখানকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণতো করলোই না, বরং তারা প্রস্তরাঘাতে মহনবি (স)-এর পবিত্র শরীর ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত করে ছাড়লো।
৪১. মিরাজ কী?
উত্তরঃ নবুয়তের একাদশ সনে রজব মাসের ২৭ তারিখে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স)-কে মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে উর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করিয়ে আনেন। একেই বলে মিরাজ।
৪২. মিরাজে মহানবি(স) কোথায় কোথায় গমন করেন?
উত্তরঃ মিরাজে মহানবি(স) বায়তুল মুকাদ্দাসে পূর্ববর্তী নবিগণের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেন। সেখান থেকে সাত আসমান অতিক্রম করে আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভ করেন। তিনি আল্লাহর নিকট থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ পান।
৪৩.মহানবি(স) মদিনায় হিজরত করেন কখন?
উত্তরঃ মহানবি (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর মদিনায় হিজরত করেন।
৪৪. মহানবি(স) মক্কা ছেড়ে চলে যাবেন বুঝতে পেরে মক্কার কাফিররা কী স্থির করল?
উত্তরঃ মহানবি(স) মক্কা ছেড়ে চলে যাবেন বুঝতে পেরে মক্কার সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে মহানবি (স) কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। এক রাতে তারা নবি (স)- এর ঘর অবরোধ করলো এবং প্রত্যুষে তাঁকে হত্যার করার অপেক্ষায় থাকলো।
৪৫.হিজরত শব্দের অর্থ কী?
উত্তরঃ হিজরত শব্দের অর্থ 'দেশ ত্যাগ'।
৪৬. মহানবি(স) মদিনায় হিজরত করার সময় কাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন?
উত্তরঃ মহানবি(স) মদিনায় হিজরত করার সময় হযরত আবু বকর (রা) কে সঙ্গে নিয়েছিলেন।
৪৭. মদিনায় হিজরতের পূর্বে মহানবি(স) তাঁর নিকট গচ্ছিত কাফিরদের সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কার কাছে রেখে গিয়েছিলেন?
উত্তরঃ মহানবি(স) মদিনায় হিজরত করার সময় তাঁর নিকট গচ্ছিত কাফিরদের সম্পদ মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত আলী (রা)র নিকট রেখে গিয়েছিলেন।
৪৮. মদিনায় হিজরতের পথে মহানবি(স) কোথায় আশ্রয় নিয়েছিলেন?
উত্তরঃ মদিনায় হিজরতের পথে মহানবি(স) সাওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন ।
৪৯. মহানবি(স) সাওর পাহাড়ের গুহায় কত দিন অবস্থান করেছিলেন?
উত্তরঃ মহানবি(স) সাওর পাহাড়ের গুহায় তিন দিন অবস্থান করেছিলেন ।

৫০. মদিনাবাসীরা মহানবি(স)কে কেমন করে গ্রহণ করলেন?
উত্তরঃ মদিনার আবাল বৃদ্ধ-বনিতা পরম আগ্রহ ও ভালোবাসায় মহানবি (স) কে গ্রহণ করলেন, মদিনার ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো।
৫১. মুহাজির কারা?
উত্তরঃ মুহাজিব মানে- হিজরতকারী। মক্কা থেকে হিজরত করে যাঁরা মদিনায় যান তাঁদেরকে বলা হয় মুহাজির।
৫২. আনসার কারা?
উত্তরঃ আনসার মানে-সাহায্যকারী। মুহাজিরদের মদিনায় যাঁরা আশ্রয় ও সাহায্য সহযোগিতা দিলেন, তাঁরা হলেন আনসার।
৫৩. মদিনার সনদ কাকে বলে?
উত্তরঃ হযরত মুহম্মদ (স) মদিনায় হিজরত করেই মদিনা ও তার আশেপাশে বাসবাসকারী গোত্রগুলোর সাথে একটি বিশ্বখ্যাত সনদপত্র সম্পাদন করেন, যা ইতিহাসে "মদিনার সনদ" নামে খ্যাত।
৫৪. মদিনার সনদ কী বহন করে?
উত্তরঃ মদিনার সনদ হযরত মুহম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কুটনৈতিক দুরদর্শিতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সুন্দর সমাজ গঠনের এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে।
৫৫. বদরের যুদ্ধের কারণ কী?
উত্তরঃ মক্কায় কাফির-মুশরিকরা চেয়েছিল ইসলাম ও মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে। মদিনায় ইসলামের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখে তারা হিংসায় জ্বলে ওঠে। মনিদার ইহুদিরা তাদের প্ররোচিত করছিল। আবার আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার গুজব ওঠেছিল। তাই কাফেররা মদিনা আক্রমণের জন্য রওয়ানা হলো।
৫৬. বদরের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়?
উত্তরঃ বদরের যুদ্ধ দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমজান/৬২৪ খ্রিস্টাব্দ সংঘটিত হয়।
৫৭. বদরের যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে কতজন সাহাবি ছিলেন?
উত্তরঃ বদরের যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ৩১৩ জন সাহাবি ছিলেন।
৫৮. বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্যসংখ্যা কত ছিল?
উত্তরঃ বদরের যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্যসংখ্যা ছিল এক হাজার।
৫৯. বদরের যুদ্ধ কোথায় সংঘটিত হয়েছিল?
উত্তরঃ বদরের যুদ্ধ মদিনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর নামক প্রান্তরে সংঘটিত হয়েছিল।
৬০.বদরের যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছিল?
উত্তরঃ বদর যুদ্ধে কুরাইশ নেতা আবু জাহল, ওলীদ, উৎবা ও শায়বাসহ ৭০জন মারা যায় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। মুসলিম পক্ষে ১৪ জন শহীদ হন, কেউ বন্দী হন নি। এ যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। স্বল্পসংখ্যক মুসলিম বাহিনীর হাতে কাফেরদের বিরাট বাহিনী পরাজিত হয়। এতে কাফেরাদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়।
৬১. বদরের যুদ্ধে রাসুল(স) ও মুসলিমগণ বন্দীদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছিলেন?
উত্তরঃ বদরের যুদ্ধে রাসুল (স) ও মুসলিমগণ যুদ্ধ বন্দীদের সাথে উদার ও মানবিক আচরণ করেছিলেন। নিজেরা না খেয়ে বন্দীদের খাওয়াতেন। নিজেরা পায়ে হেঁটে বন্দীদের বাহনের ব্যবস্থা করতেন।
৬২. বদরের যুদ্ধে মুসলিমগণ বন্দী মুক্তির কী ব্যবস্থা করেছিলেন?
উত্তরঃ বদরের যুদ্ধে মুসলিমগণ বন্দী মুক্তির চমৎকার ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষিত বন্দীদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১০ জন করে নিরক্ষর মুসলিম বালক-বালিকাদের শিক্ষিত করা। এটি শিক্ষাবিস্তারের রসুল (স)-এর প্রচেষ্টারই অংশ।
৬৩. ওহুদ যুদ্ধে কী ঘটেছিল?
উত্তরঃ ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করলেও সামান্য ভুলের জন্য মুসলমানদের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। ৭০ জন সাহাবা শাহাদত বরণ করেন। মহানিব (স)-এর পবিত্র দাঁত ভেঙে যায়।
৬৪. হুদাইবিয়ার সন্ধি কী?
উত্তরঃ হিজরী ৬ সনে (৬২৮ খ্রিস্টাব্দে) রাসুল (স) ও মক্কার কাফিরদের মধ্যে হুদাইবিয়া নামক স্থানে যে সন্ধি হয় তাকে হুদাইবিয়ার সন্ধি বলে।
৬৫. হুদাইবিয়ার সন্ধিকে কুরআনে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলা হয়েছে কেন?
উত্তরঃ আপাতদৃষ্টিতে হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তগুলো মুসলামানদের জন্য অপমানজকনক মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে সুফল বয়ে এনেছিলো। এতে কাফেররা মুসলমানদের একটি শক্তিধর স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে মেনে নেয়। দেশ-বিদেশে ইসলাম প্রচারের সুযোগ হয়। দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। তাই একে কুরআনে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলা হয়েছে।

৬৬. মুসলমানগণ মক্কা বিজয় করেন কখন?
উত্তরঃ ৮ম হিজরির রমযান মাসে মহানবি (স) দশ হাজার সাহাবি নিয়ে মক্কা বিজয়ের জন্য যাত্রা করেন। হঠাৎ এতো বড় মুসলিম বাহিনী দেখে কুরাইশ ভয় পেয়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান মহানবি (স) কে মক্কায় স্বাগত জানায়। মহানিব (স) প্রায় বিনাবাধায় একেবারে বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করেন।
৬৭. বিদায় হজ কী?
উত্তরঃ মহানবি (স) ১০ম হিজরিতে হজ পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ হজ। তিনি এরপর আর হজ করার সুযোগ পাননি। তাই একে বিদায় হজ বলে।
৬৮. বিদায় হজের ভাষণ কী ?
উত্তরঃ মহানবি (স) ১০ম হিজরিতে লক্ষাধিক সাহাবি নিয়ে হজ আদায় করেন। এই হজেই তিনি আরাফাত ময়দানে জাবালে রহমতে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। এটিই ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত।
৬৯. মহানবি(স) কখন ইন্তেকাল করেন?
উত্তরঃ বিদায় হজ থেকে ফেরার পর মহানবি (স) অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে হিজরি একাদশ সালের ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুল (স) ইন্তিকাল করেন।
৭০. মহানবি(স) এর মাজার কোথায়?
উত্তরঃ মদিনায় মসজিদে নববির এক পাশে মহানবি(ম)কে কবর দেওয়া হয়।

হযরত আদম (আ)
৭১. হযরত আদম(আ) কে আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টি করলেন?
উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা মাটি দিয়ে মানবদেহ তৈরি করলেন। তাতে আত্মা দিলেন। এরপর এই দেহ প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। ইনিই হলেন পৃথিবীর আদি মানব হযরত আদম (আ)।
৭২.আল্লাহ ফেরেশতাদের কী আদেশ দিলেন?
উত্তরঃ আল্লাহ ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন -আদম তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তোমরা তাঁকে সম্মান জানাও। তাঁর সম্মানে তাঁকে সিজদাহ কর।
৭৩. কে আল্লাহর আদেশ পালন করল না?
উত্তরঃ সবাই আদম (আ)কে সম্মান দেখাল। তাঁকে সিজদাহ করল। তবে ফেরেশতাদের সাথে ছিল এক জিন। নাম তার আজাজিল। সে আদমকে সিজদাহ করল না।
৭৪. আল্লাহ হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন কেন?
উত্তরঃ বেহেশতের অফুরন্ত আরাম-আয়েশের মধ্যেও আদম(আ) নিঃসঙ্গ অনুভব করছিলেন। তাই দয়াময় আল্লাহ হযরত আদম (আ)-এর এক সঙ্গিনী বানালেন। নাম তাঁর হাওয়া (আ)।
৭৫. আল্লাহ হযরত আদম(আ) ও হাওয়া(আ) কে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন কেন?
উত্তরঃ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় আল্লাহ তাঁদের ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি তাঁদের জান্নাত থেকে বের করে দিলেন। তাঁদের দুজনকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন।
৭৬. হযরত আদম(আ) তাঁর সন্তানদের কী উপদেশ দিলেন?
উত্তরঃ হযরত আদম (আ) তাঁর সন্তানদের বললেন-তোমাদের সারা বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে। তাঁর কাছে মাথা নত করবে। তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের শান্তি দেবেন। তোমরা জান্নাত লাভ করবে।
আর যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস না কর। তাঁকে না মান। তাহলে দুঃখ পাবে। কষ্ট পাবে। আল্লাহ তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবে। তোমরা জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

হযরত নূহ (আ)
৭৭. হযরত নূহ (আ) কে?
উত্তরঃ হযরত আদম (আ)-এর এন্তেকালের পর কেটে গেল অনেক বছর। হলো বহুকাল। বেড়ে গেল অনেক মানুষ। আস্তে আস্তে মানুষ ভুলে গেল আল্লাহকে। লিপ্ত হলো তারা মূর্তি পূজায়। পৃথিবীতে অন্যায়-অত্যাচার বেড়ে গেল। আরো বৃদ্ধি পেল ঝগড়া-মারামারি। অশান্তি আর অশান্তি। তখন আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়েতের জন্য এক নবি পাঠালেন। এই নবির নাম হযরত নূহ (আ)।

৭৮. হযরত নূহ (আ) কত বছর যাবত মানুষকে দীনের দাওয়াত দেন?
উত্তরঃ হযরত নূহ (আ) আল্লাহর আদেশে দীর্ঘ সাড়ে নয়'শ বছর পৃথিবীতে আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেন।
৭৯. হযরত নূহ(আ) মানুষকে কী বললেন?
উত্তরঃ হযরত নূহ(আ) মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকলেন, ভাল কাজ করতে বললেন। মন্দ ও খারাপ কাজ বর্জন করার উপদেশ দিলেন। তিনি মানুষকে বললেন -তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান আন। এক আল্লাহর এবাদত কর। মূর্তিপূজা ত্যাগ কর। ভালো কাজ কর। মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক। আখিরাতের জীবনের ওপর বিশ্বাস রাখ।
৮০. হযরত নূহ(আ) এর দাওয়াতে কতজন নারী-পুরুষ ইমান আনল?
উত্তরঃ হযরত নূহ(আ) এর দাওয়াতে মাত্র আশি জন নারী-পুরুষ সায় দিল। ইমান আনল।
৮১. লোকজনের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে হযরত নূহ(আ) আল্লাহর কাছে কী দোয়া করলেন?
উত্তরঃ হযরত নূহ (আ) লোকজানের অত্যাচারে অতিষ্ট হলেন। অবশেষে হতাশ ও বিরক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন- হে আল্লাহ! আমি তাদেরকে দীনের পথে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা আমার কথায় সাড়া দেয় নি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনি তাদের ধ্বংস করে দিন।
৮২. হযরত নূহ(আ) এর দোয়া কবুল করে আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য কী আজাব পাঠালেন?
উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ (আ) এর দোয়া কবুল করলেন। আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন -কিছুদিনের মধ্যে তাদের ওপর আমার গজল নাজেল হবে। মহাপ্লাবন হবে। আল্লাহ তাঁকে একটি নৌকা তৈরি করতে বললেন। বলে দিলেন-গজবের আভাস দেখা দিলেই ইমানদার লোকজনদের নিয়ে নৌকায় উঠে যাবে। সাথে দরকারি আসবাবপত্রও নেবে।
৮৩.গজবের খবর পেয়ে আল্লাহর নির্দেশে হযরত নূহ(আ) কী করলেন?
উত্তরঃ গজবের খবর পেয়ে হযরত নূহ (আ) আল্লাহ নির্দেশে এক বিরাট নৌকা তৈরি করলেন।
৮৪. হযরত নূহ (আ) আল্লাহর গজবের ব্যাপারে সবাইকে কী শোনালেন?
উত্তরঃ হযরত নূহ (আ) আল্লাহর গজবের ব্যাপারে সবাইকে শোনালেন-আল্লাহর কথা না মানার কারণে ভীষণ আজাব আসবে। সবাইকে হুঁশিয়ার করলেন।
৮৫. হযরত নূহ (আ) এর হুশিয়ারিতে লোকজন কী করল?
উত্তরঃ লোকজন হযরত নূহ(আ) বরে কথা শুনল না। সৎপথে এলো না। তারা হযরত নূহ (আ) কে আরো বেশি বেশি ঠাট্টা উপহাস করতে লাগল। তারা বলতে থাকল- এ মরুভূমিতে কীভাবে নৌকা ভাসবে?
৮৬. হযরত নূহ (আ) এর সময় কী গজব এলো?
উত্তরঃ তুফানের আলামত দেখা দিল। মাটি ফুঁড়ে পানি বের হলো। শুরু হলো প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। বন্যা আসল।
৮৭. আল্লাহর গজব নাজেল হলে হযরত নূহ(আ) কী করলের?
উত্তরঃ হযরত নূহ (আ) তাঁর ইমানদার লোকজনসহ সহ নৌকায় আরোহণ করলেন। আরও নিলেন প্রতিটি জীবজন্তুর এক এক জোড়া এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।
৮৮. নৌকা ছাড়ার আগে হযরত নূহ (আ) কী দোয়া পড়লেন?
উত্তরঃ নৌকা ছাড়ার আগে হযরত নূহ (আ) দোয়া পড়লেন- বিসমিল্লাহী মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বী লাগাফূরুর রাহীম(আল্লাহর নামে এটি চলবে এবং আল্লাহর নামে এটি থামবে। আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু)।
৮৯. কত দিন কেমন গজব চললো? গজবে কী হলো?
উত্তরঃ পানি বেড়েই চলল, আরো প্রবল হলো ঝড় ও বৃষ্টি। নৌকা সবকিছু নিয়ে পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের মধ্যেও চলতে লাগল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হলো। মাটি থেকেও প্রবল বেগে পানি উঠল। সবকিছু পানিতে ডুবে গেল। কাফেররা পানিত ডুবে যাওয়ার ভয়ে পাহাড়ের ওপর আরোহণ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল পাহাড় ডুবে গেল। তখন কাফেররা সকলে পানিতে ডুবে মারা গেল। কাফেররা ধ্বংস হলো। এমন কি হযরত নূহ (আ)-এর ছেলে কেনান আল্লাহ ও নবির কথা অমান্য করায় পানিতে ডুবে মারা গেল। কেউ বাঁচতে পারল না।
৯০. গজব শেষে কী ঘটল?
উত্তরঃ হযরত নূহ(আ) তাঁর দলবলসহ আল্লাহর রহমতে পানির ওপর নৌকাতে ভাসতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আদেশে পানি আস্তে আস্তে কমে গেল। নৌকা জুদি পাহাড়ে এসে থামল। হযরত নূহ (আ) লোকজন, জীবজন্তু ও অন্যান্য সবকিছু নিয়ে নৌকা থেকে নেমে আসলেন। পৃথিবী আগের মতো আবার সবুজ শ্যামল হয়ে উঠল। তাঁরা পৃথিবীতে আবার নতুন জীবন শুরু করলেন।
হযরত ইবরাহীম (আ)
৯১. হযরত ইবরাহীম (আ) কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তরঃ প্রায় চার হাজার বছর আগে ইরাক দেশের বাবেল শহরে এক পুরোহিত পরিবারে হযরত ইবরাহীম (আ) জন্ম গ্রহণ করেন।

৯২. হযরত ইবরাহীম(আ) এর জন্মের সময় সেখানকার লোকদের অবস্থা কেমন ছিল?
উত্তরঃ হযরত ইবরাহীম(আ) এর জন্মের সময় সেখানকার লোকেরা মূর্তিপূজা করত। মানুষকে প্রতারিত করত। পুরোহিতগণ রাজা-বাদশাহের সহযোগিতায় জনগণের উপর অত্যাচর করত। তারা ভাগ্যের ভালোমন্দ জানার জন্য গণকদের শরণাপন্ন হত। গণকদের প্রতি ছিল তাদের অগাধ বিশ্বাস। তারা চন্দ্র-সূর্য,গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সবকিছুর পূজা করত।
৯৩. মূর্তিপূজা বিষয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) এর মনোভাব কেমন ছিল?
উত্তরঃ হযরত ইবরাহীম(আ) শৈশব কাল থেকেই মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি দেখলেন, চন্দ্র-সূর্য প্রতিদিন একই দিকে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। মূর্তিতো নিজেদের হাতে গড়া। দেশের বাদশাহ আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ। মানুষ কেন এদের পূজা করবে? এদের কাছে মাথা নত করবে? আমাদের জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ এদের কারো হাতে নেই। আমরা এদেরকে 'রব' বলে স্বীকার করব কেন?
৯৪. সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম(আ) এর বিশ্বাস কী ছিল?
উত্তরঃ সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম(আ) এর বিশ্বাস ছিল যে আমাদের 'রব' একমাত্র আল্লহ, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর হাতেই সকলের জীবন-মৃত্যু। আমরা একমাত্র সেই আল্লাহরই ইবাদত করব।
৯৫. হযরত ইবরাহীম (আ) এর পিতার নাম কী ছিল? তিনি কী করতেন?
উত্তরঃ হযরত ইবরাহীম (আ) -এর পিতার নাম ছিল আজর। আজর ছিলেন মূর্তি উপাসক।
৯৬. হযরত ইবরাহীম(আ) তাঁর পিতা ও অন্য সবাইকে কী বোঝালেন? তারা কী করল?
উত্তরঃ হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতা ও অন্য সবাইকে বোঝালেন মূর্তি পূজা করা ঠিক নয়। কিন্তু তারা মানল না। তারা তাঁর বিরূদ্ধে বাদশাহ নমরূদের কাছে নালিশ করল।
৯৭. হযরত ইবরাহীম(আ) এর আমলে সেখানকার বাদশাহর নাম কী ছিল? সে কেমন লোক ছিল?
উত্তরঃ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আমলে সেখানকার বাদশাহ ছিল নমরূদ। নমরূদ ছিল নির্মম অত্যাচারী বাদশাহ।
৯৮. বাদশাহ নমরূদের দরবার থেকে কী সিদ্ধান্ত হলো?
উত্তরঃ বাদশাহ নমরূদের দরবার থেকে সিদ্ধান্ত হলো- হযরত ইবরাহীম (আ) কে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে।
৯৯. আল্লাহ আগুনকে কী বললেন?
উত্তরঃ আল্লাহ আগুনকে বললেন- হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য তুমি ঠান্ডা হয়ে যাও। আরামদায়ক হয়ে যাও।
১০০. হযরত ইবরাহীম (আ) মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকলে তারা কী করল?
উত্তরঃ হযরত ইবরাহীম (আ) মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকলে তাঁর কথা কেউ শুনল না। বরং তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করল।
১০১. শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ) স্বদেশ ত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন?
উত্তরঃ শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ) স্বদেশ ইরাক ত্যাগ করে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে চলে গেলেন।
১০২. সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে গিয়ে হযরত ইবরাহীম(আ) কী করতে থাকেন?
উত্তরঃ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে গিয়ে হযরত ইবরাহীম(আ) আল্লাহর দীন প্রচার করতে থাকেন। তিনি বলতে থাকেন, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো 'রব' নেই, মাবুদ নেই। তোমরা সকলে আল্লাহর ইবাদত কর।

১০৩. হযরত ইবরাহীম(আ) এর কয় পুত্র? তাঁরা কারা?
উত্তরঃ হযরত ইবরাহীম(আ)এর দুই পুত্র। হযরত ইবরাহীম(আ) এর ৮৬ বছর বয়সে আল্লাহর রহমতে তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ) এবং হযরত ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা উভয়েই নবি ছিলেন।
১০৪. মক্কানগরী কীভাবে স্থাপিত হলো?
উত্তরঃ একদা হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর আদেশে তাঁর শিশুপুত্র ইসমাইল ও তাঁর মা হাজেরাকে মক্কায় নির্বাসন দিয়ে আসলেন। জনমানবহীন পাহাড় ঘেরা মরু উপত্যকা মক্কা। আল্লাহর কুদরতে সেখানে পাথর ফেটে পানি বের হলো। সৃষ্টি হলো জমজম কূপ। পানির খবর পেয়ে সেখানে মানুষ বসবাস করতে লাগল। পড়ে উঠল জনবসতি। স্থাপিত হলো মক্কানগরী।
১০৫.আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম(আ)কে কী আদেশ দিলেন?
উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ) কে আদেশ দিলেন-তোমার প্রিয় বস্তুকে আমার নামে কুরবানি দাও।
১০৬.আল্লাহর নিকট থেকে কুরবানির আদেশ পেয়ে হযরত ইবরাহীম(আ) কী করলেন?
উত্তরঃ আল্লাহর নিকট থেকে কুরবানির আদেশ পেয়ে হযরত ইবরাহীম(আ) সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য তিনি তাঁর প্রিয়তম পুত্র ইসমাঈল (আ) কে কুরবানি দেবেন।
১০৭. হযরত ইবরাহীম(আ) নিজ পুত্রকে কুরবানি করতে উদ্যত হলে কী ঘটল?
উত্তরঃ হযরত ইবরাহীম(আ) নিজ পুত্রকে কুরবানি করতে উদ্যত হলে আল্লাহ খুশি হয়ে জান্নাত থেকে এক দুম্বা পাঠালেন। ইসমাইল (আ)-এর পরিবর্তে দুম্বা কুরবানি হয়ে গেলো। আল্লাহ এই কুরবানি প্রথা কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখলেন।
১০৮. কাবা ঘর কীভাবে নির্মিত হয়?
উত্তরঃ হযরত ইবরাহীম(আ) এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ) মিলে মক্কায় কাবাগৃহ নির্মাণ করেন।

১০৯. হযরত ইবরাহীম(আ)কে কী বলা হয়?
উত্তরঃ হযরত ইবরাহীম(আ)কে কে খলিলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু বলা হয়।
হযরত দাউদ (আ)
১১০. হযরত দাউদ (আ) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তরঃ হযরত দাউদ (আ) বানু ইসরাইল বংশে জন্মগ্রহণ করেন।
১১১. হযরত দাউদ (আ) শৈশবে কী করতেন?
উত্তরঃ হযরত দাউদ (আ) শৈশবে মেষ চড়াতেন।
১১২. হযরত দাউদ(আ) কেমন ছিলেন?(বড় প্রশ্ন হতে পারে)
উত্তরঃ হযরত দাউদ (আ) ছিলেন অসীম সাহসী এবং অসাধারণ বীরত্বের অধিকারী। তিনি বাদশাহ তালুতের সেনাপতি ছিলেন। তাঁর যুদ্ধ কৌশল ছিল অসাধারণ। তিনি সেনাপতি থাকাকালে আল্লাহদ্রোহী ও অত্যাচারী শাসক জালুতকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করেছিলেন । বাদশাহ তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে স্বীয় কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। বাদশাহর মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।
তিনি অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি রাতে খুব কম ঘুমাতেন। প্রায় সারা রাত আল্লাহর ইবাদত করতেন। সালাত আদায় করতেন। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতেন। তিনি একদিন পর একদিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাওম পালন করতেন।
১১৩. হযরত দাউদ (আ) এর উপর কোন আসমানি কিতাব নাজিল হয়?
উত্তরঃ হযরত দাউদ (আ) এর উপর একজন নবি ও রসুল ছিলেন। তাঁর ওপর প্রসিদ্ধ আসমানি কিতাব 'যাবুর' নাজেল হয়।
১১৪. হযরত দাউদ(আ) এর কণ্ঠস্বর কেমন ছিল?
উত্তরঃ হযরত দাউদ(আ) এর কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর। তিনি যাবুর কিতাব তিলাওয়াত করতেন। তাঁর সুমধুর তিলাওয়াত বনের পশু-পাখিরাও শুনত। এমনকি নদী ও সাগরের মাছগুলোও তাঁর তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হত।
১১৫. হযরত দাউদ(আ) কাদের ভাষা বুঝতেন?
উত্তরঃ হযরত দাউদ(আ) পশুপাখিদের ভাষা বুঝতেন। তাদের সাথে কথাবার্তাও বলতে পারতেন।
১১৬. হযরত দাউদ(আ) কেমন বাদশাহ ছিলেন? (বড় প্রশ্ন)
উত্তরঃ হযরত দাউদ(আ) ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। তিনি ছিলেন সুশাসক ও সুবিচারক। জনগণ সব সময় তাঁর কাছ থেকে ন্যায় ও সুবিচার পেত। তাঁর বিচারব্যবস্থা ছিল নিখুঁত ও নিরপেক্ষ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী। জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি ছন্দবেশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। অলিতে গলিতে ও বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে দেখতেন । তিনি রাজকোষ থেকে কোনো অর্থসম্পদ গ্রহণ করতেন না। তিনি আল্লাহর কুদরতে স্বহস্তে ইস্পাতের বেরা বা বর্ম বানাতেন। আর তা বিক্রি করে যা উপার্জন হতো তা দিয়ে নিজের সংসার চালাতেন।
১১৭.হযরত দাউদ(আ) কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তরঃ হযরত দাউদ(আ) সত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।
হযরত সুলায়মান (আ)
১১৮. হযরত ইসমাইল (আ কে ছিলেন?
উত্তরঃ হযরত সুলায়মান (আ) ছিলেন হযরত দাউদ (আ)-এর পুত্র। তিনি নবি ও বাদশাহ ছিলেন। প্যালেষ্টাইনে তার রাজত্ব ছিল। ইসরাইলি বাদশাহগণের মধ্যে ক্ষমতায় ও শান শাওকতে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ।
১১৯. হযরত ইসমাইল (আ) কী কী অলৌকিক ক্ষমতা ছিল?
উত্তরঃ হযরত ইসমাইল (আ) জিন-পরী, পশু-পাখি, গাছপালার ভাষা বুঝতে পারতেন। আল্লাহর আদেশে এসব তাঁর অধীনে ছিল। এমনকি বাতাসও তাঁর অধীনে ছিল। আর আল্লাহর হুকুমে এসব কিছুই তাঁর নির্দেশ মেনে চলত। আল্লাহর রহমতে যাকে যা নির্দেশ দিতেন সে তা পালন করত।
১২০. হযরত ইসমাইল (আ) কী বলতেন?
উত্তরঃ হযরত ইসমাইল (আ) বলতেন-আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরিক নেই। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। কারো ওপর অন্যায়-অত্যাচার করো না। আল্লাহর শাস্তির ভয় করো।
১২১. বায়তুল মোকাদ্দাস কীভাবে নির্মিত হয়?(বড় প্রশ্ন)
উত্তরঃ হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহর হুকুমে বৃদ্ধ বয়সে বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণ করেন। তিনি লাঠিতে ভর করে বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণ কাজ তদারকি করেন। এ অবস্থায় তাঁর ইন্তিকাল হয়। বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহটি জীবিত অবস্থায় যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকে। নির্মাণ কাজ শেষ হলে তাঁর হাতের লাঠিটা ভেঙে যায়। আর তিনি মাটিতে পড়ে যান। তখন সকলে অবাক হয়। এভাবে আল্লাহর হুকুমে তিনি ইন্তিকাল করেন। এভাবে বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মিত হয় ।

হযরত ঈসা (আ)

১২২. হযরত ঈসা (আ) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তরঃ হযরত ঈসা (আ) ফিলিস্তিনের 'বায়তুল লাহাম' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। 'বায়তুল লাহাম' স্থানটি বর্তমানে বেথেলহাম নামে পরিচিত। তাঁর আম্মার নাম হযরত মরিয়ম (আ)। আল্লাহর অসীম কুদরতে পিতা ছাড়াই হযরত মরিয়ম (আ)-এর গর্ভে হযরত ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন।

১২৩. হযরত ঈসা (আ) এর কিছু মোজেযা উল্লেখ করো।(বড় প্রশ্ন)

উত্তরঃ দয়াময় আল্লাহর বিশেষ কুদরতে হযরত ঈসা(আ) দোলনায় থাকাকালেই শিশু অবস্থায় কথাবার্তা বলার অলৌকিক শক্তি লাভ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কিছু মোজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। যেমন- তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন। জন্মান্ধকে চোখের দৃষ্টিশক্তি দান করতেন। ধবল, শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগীদের তিনি আল্লাহর রহমতে রোগমুক্ত করে দিতেন।

১২৪. হযরত ঈসা (আ) এর উপর কোন আসমানি কিতাব নাজেল হয়?

উত্তরঃ হযরত ঈসা (আ) এর উপর আসমানি কিতাব প্রাপ্ত একজন নবি ও রাসুল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর 'ইনজিল' কিতাব নাজেল করেন।

১২৫. হযরত ঈসা (আ) লোকজনকে কী বলেন?

উত্তরঃ হযরত ঈসা (আ) লোকজনকে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানালেন। শিরক থেকে বিরত থাকতে বললেন। সকল দুর্নীতি ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে বললেন।

১২৬. হযরত ঈসা (আ) কে আল্লাহ তায়ালা কোথায় তুলে নিয়েছেন?

উত্তরঃ হযরত ঈসা (আ) কে আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম কুদরতে জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নিয়েছেন।

১২৭.হযরত ঈসা (আ) কখন পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন?

উত্তরঃ হযরত ঈসা (আ) শেষ জামানায় কিয়ামতের পূর্বে পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন।

১২৮. হযরত ঈসা (আ) পুনরায় পৃথিবীতে এসে কী কী কাজ করবেন?

উত্তরঃ হযরত ঈসা (আ) পুনরায় পৃথিবীতে এসে মিথ্যাবাদী দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ৪০ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। তিনি পৃথিবীতে এসে আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উম্মত হিসেবে দীন প্রচার করবেন।

১২৯. হযরত ঈসা (আ) কীভাবে ইন্তেকাল করবেন ? কোথায় তাকে দাফন করা হবে?

উত্তরঃ হযরত ঈসা (আ) স্বাভাবিকভাবে ইন্তিকাল করবেন। আমাদের মহানবি (স)-এর রওজা মুবারকের পাশে তাঁকে দাফন করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বড় প্রশ্ন

১) প্রশ্নঃ নবি-রাসুলদের পরিচয় দাও।

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা মানুষের হিদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁরা নিজেরা আল্লাহ হুকুম পালন করে মানুষদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। তাঁরা ছিলেন মানুষের মহান ও আদর্শ শিক্ষক। নবি-রাসূলগণ ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা ছিলেন সত্যবাদী, নির্লোভ ও নিষ্পাপ। তাঁরা ছিলেন দয়ালু ও মানব-দরদী। তাঁরা আজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ তায়ালার দীন প্রচারে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। পৃথিবীতে অনেক নবি-রাসুল এসেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবি হযরত আদম (আ) আর সর্বশেষ নবি হযরত মুহম্মদ (স)।

২) প্রশ্নঃ মহানবি(স) এর জন্ম ও পরিচয় সম্পর্কে লিখ।

উত্তরঃ মহানবি হযরত মুহম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল এবং রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে সোমবার মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মাতার নাম আমিনা। তাঁর দাদার নাম ছিল আব্দুল মুত্তালিব। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় মুহম্মদ এবং আহমাদ। তাঁর জন্মের পূর্বেই পিতা আব্দুল্লাহ মারা যান।

৩) প্রশ্নঃ মহানবি(স) এর জন্মের সময় আরবের অবস্থা কেমন ছিল লিখ। (এত বড় প্রশ্ন আসবে না তবে পড়ে রাখতে হবে)

উত্তরঃ মহানবি (স)-এর জন্মের সময় আরবের লোকেরা নানা পাপের কাজে লিপ্ত ছিল। মারামানি, কাটাকাটি, ঝগড়া-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুন্ঠন, মদ, জুয়া ইত্যাদি নিয়েই তারা মেতে ছিল। এক আল্লাহ কে ভুলে তারা নানা দেব-দেবীর মূর্তি বানিয়ে পূজা করত। পবিত্র কাবা তারা মূর্তিতে ভরে রেখেছিল। কাবা প্রাঙ্গণে তারা ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল। তখন বাজারে পণ্যের মতো মানুষ বেচাকেনা হতো। মনিবরা দাস-দাসীদের প্রতি অমানবিক নির্যাতন করত। পরিবারে ও সমাজে নারীদের কোনো মান-সম্মান বা অধিকার ছিলো না। সে সময় কন্যা শিশু জন্মগ্রহণ করা পিতা-মাতার জন্য খুবই অপমানের বিষয় ছিল। মেয়ে শিশুদের নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে রাখা হতো। তাদের আচার-আচরণ ছিল বর্বর ও মানবতা বিরোধী। এ সময়ে মানুষের জানমালের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। মদপান, জুয়াখেলা, সুদ, ব্যভিচার ছিল তখনকার লোকদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কুসংস্কার ও পাপ-পঙ্কিলতার অতলতলে নিমজ্জিত ছিল তারা। সে সময়কে বলা হয় 'আইয়ামে জাহিলিয়া' বা মূর্খতার যুগ।

৪) প্রশ্নঃ মহানবি(স) এর গঠিত শান্তি সংঘের উদ্দেশ্য কী কী ছিল?

উত্তরঃ ফিজার যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে মহানবি(স) শান্তিকামী উৎসাহী যুবক বন্ধুদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযূল' নামে একটি শান্তি সংঘ গঠন করলেন। এ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল আতের্র সেবা করা, অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা, অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং গোত্রে গোত্রে সম্প্রীতি বজায় রাখা ইত্যাদি।

৫)প্রশ্নঃ মহানবি(স) এর নবুয়ত লাভ সম্পর্কে লিখ। (জেনে রাখতে হবে)

উত্তরঃ হযরত মুহম্মদ (স) শিশু বয়স থেকেই মানুষের মুক্তির জন্য, শান্তির জন্য ভাবতেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর এ ভাবনা আরও গভীর হয়। মূর্তি পূজো ও কুসংস্কারে লিপ্ত এবং নানা দুঃখকষ্টে জর্জরিত মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর সব ভাবনা। মানুষ তাঁর স্রষ্টাকে ভুলে যাবে, হাতে বানানো মূর্তির সামনে মাথা নত করবে, এটা হয় না। কী করা যায়, কীভাবে মানুষে হৃদয়ে এক আল্লাহ র ভাবনা জাগানো যায়। কী করে কুফর শিরক থেকে তাদের মুক্ত করা যায়। এ সকল বিষয়ের চিন্তা-ভাবনায় তিনি মগ্ন। বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে নির্জন হেরা পর্বতের গুহায় নির্জনে ধ্যান করতেন। কখনো কখনো একাধারে দুই-তিন দিনও সেখানে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এভাবে দীর্ঘদিন ধ্যানমগ্ন থাকার পর অবশেষে চল্লিশ বছর বয়সে রমজান মাসের কদরের রাতে আঁধার গুহা আলোকিত হয়ে উঠলো।

আল্লাহ র ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) আল্লাহ মহান বাণী ওহি নিয়ে আসলেন। তিনি তাঁকে নবি হওয়ার সুসংবাদ দিলেন।

৬)প্রশ্নঃ সূরা আলাক এর প্রথম পাঁচটি আয়াতের অর্থ লিখ।

উত্তরঃ নিচে সূরা আলাক এর প্রথম পাঁচটি আয়াতের অর্থ লেখা হ'লঃ-

১. পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক (এঁটে থাকা বস্তু) থেকে।

৩. পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক তো মহিমান্বিত।

৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে।

৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে-যা সে জানতো না।

৭) প্রশ্নঃ মহানবি(স) এর ইমানী দাওয়াত সম্পর্কে লিখ।
উত্তরঃ নবুয়ত লাভের পর হযরত মুহম্মদ (স) আল্লাহ নির্দেশে প্রথমে নিকট আত্মীয়-স্বজনের কাছে গোপনে ইমানের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর দাওয়াতে সর্ব প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর সুখ-দুঃখের অংশীদার সতী-সাধ্বী স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা)। এরপর তাঁদের পরিবারভুক্ত হযরত আলী (রা) ও হযরত যায়াদ (রা) ইবন হারিসা ইসলাম গ্রহণ করেন। পরিবারের বাইরে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবুবকর (রা)। তিনি ছিলেন রসুল (স)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এরপর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পেয়ে তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন।
৮)প্রশ্নঃ মহানবি(স) এর মিরাজে গমন সম্পর্কে লিখ।
উত্তরঃ মক্কার কাফেরদের সীমাহীন অত্যাচার ও তায়েফবাসীর দুর্ব্যবহারে মহানবি (স) অত্যন্ত মর্মাহত ও ব্যথিত। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন। তিনি মিরাজে গমন করলেন। তিনি আল্লাহ পাকের দীদারে ধন্য হলেন। নবুয়তের একাদশ সনে রজব মাসের ২৭ তারিখে আল্লাহ তায়ালা মহানবি (স)-কে মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে উর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করিয়ে আনেন। একেই বলে মিরাজ।

এই ভ্রমণে বায়তুল মুকাদ্দাসে তিনি পূর্ববর্তী নবিগণের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁদের ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেন। সেখান থেকে সাত আসমান অতিক্রম করে আল্লাহ তায়ালার দিদার লাভ করেন। তিনি আলল্লাহর নিকট থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ পান।

৯) প্রশ্নঃ মদিনার সনদ কী? এর কয়েকটি ধারা উল্লেখ কর।
উত্তরঃ মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করে মদিনার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন। এটিই মদিনার সনদ নামে খ্যাত এবং এটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সনদ। এই সনদে ৪৭টি ধারা ছিল। যেমন-

১. সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। ধর্মীয় ব্যাপারে কেউ কারও ওপর হস্তক্ষেপ করবে ন।
২. সনদে স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি সাধারণ জাতি গঠিত হবে এবং সকলে সমান নাগরিক সুবিধা ভোগ করবে।
৩. কেউ অপরাধ করলে তা তার ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে; সে জন্য গোত্র বা সম্প্রদায় দায়ী হবে না।
৪. হত্যা, রক্তারক্তি, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপকর্ম নিষিদ্ধ করা হলো, মদিনা শহরকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হলো।
৫. হযরত মুহম্মদ (স)-এর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কেউ কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।
৬. সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে মহানবি (স) তা মীমাংসা করে দিবেন ইত্যাদি।

১০)প্রশ্নঃ বদরের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল লিখ।
উত্তরঃ মক্কায় কাফির-মুশরিকরা চেয়েছিল ইসলাম মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে। মদিনায় ইসলামের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখে তারা হিংসায় জ্বলে ওঠে। মনিদার ইহুদিরা তাদের প্ররোচিত করছিল। আবার আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার গুজব ওঠেছিল। তাই কাফেররা মদিনা আক্রমণের জন্য রওয়ানা হলো।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়ী হন। যুদ্ধে কুরাইশ নেতা আবু জাহল, ওলীদ, উৎবা ও শায়বাসহ ৭০জন মারা যায় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। মুসলিম পক্ষে ১৪ জন শহীদ হন, কেউ বন্দী হন নি।
১১)প্রশ্নঃ হুদাইবিয়ার সন্ধি কী? এর কয়েকটি ধারা উল্লেখ কর।
উত্তরঃ মহানবি(স) এর সাথে মক্কার কাফেরদের হুদাইবিয়া নামক স্থানে যে সন্ধি হয় তাকে হুদাইবিয়ার সন্ধি বলে।
সন্ধির শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম শর্ত ছিল ঃ
১. মুসলমানগণ এ বছর উমরা না করেই ফিরে যাবেন, আগামী বছর নিরস্ত্র ভাবে ৩ দিনের জন্য আসবেন,
২. কোনো মক্কাবাসী মদিনায় আশ্রয় নিলে তাকে মক্কায় ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন, কিন্তু কেউ মদিনা থেকে মক্কায় আসলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। আরবের যে কোনো গোত্র দুপক্ষের যে কারো সাথে মিত্রতা করতে পারবে ইত্যাদি।
১২)প্রশ্নঃ মহানবি(স) এর মক্কা বিজয় সম্পর্কে লিখ।
উত্তরঃ কুরাইশ ও তাদের মিত্র বনু বকর হুদাইবিয়ার সন্দি ভঙ্গ করে মুসলামনদের মিত্র খুযআ গোত্রকে আক্রমণ করে, তাদের মালামাল লুট করে এবং অনেককে আহত ও নিহত করে। রাসুল (স) এর শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ না করে তারা সন্ধি বাতিল করে। ৮ম হিজরীর রমযান মাসে মহানবি (স) দশ হাজার সাহাবি নিয়ে মক্কা বিজয়ের জন্য যাত্রা করেন। হঠাৎ এতো বড় মুসলিম বাহিনী দেখে কুরাইশ ভয় পেয়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান মহানবি (স) কে মক্কায় স্বাগত জানায়। মহানবি (স) প্রায় বিনাবাধায় একেবারে বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করেন।

১৩)প্রশ্নঃ বিদায় হজ কাকে বলে? বিদায় হজের ভাষণ কাকে বলে? এই ভাষণের পাঁচটি নির্দেশ বর্ণনা কর।
উত্তরঃ মহানবি (স) ১০ম হিজরিতে হজ পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ হজ। তিনি এরপর আর হজ করার সুযোগ পাননি। তাই একে বিদায় হজ বলে।

এই হজেই তিনি আরাফাত ময়দানে জাবালে রহমতে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। এটিই ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত।

এই ভাষণের পাঁচটি নির্দেশ নিচে লেখা হ'লঃ-
১. সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই।
২. আজকের এদিন, এ স্থান, এ মাস যেমন পবিত্র, তেমনি তোমাদের পরস্পরের জানমাল ও ইজ্জত-আবরু পরস্পরের নিকট পবিত্র।
৩. অধীনস্থদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তা খাওয়াবে। তোমরা যা পরবে তাদেরও তাই পরাবে।
৪. একের অপরাধে অন্যেকে শাস্তি দিবে না।
৫. ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সর্বপ্রকার সুদ হারাম করা হলো। সকল সুদের পাওনা বাতিল করা হলো।

১৪)প্রশ্নঃ কুরআন মজিদে উল্লেখিত ১০ জন নবি-রাসুলের নাম লিখ ঃ
উত্তরঃ কুরআন মজিদে ২৫ জন নবি-রাসুলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ,তাদের মধ্য থেকে ১০ জনের নাম নিচে লেখা হ'লোঃ-
১. হযরত আদম (আ)
২.হযরত ইবরাহীম (আ)
৩. হযরত ইসমাইল (আ)
৪. হযরত ইসহাক (আ)
৫. হযরত ইয়াকুব (আ)
৬.হযরত ইউসুফ (আ)
৭. হযরত দাউদ (আ)
৮. হযরত সুলাইমান (আ)
৯. হযরত ঈসা (আ)
১০. হযরত মুহম্মদ (স)

১৫)প্রশ্নঃ আল্লাহ তায়ালা আদম ও হাওয়াকে কী নির্দেশ দিলেন?
উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা আদম ও হাওয়াকে নির্দেশ দিলেন ঃ তোমরা উভয়ে জান্নাতে থাক। খুশিমতো পানাহার করো, আরাম-আয়েশ ও আনন্দ উপভোগ করো। কিন্তু সাবধান! কখনও এ গাছটির কাছে যেও না। যদি যাও তাহলে খুবই অন্যায় হবে। দারুণ ক্ষতি হবে।
১৬) প্রশ্নঃ আদম(আ) তাঁর সন্তানদের কী বললেন?
উত্তরঃ হযরত আদম (আ) আল্লাহ তাওহিদে বিশ্বাস করতেন। তিনি তাঁর সন্তানদের বললেন : "তোমাদের ও সারা বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ । তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করবে। তাঁর কাছে মাথা নত করবে। তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের শান্তি দেবেন। তোমরা জান্নাত লাভ করবে।
আর যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস না কর। তাঁকে না মান। তাহলে দুঃখ পাবে। কষ্ট পাবে। আল্লাহ তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবে। তোমরা জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।
১৭)প্রশ্নঃ হযরত নূহ (আ) এর সময় কী গজব এসেছিলো?
উত্তরঃ তুফানের আলামত দেখা দিল। মাটি ফুঁড়ে পানি বের হলো। শুরু হলো প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি। বন্যা আসল।

পানি বেড়েই চলল, আরো প্রবল হলো ঝড় ও বৃষ্টি। নৌকা সবকিছু নিয়ে পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের মধ্যেও চলতে লাগল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হলো। মাটি থেকেও প্রবল বেগে পানি উঠল। সবকিছু পানিতে ডুবে গেল। কাফেররা পানিত ডুবে যাওয়ার ভয়ে পাহাড়ের ওপর আরোহণ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল পাহাড় ডুবে গেল। সকলে পানিতে ডুবে মারা গেল। কাফেররা ধ্বংস হলো।

১৮) প্রশ্নঃ হযরত হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিকুণ্ডে কীভাবে অক্ষত থাকলেন?
উত্তরঃ নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ) কে মেরে ফেলার জন্য বিশাল অগ্নিকুন্ড তৈরি করল। আর সেই জ্বলন্ত আগুনে তাকে ফেলে দেওয়া হলো। কিন্তু আল্লাহ আদেশে আগুন ঠান্ডা হয়ে গেল। হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিদগ্ধ হওয়া থেকে রেহাই পেলেন। তাঁর কোনো ক্ষতি হলো না। কোনো কষ্ট হলো না। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বাঁচালেন। তাঁকে রক্ষা করলেন।আল্লাহ বললেন ,"হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য তুমি ঠান্ডা হয়ে যাও। আরামদায়ক হয়ে যাও।"
এভাবে হযরত হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিকুণ্ডে অক্ষত থাকলেন।
১৯) প্রশ্নঃ হযরত দাউদ(আ) এর ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসন সম্পর্কে লিখ।
উত্তরঃ হযরত দাউদ(আ) ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। তিনি ছিলেন সুশাসক ও সুবিচারক। জনগণ সব সময় তাঁর কাছ থেকে ন্যায় ও সুবিচার পেত। তাঁর বিচারব্যবস্থা ছিল নিখুঁত ও নিরপেক্ষ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী। জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি ছন্দবেশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। অলিতে গলিতে ও বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে দেখতেন । তিনি রাজকোষ থেকে কোনো অর্থসম্পদ গ্রহণ করতেন না। তিনি আল্লাহ কুদরতে স্বহস্তে ইস্পাতের যেরা বা বর্ম বানাতেন। আর তা বিক্রি করে যা উপার্জন হতো তা দিয়ে নিজের সংসার চালাতেন।
২০)প্রশ্নঃ বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণ সম্পর্কে লিখ।
উত্তরঃ হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহ হুকুমে বৃদ্ধ বয়সে বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণ করেন। তিনি লাঠিতে ভর করে বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণ কাজ তদারকি করেন। এ অবস্থায় তাঁর ইন্তিকাল হয়। বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহটি জীবিত অবস্থায় যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকে। নির্মাণ কাজ শেষ হলে তাঁর হাতের লাঠিটা ভেঙে যায়। আর তিনি মাটিতে পড়ে যান। তখন সকলে অবাক হয়। এভাবে বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মিত হয়।
২১)প্রশ্নঃ হযরত ঈসা (আ) এর মোজেযা সম্পর্কে লিখ।
উত্তরঃ দয়াময় আল্লাহ র বিশেষ কুদরতে হযরত ঈসা(আ) দোলনায় থাকাকালেই শিশু অবস্থায় কথাবার্তা বলার অলৌকিক শক্তি লাভ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কিছু মোজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। যেমন- তিনি আল্লাহ হুকুমে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন। জন্মান্ধকে চোখের দৃষ্টিশক্তি দান করতেন। ধবল, শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগীদের তিনি আল্লাহ রহমতে রোগমুক্ত করে দিতেন।
২২)প্রশ্নঃ হযরত ঈসা (আ) লোকদের কী উপদেশ দিলেন?
উত্তরঃ হযরত ঈসা (আ) লোকদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানালেন। শিরক থেকে বিরত থাকতে বললেন। সকল দুর্নীতি ও খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে বললেন।

মালেকা একাডেমি

গোপালগঞ্জ

শ্রেণিঃ পঞ্চম

বিষয়ঃ হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

পঞ্চম অধ্যায়

শিষ্টাচার ও পরমতসহিষ্ণুতা

১। শিষ্টাচারের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ আমরা আমাদের কোনো শিক্ষকের সম্মুখীন হলে তাঁকে প্রনাম করি। গুরুজনদের প্রতিসম্মান জানাই। তাঁদের সঙ্গে শান্ত নরম গলায় কথা বলি। বয়সীদের সাথে আন্তরিক হওয়া। বড়দের সম্মান জানিয়ে চলা। এই যে নম্র-ভদ্র আচারণ একেই বলে শিষ্টাচার। শিষ্টাচার একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ। শিষ্টাচার আমাদের চরিত্রকে সুন্দর ও উন্নত করে পবিত্র করে সজ্জন ও ধার্মিক ব্যক্তির চরিত্রের অন্যতম প্রধান গুণ এই শিষ্টাচার। শিষ্টাচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ শান্তি শৃঙ্খতলা বজায় থাকে। আবার ধর্মেও পিতা মাতার সাথে সন্তানের, শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর বড়দের সাথে ছোটদের সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশনা রয়েছে। এর ফলে সকলের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাইতো বলা যায় শিষ্টাচারের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অতি নিবিড়।

২। দেবর্ষি নারদ যখন শ্রী কৃষ্ণের নিকট এলেন, তখন শ্রী কৃষ্ণ কীভাবে শিষ্টাচার প্রদর্শন করেছিলেন?

উত্তরঃ দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য দেবর্ষি নারদকে পৃথিবীতে পাঠালেন। নারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে এলেন। উঠে দাঁড়ালেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে বসার আসন দিলেন। বসতে অনুরোধ জানালেন। নারদ না বসা পর্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ আসনে বসলেন না। তিনি নারদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। দেবতাদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন, "দেবতারা সবাই ভালো আছেন তো?" তারপর শান্ত কণ্ঠে বিনয়ের সঙ্গে নারদকে তাঁর আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

স্বয়ং ভগবান হয়েও শ্রীকৃষ্ণ নারদের প্রতি যে আচরণ করলেন , তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে শিষ্টাচার।

৩। পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ পরমতসহিষ্ণুতা মানুষের মহৎগুণ এং ধর্মের অঙ্গ। নিজে নিজের মতে ঠিক থেকে অন্যের মতকেও মেনে নেওয়া, শ্রদ্ধা করা - একেই বলে পরমত সহিষ্ণুতা।

পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব নিচে ব্যাখ্যা করা হলো- পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব অপরিসীম। সবাই সব বিষয়ে একমত হবে, তা আশা করা যায় না। তাই অন্যের ভিন্নমতকে শ্রদ্ধা করতে হবে। হিন্দুধর্মের পাশাপাশি পৃথিবীতে আরও অনেক ধর্মমত আছে। যেমন- ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব বিধি বিধান আছে। ধর্মচর্চার নিজস্ব পথও পদ্ধতি আছে। এক্ষেত্রে নিজের ধর্মমতকে আমরা মানব অন্যের ধর্ম ও মতের স্বীকৃতি দেব। তাহলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নতা হবে না। তাই পরিবার থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও পরমতসহিষ্ণুতা প্রয়োজন। এর অন্যথায় রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। ঐক্য ও সংহতির একটি সূত্র হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা। তাই নিজেদের জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে পরমত সহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসরন করে চলব।

৪। শিকাগোতে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা তোমার পাঠ্যপুস্তক অনুসারে নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তরঃ শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা নিম্নরূপ-

আমেরিকার শিকাগো শহরে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে, সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ এক ধর্ম মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই ধর্মসভার প্রথম অধিবেশনের সভাপতি কার্ডিনাল গিবসন উপস্থিত শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ তুলে ধরলেন পরমতসহিষ্ণুতার হিন্দুধর্ম সম্মত আদর্শ। যেখানে অনেকেই কেবল নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান ও জয়লাভে মুখর ছিলেন। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বলেন, যে ধর্ম অন্যকে চিরকাল পরমতসহিষ্নতার ও সর্ব বিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করিনা সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি। তিনি শিবমহিম্নস্তোত্র থেকে বাণী উল্লেখ করেন। সেখানে বলা হয়েছে বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই একই সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে দেয়। তেমনি মানুষের রুচির বৈচিত্র্যের কারণে মানুষের চলার পথটা সোজা বাঁকা হলেও কিন্তু তাদের সকলের লক্ষ্য এক।

৫। 'তুমি তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য'- কে, কাদের একমাত্র লক্ষ্য? কেন?

উত্তরঃ হিন্দুধর্মাবলম্বীদের ঈশ্বরই একমাত্র লক্ষ্য। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন হিন্দুধর্ম অন্যকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়ে আসছে। আমরা শুধু অন্য সকল ধর্মকে সহ্য করিনা, সকল ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করি। তিনি শিবমহিম্মস্তোত্র থেকে একটি শ্লোক দৃষ্টান্ত হিসেবে বলেন- বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই একই সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে দেয়। তেমনি নিজের রুচির বৈচিত্র্যের কারণে সোজা বাঁকা নানা পথে যারা চলেছে, হে ঈশ্বর, তুমিই তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

১। অহিংসা কাকে বলে? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তরঃ কিছু কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা অন্যের সুখে ঈর্ষা করেন না, বরং সুখ পান। কারো অকল্যান কামনা করেন না। কেউ অকল্যান কামনা করেন না। কেউ অকল্যান করলেও তাঁর কল্যান করেন। অন্যের উন্নতিতে আনন্দ পান। কাউকে পীড়ন করেন না। তাঁরা অন্যের উপকার করেন। অন্যরা যাতে সুখে থাকে তার উপদেশ দেন। কখনই কাউকে হিংসা করেন না। নিজের ক্ষতি হলেও কারো অমঙ্গল কামনা করেন না। এ মনোভাব ও আচরণ একটি মহৎগুণ। এ নৈতিক গুণটিকেই অহিংসা বলে। অহিংসা ধর্মের অঙ্গ।

২। বশিষ্ঠ কীভাবে বিশ্বমিত্রকে আপ্যায়ন করলেন?

উত্তরঃ ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র একদিন অনেক লোকজন নিয়ে বশিষ্ঠের আশ্রমে গেলেন। গিয়ে বললেন, তাঁরা খুব ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। হঠাৎ এত লোকের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটানো কঠিন কাজ। কিন্তু বশিষ্ঠের জন্য কঠিন হলো না। তাঁর আশ্রমে ছিল একটি কামধেনু। তার কাছে চাইতেই পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার ও পানীয় পাওয়া গেল। বশিষ্ঠ তা দিয়ে বিশ্বামিত্র ও তাঁর লোকজনদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটালেন। এভাবেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে আপ্যায়ন করলেন।

৩। পরোপকারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ যাঁরা মহৎ তাঁরা কখনই নিজের কথা ভাবেন না। সবসময় পরের কথাই ভাবেন। এর বিনিময়ে তাঁরা কিছু চান না। এই যে পরের মঙ্গল করার মনোভাব, একেই বলে পরোপকার। পরোপকার করা ধর্মের একটি অঙ্গ।

হিন্দুধর্ম মতে সকল জীবের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। তাই জীবের উপকার করা মানেই ঈশ্বরের সেবা করা। জীবের সেবা করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। পরের উপকার করার মধ্য দিয়ে এক পরম আনন্দ পাওয়া যায়। এতে মনের প্রসারতা বাড়ে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি পায়। সমাজে শান্তি বিরাজ করে। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসতে শেখে। কাজেই আমরাও পরের উপকার করব। এতে আমাদের মন বড় হবে। আমাদের সমাজ সুন্দর হবে।

৪। ব্রাহ্মণের ঘরে কান্নার রোল উঠেছিল কেন?

উত্তরঃ একচক্রা নগরের অদূরে একটি বনে বাস করত বক নামক এক রাক্ষস। প্রতিদিন তার আহারের জন্য একজন মানুষ, দুটি মহিষ এবং অনেক ভাত দিতে হতো। নতুবা সে সবাইকে খেয়ে ফেলবে। পালাক্রমে গ্রামের মানুষ রাক্ষসের আহারের ব্যবস্থা করতেন । একদিন ব্রাহ্মণ পরিবারর পালা এসেছে। যে কোনো একজনকে রাক্ষসের সামনে যেতে হবে। কিন্তু কেউ কাউকে ছাড়তে চাচ্ছেনা। এজন্য সবাই কাঁদছে। তাই ব্রাহ্মণের ঘরে কান্নার রোল উঠেছিল।

৫। নগরবাসী বক রাক্ষসের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা পেয়েছিল?

উত্তরঃ কুন্তী ব্রাহ্মণকে রাজি করিয়ে ভীমকে পাঠালেন রাক্ষসের কাছে। রাক্ষস তখন তার আস্তানায় ছিল না। ভীম তখন বসে মনের আনন্দে খাবার গুলো খাচ্ছিলেন। এমন সময় রাক্ষস এসে ভীমকে খাবার খেতে দেখে ভীষণ ক্ষেপে গেল। সে একটা গাছের কাণ্ড ভেঙে তেড়ে এলো। তারপর গাছের কাণ্ডটা ছুড়ে মারল ভীমের দিকে। ভীম মুচকি হেসে বাঁ হাত দিয়ে সেটা ধরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। এতে রাক্ষসটা আরও ক্ষেপে গেল। এবার সে দৌড়ে গিয়ে ভীমকে জাপটে ধরল। ভীম উঠে দাড়িয়ে এক আছাড়ে রাক্ষসটাকে মেরে ফেললেন। এর ফলে ঐ ব্রাহ্মণ পরিবারসহ নগরের সবাই বক রাক্ষসের হাত থেকে রেহাই পেল।